দি চ্যানিংস

মিসেস হেনরি উড

অনুবাদ করেছেন

অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য

অভ্যুদয় প্রকাশ-মন্দির

২৪ বি লেক রোড, কলিকাতা—২৯

প্রকাশ করেছেন
শ্রীঅমিয়কুমার চক্রবর্ত্তী
অভ্যুদয় প্রকাশ-মন্দির
২৪বি লেক রোড, কলিকাতা—২৯

প্রথম প্রকাশ
মার্চ্চ ১৯৫৩

এক টাকা আট আনা

ছেপেছেন
শ্রীপুলিন বিহারী টাট্
এইচ্ এস্ প্রেস
৯, শ্রীকান্ত চৌধুরী লেন
বরাহনগর, কলিকাতা—৩৬

ভূমিকা

দৈনন্দিন জীবনের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্খা নিয়ে যত উপন্যাস ওদেশে রচিত হয়েছে, তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল মিসেস হেন্‌রি উডের 'দি চ্যানিংস'। ঘটনাবহুল সুসম্বদ্ধ কাহিনীর পরিবেশনে লেখিকা সিদ্ধহস্ত, প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার নিতান্ত ঘরোয়া ঘটনাও তাঁর লেখনীর ছোঁয়ায় অপূর্ব্ব শ্রীমণ্ডিত হয়ে উঠেছে।

বাঙলার বিশিষ্ট কিশোর-সাহিত্যিক স্বর্গতঃ অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য এই কাহিনীর অভিনবত্বে আকৃষ্ট হন ; 'কষ্টিপাথর' নাম দিয়ে তিনি এ-কাহিনীর সংক্ষিপ্ত অনুবাদ 'রামধনু'তে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করেন। প্রথম সংখ্যা থেকেই 'কষ্টিপাথর' অনেকের সকৌতূহল দৃষ্টি আকর্ষণ করে, এবং 'রামধনু'র গ্রাহকসংখ্যাও বর্দ্ধিত হতে দেরি হয় না।

মনোরঞ্জন বাবুর অকাল-মৃত্যুর চৌদ্দ বছর পরে 'কষ্টিপাথর' 'দি চ্যানিংস' নামেই প্রকাশিত হল। আশা করি বাঙলার কিশোর-কিশোরী এ গ্রন্থকে সাদরে গ্রহণ করবে।

প্রকাশক



শূন্যে তুলিয়া পরক্ষণেই আছড়াইয়া ফেলিল—পৃঃ ৫৭

কালি কে ঢালিল ?

গ্রীষ্মের বিকাল, হেল্‌ষ্টনলি সহরের গীর্জ্জা হইতে ঢং ঢং করিয়া ঘণ্টার মধুর আওয়াজ বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছে।

মামলা মোকর্দ্দমার বিচারের জন্য কয়েকজন জজ সহরে আসিয়াছেন, ছোট্ট সহরটি তাই মুখর হইয়া উঠিয়াছে। আজ বিকালে গীর্জ্জায় আবার তাঁদের প্রার্থনা করিতে আসিবার কথা, সেই উপলক্ষে সেখানেও বেশ একটু উৎসবের সৃষ্টি হইতেছে। ঘণ্টাধ্বনিও সেইজন্যই।

উপাসনায় আজ যিনি আচার্য্যের আসনে বসিবেন তাঁর নাম রেভারেণ্ড জন্ পাই। তিনি শুধু পাদ্রীই নন, গীর্জ্জার তত্ত্বাবধানে যে একটা কলেজিয়েট স্কুল আছে, তার হেডমাষ্টারও তিনিই। তাঁর সামনের আসনটিতে আর একটি যুবাবয়সী পাদ্রী বসিয়াছিলেন—নাম রেভারেণ্ড উইলিয়ম্ ইয়র্ক। ইনি সবে একাজে ঢুকিয়াছেন।

উপাসনা আরম্ভ হইয়া সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে সমাধা হইয়া গেল। শেষে আসিল সঙ্গীতের পালা। স্কুলের বাছা বাছা দশটি সুকণ্ঠ ছেলে গান গাহিবে। গানের প্রথম পদটি গাওয়া হইতে না হইতেই কিন্তু রেঃ পাই চমকাইয়া মাথা তুলিয়া চাহিলেন—এ কার গলার স্বর আসিতেছে? চাহিয়া দেখেন, গানের দলের ছেলেদের মধ্যে বাইওয়াটার নামে যে ছাত্রটির থাকিবার কথা সে নাই, তার জায়গায় গাহিতেছে হার্ষ্ট নামে আর একটি ছেলে। সে কি! বাইওয়াটার গেল কোথায়?

হঠাৎ সামনে চোখ পড়িতে হেডমাষ্টার মহাশয় দেখিলেন, সামনেই শ্রোতাদের মধ্যে বসিয়া তাঁর ছাত্র ষ্টিফেন বাইওয়াটার। শুধু তাই নয়, গীর্জ্জার ভিতর উপাসনা-সম্বন্ধীয় কোন কাজকর্ম্ম করিতে হইলে 'সারপ্লিস্' নামে যে ঢলঢলে পোষাকটা পরিয়া লইতে হয় বাইওয়াটারের গায়ে সেটা পর্য্যন্ত নাই! এতখানি সাহস তার হইল কিসে?

উপাসনা শেষ হইতেই মিঃ পাই পোষাক-কামরার দিকে অগ্রসর হইলেন। যে কয়টি ছেলে গান গাহিতেছিল তারা ও গীর্জ্জার কয়েকজন কর্ম্মচারীও সেদিকে উঠিয়া আসিল। ক্রুদ্ধস্বরে হেডমাষ্টার জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাইওয়াটার, তুমি আজ যা করেছ সে সম্বন্ধে তোমার কিছু বলবার আছে?"

"আজ্ঞে, আমার সারপ্লিস্ ছিল না, তাই গানের দলে গিয়ে জুটতে পারিনি। স্কুলে নোটিশ দেওয়া হয়েছিল আমাদের সবাইকে আজ পরিষ্কার সারপ্লিস্ পরে আসতে হবে, তাই ভোরে এসে আমি আমার ধোপাবাড়ীব সারপ্লিস্‌টা এখানে রেখে গেছলাম। বিকেলে এসে দেখি সেটা নেই।"

"নেই? তবে বোধহয় হাওয়া হয়েই সেটা উড়ে গেল?"

"আজ্ঞে, আপনি জিজ্ঞাসা করুন না এদের সবাইকে! সকলে যখন গান গাইতে গেল, তখনও আমি শুধু সেটাই খুঁজে বেড়াচ্ছি।"

হেডমাষ্টার ফিরিয়া হার্ষ্টের দিকে তাকাইয়া কহিলেন, "আর তোমাকেও বলি হার্ষ্ট, তুমি জান আগেকার মত গলা আর তোমার নেই। তুমি বাপু কেন জজেদের সামনে গাইতে গেলে?"

"আজ্ঞে, প্রতি মুহূর্ত্তেই আমি ভাবছিলাম, এই বুঝি বাইওয়াটার ফিরে এল। তারপর সে যখন আর এলই না তখন আর কোন উপায় দেখলাম না। ছেলে-ছোকরা কাউকে বসিয়ে দিলে সে সব ভণ্ডুল করে ফেলত। তাই ভাবলাম ভণ্ডুল করে ফেলার চাইতে জজেদের ভাঙা গলার গান শোনান বরং ভাল।"

কথাটা ঠিক, তাই মিষ্টার পাই চুপ করিয়া রহিলেন। হার্ষ্ট একটু থামিয়া আবার কহিল, "স্যর!"

"কেন!"

"আর একটা কথা। এইমাত্র বাইওয়াটার আমাদের জানিয়েছে যে তার সারপ্লিস্ খুঁজে পাওয়া গেছে। কিন্তু সত্যি বলছি স্যর, এ বিষয়ে ঘুণাক্ষরেও আমরা কেউ কিছু জানতাম না।"

কথাটা শুনিয়া হেডমাষ্টার চমকিত হইয়া উঠিলেন, কহিলেন, "ওঃ, তাই

নাকি ? .এতক্ষণে বুঝি সেটা লুকিয়ে ছিল আর যেই গানের পালা শেষ হয়েছে অমনি এসে ধরা দিয়েছে, না ?"

জবাব দিল বাইওয়াটার, কহিল, "খুঁজে বের করেছি স্যর, পর্দ্দার ওপাশে যেখানে কেউ কখনো যায় না—সেখানে ওটা পড়েছিল, নিয়ে এসেছি, এই দেখুন।" বলিয়া আঙুল দিয়া সে পোষাক-ঘরের একটা কোণ দেখাইয়া দিল। মিঃ পাই, মিঃ ইয়র্ক প্রভৃতি যাঁরা যাঁরা উপস্থিত ছিলেন অবাক্ হইয়া দেখিলেন, একটা আনকোরা ধোপাবাড়ীর সারপ্লিস্ তালগোল-পাকান অবস্থায় সেখানে পড়িয়া—কে যেন তার উপর এক বোতল কালি ঢালিয়া রাখিয়াছে।

রাগত অথচ গম্ভীর মুখে হেডমাষ্টার প্রত্যেকটি ছেলের মুখের দিকে তাকাইলেন, কিন্তু সবারই মুখে সরলতা মাখানো। তখন তিনি এটুকু বুঝিলেন যে অন্ততঃ এ কয়টি ছেলে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও বেশ বুঝিলেন যে তাঁর স্কুলের ছাত্র ছাড়া অপর কোন লোক এ কাজ করিতে আসে নাই। এদিকে ছাত্রেরা বড় একটা আসে না, আজকাল গীর্জ্জাটা মেরামত হইতেছে, মিস্ত্রীদের যাওয়া-আসার সুবিধার জন্য দরজা সর্ব্বদাই খোলা থাকে, ইচ্ছা করিলেই যে-কোন ছাত্র যখন খুসি আসিতে পারে। মিঃ পাই আর কোন কথা না বলিয়া সোজা স্কুলের দিকে চলিলেন, পেছন পেছন ছেলেরাও চলিল।

গীর্জ্জা ছাড়াইয়া একটু গেলেই স্কুল—একই কম্পাউণ্ডের ভিতর। স্কুলটি ইংলণ্ডের রাজার পরোয়ানায় স্থাপিত। মাত্র চল্লিশটি ছাত্র এখানে পড়িতে পায়, তার বেশী ছাত্র ভর্ত্তি করা বারণ।

ছেলেরা তখন স্কুলে দল বাঁধিয়া মহা হৈ-চৈ করিতেছিল, হঠাৎ এই অসময়ে হেডমাষ্টার মহাশয়কে দেখিয়া সকলে একেবারে চুপ হইয়া গেল। মিঃ পাই ইসারায় সকলকে কাছে আসিতে বলিলেন ; তারপর গণ্ট নামে একটি ছেলেকে ডাকিয়া বলিলেন, "গণ্ট, আজ ভোরে বাইওয়াটার গীর্জ্জার পোষাক ঘরে তার সারপ্লিস্‌টা রেখে গিয়েছিল, কেউ তার ওপর এক বোতল কালি ঢেলে রেখেছে। কে করেছে বলতে পার ?"

এতগুলি ছেলের মধ্যে গণ্টকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করার কারণ এই যে সে স্কুলের সর্দ্দার-পড়ো—'সিনিয়র।' অন্যান্য ছাত্রের উপর তাঁর অনেকখানি ক্ষমতা। স্কুলে গণ্ট ছাড়া আরও তিন তিন জন 'সিনিয়র' ছিল—তাদের নাম টম চ্যানিং, হ্যারি হাণ্টলি এবং জেরাল্ড ইয়র্ক। তবে তারা গণ্টের নীচে, ক্ষমতাও গণ্টের চেয়ে তাদের অনেকখানি কম।

হেডমাষ্টারের প্রশ্নের জবাবে গণ্ট জানাইল যে সে কিছুই জানে না। মিঃ পাই তখন আর সকলকার দিকে তাকাইয়া কহিলেন, "তোমরা কেউ এ বিষয়ে কিছু জান?"

অনেকগুলি কণ্ঠ একসঙ্গে বলিয়া উঠিল, "না স্যর।"

তিনি আবার বলিলেন, "তোমরা যে কেউ ইচ্ছে করে সারপ্লিসের মত একটা পবিত্র জিনিষ কালি ঢেলে নষ্ট করবে না তা আমি জানি। আমার বিশ্বাস, দৈবাৎ কেউ কাজটা করে ফেলেছ, তারপর ভয়ে এখন আর স্বীকার করছ না। কে করেছ বল, ভয় নেই; আমি তাকে কিছু বলব না—শুধু সে বাইওয়াটারকে একটা নতুন সারপ্লিস কিনে দেবে—এই মাত্র।"

এ কথায় কিন্তু কোন ফল হইল না।

হেডমাষ্টার এবার চটিলেন, বলিলেন, "আমার এ কথার পরেও যখন কেউ নিজের দোষ স্বীকার করছ না তখন আমি বেশ বুঝতে পারছি, একাজ যে করেছে সে ইচ্ছে করেই করেছে—হঠাৎ নয়। যদি একবারটি আমি তার নাগাল পাই তবে সে মজাটি টের পাবে।" তারপর তিনি 'সিনিয়র'দের দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "আশা করি অপরাধীকে খুঁজে বের করতে তোমরা আমায় সাহায্য করবে।"

হেডমাষ্টার চলিয়া যাইতেই সেখানে তুমুল হৈচৈ আরম্ভ হইল। কে একাজ করিল! বাইওয়াটারের নিজের হাব-ভাবে গণ্ট একটু আশ্চর্য্য হইয়া তাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হে, কে করেছে কিছু জানতে পেরেছ নাকি?"

"হুঁ, প্রায় বারো আনাই পেরেছি, বাকি সবে চার আনা। স্কুলে দুটি মাত্র ছেলে আছে যারা আমার ক্ষতি করতে পারলেই নিজেদের মস্ত লাভ হল

মনে করবে। আগে আমায় পুরোপুরি নিশ্চিত হতে দাও, তারপর তার নাম করব।—ছেড়ে দেবার পাত্তর আমি মোটেই নই, সে তো জানই। এখান থেকে গীর্জ্জা পর্য্যন্ত একটা লোক যাবে, কাজটা সেরে আবার ফিরে আসবে, অথচ কেউ তা লক্ষ্য করবে না, সে কি কখনো হতে পারে ?"

বছর বারো বয়সের একটি সুন্দর ছেলে দাঁড়াইয়া সব শুনিতেছিল ; চেহারাটা তার বড়ই কচি, স্কুলের ছেলেরা তাই তাকে 'মিস্ চার্লি' বলিয়া ডাকিত। সে কহিল, "আমি কিন্তু আজ স্পষ্ট দেখেছি—" বলিয়াই কি ভাবিয়া হঠাৎ সে একদম থামিয়া গেল।

গণ্ট তাকে জিজ্ঞাসা করিল, "চার্লি চ্যানিং, তুমি জান কে একাজ করেছে ?"

চার্লি নির্ভয়ে উত্তর দিল, "যদি জানতামও, তা হ'লেও বলতাম না।"

তার দাদা টম চ্যানিং স্কুলের একজন 'সিনিয়র', সে ধমক দিয়া বলিল, "তুমি জান কি না তাই বল।" কিন্তু বাধা দিল জেরাল্ড ইয়র্ক, কহিল, "তোমরাও যেমন, ও হ'ল মিস্, ও আবার যাবে জানতে ! আচ্ছা এমনও তো হতে পারে যে গীর্জ্জার কোন লোক একাজ করেছে, স্কুলের কেউ নয় ?"

বাইওয়াটার জবাব দিল, "না হে না, গীর্জ্জার লোক নয়। যাক, আমি কারুর সাহায্য চাই না, নিজেই আমি বের করে ফেলব এ কার কাজ।"

ছেলের দল তখন একে একে স্কুল হইতে বাহির হইয়া পড়িল, বাকি রহিল শুধু চার্লি চ্যানিং। সকলে চলিয়া গিয়াছে দেখিয়া তার দাদা টম্ তার কাছে আসিয়া চুপে চুপে কহিল, "চার্লি, তুমি এ স্কুলের ছাত্রদের নিয়ম জানো তো ? কারো কথা মাষ্টারদের কাছে লাগানো বারণ। তা যদি কর তবে কিন্তু তোমায় গুঁড়ো করে ফেলবে। আমাদের সিনিয়র কয়জনের কথা অবশ্য আলাদা, আমাদের কানে কোন কথা এলে তা কর্ত্তব্যের অনুরোধে হেডমাষ্টারকে জানাতেই হবে। খবর্দ্দার, আমার কাছে যেন ভুলে নামটা বলে ফেল না—তখন কিন্তু ভাই বলে আর খাতির করা চলবে না।"

"বাঃ রে ; আমি যেন কচি খোকা, আজই নতুন স্কুলে ভর্ত্তি হলাম ! তা

ছাড়া সত্যি আমি জানি না, শুধু একজনকে সন্দেহ করছি।"

"ব্যস্, আর আমি কিছু শুনতে চাই নে।" বলিয়া টম্ এক দৌড়ে সেখান হইতে সরিয়া পড়িল।

চার্লি তখন সেখানে বসিয়া পড়িয়া নিজের মনেই অনেক কথা ভাবিতে লাগিল। যে ব্যাপারটা সে আজ দেখিয়াছে সেটা না দেখিলেই মনে মনে সে ঢের বেশী খুসী হইত। স্কুলের একজন সিনিয়রকে সবার আড়ালে চুপি চুপি গীর্জ্জার কাছে গিয়া একটা কালির বোতল সে ছুঁড়িতে দেখিয়াছে। নিজেকে সে এই বলিয়া বুঝাইল যে হয়ত এর সঙ্গে বাইওয়াটারের সারপ্লিসের কোনই সম্পর্ক নাই। বোতলটাকে আর একবার ভাল করিয়া দেখিবার জন্য সে গীর্জ্জার কাছে গিয়া একটা দেওয়ালের উপর দাঁড়াইল। হঠাৎ পেছন হইতে কে বলিয়া উঠিল, "চার্লি, কি দেখা হচ্ছে ওখানে শুনি?"

চার্লি ফিরিয়া দেখিল, জেরাল্ড ইয়র্ক। কহিল, "যা দেখতে এসেছি তা আর দেখতে পাচ্ছি কই!"

"ওঃ, তবে বুঝি তুমিই সারপ্লিসে কালি ঢেলেছ?"

"কেন জেরাল্ড ইয়র্ক, তুমি নিজেই বেশ ভাল করে জান যে সে কাজ যদি কেউ করে থাকে তো সে তুমি, আমি নই।"

"কী, মিথ্যাবাদী, এত আস্পর্দ্ধা তোমার!" বলিয়া জেরাল্ড ইয়র্ক চার্লিকে ধরিয়া এমনই এক ঝাঁকুনি দিল যে চার্লির শরীর ভাঙ্গিয়া যাইবার জো হইল। তবু সে কহিল, "মিথ্যে কথা যে এ নয় তা তুমি বেশ জান। তবে তোমার এমন মারমুখো হবার কোনই দরকার নেই, আমি সত্যি বলছি, এ কথা কারুকে বলব না।"

"দাঁড়াও, পরের নামে দোষ দেওয়া তোমার ঘুচোচ্ছি। আজ তোমার হাড় একদিকে মাংস একদিকে করে ছাড়ব।"—কিন্তু বলিতে বলিতে জেরাল্ড হঠাৎ থামিয়া গেল, দেখিল, অপর দিকের দরজা দিয়া পাদ্রী ডাক্তার গার্ডনার আসিতেছেন। সুযোগ বুঝিয়া চার্লিও পাদ্রী সাহেবকে একটা নমস্কার জানাইয়াই বাড়ীর দিকে সোজা দৌড় দিল।

দুই

দুঃসংবাদ

স্কুলের খুব কাছেই চার্লি চ্যানিংদের বাড়ী। বাড়ীতে ফিরিয়া চার্লি গলা ফাটাইয়া গান করিতে করিতে পড়ার ঘরে গিয়া ঢুকিতেছিল, বাড়ীর বুড়ী দাসী জুডিথ তাড়াতাড়ি আসিয়া বলিল, "আস্তে, বাড়ীতে একটা খারাপ খবর এসেছে।"

"খারাপ খবর? বাবা তো ভালই আছেন, তবে কি সেই মোকর্দ্দমার কোন খবর?"

"বোধ হয় তাই। কর্ত্তার এতদিনকার আশা ভরসা সব গেছে। লক্ষ্মীছাড়া ডাকপিয়নটাকে জেলে দিলে তবে আমার রাগ যায়।"

চার্লস্ একেবারে পাথর গড়া মূর্ত্তির মত সেইখানে দাঁড়াইয়া পড়িল। অনেকদিন হইতে তার বাবা মিষ্টার চ্যানিংয়ের কাঁধে খুব বড় একটা মোকর্দ্দমা ঝুলিতেছিল—জিতিলে অনেক টাকা প্রাপ্য, হারিলে বিস্তর ক্ষতি। আসলে টাকাটা সত্যই মিঃ চ্যানিংয়ের পাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু অপর পক্ষের লোকদের ছিল অর্থবল। কাজেই একবার হারিয়া গিয়াও তারা আপীল করিয়াছিল। তবে কি আপীলে তার বাবার হার হইয়াছে?

ঠিক এই সময় বছর তেইশ বয়সের একটি সুন্দর ঢ্যাঙ্গামত যুবক ঘরে আসিয়া ঢুকিল। সে এ বাড়ীর বড় ছেলে, নাম জেম্স্, কিন্তু সকলেই তাকে তার ডাকনাম 'হামিশ' বলিয়া ডাকিত। লম্বায় সে ছ ফুট দু' ইঞ্চি।

ঘরে ঢুকিয়াই হামিশ দুষ্টামির সুরে বলিল, "দুটিতে মিলে এখানে গজ গজ করে কি ষড়যন্ত্র হচ্ছে শুনি? এ মশাইটি বুঝি টফি তৈরী করার ছলে আর একটি সস্‌প্যানের তলা পোড়াবার মৎলবে আছেন, না জুডি?"

চার্লস্ সে কথায় কোন কান না দিয়া বলিল, "শুনছ হামিশ, জুডি বলছে লণ্ডন থেকে আজ ডাকে একটা খারাপ খবর এসেছে। কে জানে, হয়তো মোকর্দ্দমায় আমাদের হারই হয়েছে।"

হামিশের হাসি ঠাট্টা সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হইয়া গেল। সে বলিল, "সত্যি নাকি জুডিথ?"

"হাঁ বাছা, ঐ রকমই একটা কোন খারাপ খবর। গিন্নী-ঠাকরুণ বলছিলেন সব আশা-ভরসা নাকি এইবার গেল। তোমরা দুজন বাদে আর সবাই ওই বসবার ঘরেই রয়েছে, তোমরাও যাও সেখানে। দেখ বাবা হামিশ, তুমি হচ্ছ সকলের বড়, তোমাকেই আমি প্রথম কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছি। কর্ত্তাকে তুমি বুঝিয়ে সুঝিয়ে ঠাণ্ডা করবে।"

ওঘরে মিঃ চ্যানিং একটা সোফার উপর কাৎ হইয়া শুইয়া ছিলেন, অনেকদিন যাবৎ অসুখে ভুগিয়া আজ তাঁর এই অবস্থা। চেহারাটি তাঁর সৌম্য, এবং চিন্তাশীলের মত। এককালে তিনি খুবই সুপুরুষ ছিলেন। তাঁর চার ছেলে দুই মেয়ে। দ্বিতীয় পুত্রের নাম আর্থার। সে বাপের মতই সুন্দর, বয়স উনিশ বছর। আর্থারের ছোটটিই হইতেছে আমাদের টম্,—তার কিন্তু মেজাজখানা তত সুবিধার নয়। মেয়ে দুইটি ও তাদের মা মিসেস্ চ্যানিংও সেই ঘরেই ছিলেন। বড় মেয়েটির নাম কন্‌স্ট্যান্স, বয়স বছর একুশ। মুখখানা তার বড়ই লাবণ্যময়। ছোট মেয়েটি সবে এই চৌদ্দ বছরের, দুষ্টামীতে সে খুব পাকা। তার নাম এনাবেল।

ঘরে ঢুকিয়াই হামিশ তার সেই দুষ্টামী-মাখা হাসি হাসিয়া বলিল, "আজ ব্যাপারখানা কি হয়েছে শুনি? জুডিথ বলল, কি একটা ভয়ানক ব্যাপার নাকি ঘটে গেছে?"

তার মা বলিলেন, "হাসছিস হামিশ, কিন্তু যা ঘটেছে তা বলতে আমার মুখে কথা সরছে না।"

হামিশ বলিল, "মা, পৃথিবীতে কোন জিনিষই আমাদের ভয়ানক কিছু কাবু করে ফেলতে পারে না, যতক্ষণ আমাদের স্বাস্থ্য অটুট আছে, আর এমনিভাবে সকলে মিলে সেটাকে নিয়ে আলোচনা করতে পারছি। কী এমন ব্যাপারটা,—মোকর্দ্দমায় আমাদের হার হয়েছে, এই তো?"

"শুধু হার হলেও তো কথা ছিল, কিন্তু এতে যে আর কোন আপীলই চলবে না।"

মিষ্টার চ্যানিং এতক্ষণে কথা কহিলেন, বলিলেন, "হামিশ ঠিকই বলেছে। চিঠিখানা যখন এল তখন দুশ্চিন্তায় আমি একেবারে ভেঙ্গে পড়েছিলাম, কিন্তু এখন আস্তে আস্তে দেখছি এতে একটা লাভ হ'ল এই যে, মস্ত বড় একটা ভাবনার বোঝা থেকে মুক্তি পেলাম। অসুখে পঙ্গু হয়ে আছি, কাজকর্ম্মে ভুলে থাকার উপায় নেই। দিনরাত এই মামলার দুশ্চিন্তা আমায় পাগল করে ফেলার গতিক করেছিল। অন্ততঃ সেটার তো শান্তি হল।"

হেলষ্টনলি সহরে লণ্ডনের খুব বড় সদাগরী অফিসের একটা শাখা ছিল, মিঃ চ্যানিং ছিলেন তারই ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী। ইদানিং অসুখ বাড়িয়া পড়ায় তিনি আর কাজে যাইতে পারিতেন না, বড় ছেলে হামিশই বাপের হইয়া আপিসের কাজকর্ম্ম সব দেখাশুনা করিত। এই ব্যবস্থায় কাজ বেশ ভালই চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া কর্ত্তারা মিঃ চ্যানিংকে তাঁর পুরা মাহিনাটাই দিতেন। মিঃ চ্যানিংকে তাঁর চরিত্রগুণে তাঁরাও খুব শ্রদ্ধা করিতেন কিনা।

কিন্তু শুধু সওদাগরী অফিসের এই মাহিনাটার উপরই এতদিন তিনি ভরসা করিয়া থাকেন নাই। আগেই বলিয়াছি, মোকর্দ্দমার সম্পত্তিটা আসলে ছিল যথার্থ তাঁরই। এটা যে তিনি ফিরিয়া পাইবেনই, এ ছিল তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস। এবং এইজন্য আপাততঃ খরচ চালাইবার উদ্দেশ্যে তিনি কিছু দেনাও করিয়া ফেলিয়াছিলেন। ভাবিয়াছিলেন, মোকর্দ্দমার শেষে টাকাটা হাতে আসিলে পরে আস্তে আস্তে সে দেনা মিটাইয়া ফেলা কষ্টকর হইবে না। কিন্তু অদৃষ্ট যখন বাঁকিয়া বসিল তখনও তিনি দমিলেন না, ছেলেপিলেদেরও দমিতে দিলেন না। বলিলেন, "দুঃখ জিনিষটা দু'রকমে আসে; এক আসে আমাদের নিজেদের পাপে, আর একরকম ভগবান পাঠিয়ে দেন আমরা খাঁটি মানুষ কিনা সেইটে দেখবার জন্যে। এ টাকাটা পেলে অবশ্য তোমাদের

খুবই সুবিধা হত, কিন্তু পেলে না বলেও হতাশ হবার কিছু নেই। ভগবান তোমাদের হাত পা দিয়েছেন, বুদ্ধি দিয়েছেন, আবার চাই কি? দোকানে-টোকানে অবশ্য আমাদের কিছু ধার হয়ে পড়েছে, তা হয়েছে তার আর কী করা যায়?"

আর্থার বলিল, "সে আমরা শোধ করে দেব বাবা!"

সব ভাইবোনে মিলিয়া তখন পরামর্শ করিবার জন্য মা-বাবার ঘর ছাড়িয়া ছেলেদের পড়ার ঘরে গিয়া ঢুকিল। কেবল এনাবেলকে তার দুষ্টামী আর ফড়ফড়ানির জন্য সেখানে যাইতে দেওয়া হইল না।

হামিশ বলিল, "বাবা ঠিকই বলেছেন, আর কিছু না হোক একটা ভাবনার বোঝা ঘাড় থেকে নেমে গেল। এখন থেকে আমাদের সবাইকে মনে রাখতে হবে যে, জীবনে যা কিছু উন্নতি সে আমাদের নিজেদেরই চেষ্টা করে করে নিতে হবে।"

কন্‌স্ট্যান্স বলিল, "কিছুদিন থেকেই আমার মনে এই রকম কেমন একটা আশঙ্কা হচ্ছিল, তাই এ বিষয়ে আমি খানিকটা ভেবেও রেখেছি। প্রথম কথা হচ্ছে, এতে আমাদের আয় কমে যাবে।"

টম্ এতক্ষণ রাগে ফুলিতেছিল, এইবার বলিয়া উঠিল, "বাঃ, ওরা কি বাবার মাইনের ওপরও হাত দিতে চায় নাকি? সখখানা দেখ না একবার!"

"তা নয় টম; বুঝছ না, দোকানে আমাদের ধার হয়ে পড়েছে, প্রত্যেক মাসে কিছু কিছু করে শোধ দিতে হবে তো? তা হলেই আয় কমে গেল না? তা যাক্, সে ভাবনা তোমার, চার্লির বা এনাবেলের ভাবতে হবে না। তুমি এখন প্রাণপণে চেষ্টা কর কিসে স্কুলে 'সিনিয়র' হতে পার। মোকর্দ্দমায় আমাদের হার হওয়ায় সব চেয়ে যার বেশী ক্ষতি হবে সে হচ্ছে আর্থার।"

আর্থার চুপ করিয়া সকলের কথা শুনিতেছিল। স্বভাবটি তার বড়ই নরম, বেশী কথা বলা তার অভ্যাস নয়। গ্যালওয়ে নামে এক এটর্নীর অফিসে

সে খুব অল্প মাহিনায় কেরাণীর কাজ করিত। এই এটর্নীটি ছিলেন আবার গীর্জ্জারই এক কর্ম্মচারী। ঠিক ছিল, মোকর্দ্দমার টাকাটা হাতে আসিলেই আর্থার কিছু টাকা দিয়া সেই এটর্নী-অফিসেই শিক্ষানবীশের কাজে ভর্ত্তি হইবে, এবং কিছু দিন বাদে নিজেই এটর্নী হইয়া বাহির হইবে। কিন্তু সে আশা নির্ম্মূল হইল।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আর্থার বলিল, "হুঁ, মাছি-মারা কেরাণী হয়েই আমায় জীবনটা কাটাতে হবে।"

টম গর্জ্জন করিয়া উঠিল, "কি বললে, ঐ জেকিন বুড়োর ছেলের সঙ্গে একত্র হয়ে কেরাণীগিরি করবে আর্থার চ্যানিং? আর তাই দেখে রোল্যাণ্ড ইয়র্ক দিনে তিনবার নাক সিঁটকোবে! এমনিতেই তার নাক সিঁটকোনর চোটে অস্থির!"

আর্থারের সুন্দর মুখখানা লজ্জায় টকটকে হইয়া উঠিল। সে যে চ্যানিং পরিবারের ছেলে, এ গর্ব্ব তার বরাবরই ছিল। কিন্তু সে ঠিক করিল, নাঃ, সে কিছুতেই পিছাইবে না। প্রকাশ্যে বলিল, "টম, আমরা কেবল স্বার্থপরের মত নিজেদের ভাবনাই ভাবছি। এদিকে বাবার যে অসুখ সারাতে জার্ম্মানী যাওয়া বন্ধ হয়ে গেল সেটা কেউ মনে আনছি না।"

কথাটা একটু বুঝাইয়া বলা দরকার। এক বড় ডাক্তার বলিয়াছিলেন, জার্ম্মানীর কোন জায়গায় যদি মিঃ চ্যানিং গিয়া কিছুদিন স্নান করিয়া আসিতে পারেন তবে তাঁর বাত সারিয়া যাইবার খুবই সম্ভাবনা। এই জন্য ঠিক ছিল, মোকর্দ্দমার সম্পত্তিটা হাতে আসিলেই সেই টাকায় তিনি জার্ম্মানীতে গিয়া রোগ সারাইয়া আসিবেন। এখন মামলায় হার হওয়ায় সেটাও বন্ধ হইয়া গেল।

টম্ লজ্জিত হইয়া বলিল, "তুমি জান না আর্থার, যদি পারতাম তো বাবাকে আমি কাঁধে করে নিয়ে জার্ম্মানীতে গিয়ে হাজির হতাম।"

কন্‌স্‌ট্যান্স কহিল, "তোমার কাঁধে করে নিয়ে যাওয়াটা যখন সম্ভব নয় টম, তখন সে কথা ভেবেও কোন ফল নেই। তুমি, চার্লি আর এনাবেল একটু বেশী

করে মন দিয়ে পড়াশোনা করো, তা হলেই চলবে। যা করার তা করব হামিশ, আর্থার আর আমি।"

"তুমি! তুমি কি করবে কন্‌স্‌ট্যান্স ?"

কন্‌স্‌ট্যান্সের মুখখানা লাল হইয়া উঠিল। ধীরে ধীরে সে বলিল, "ভাবছি কোন বাড়ীতে গভর্ণেসের কাজ নেব।"

এইবার টম্ রাগে একেবারে পাগল হইয়া উঠিল, আর্থারেরও গর্ব্বে ঘা পড়িল। টম বলিল, "গভর্ণেস্ ? সে তো দাসী-চাকরাণীর সামিল। মিস্ চ্যানিংএর উপযুক্ত কাজই বটে! তা ছাড়া মা-ই বা এ কথা শুনে কি বলবেন ?"

"মা জানেন। তাঁর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। মায়ের বুদ্ধি বিবেচনাটা তাঁর টম ছেলেটির চাইতে একটু বেশী কিনা, তাই তিনি কোন আপত্তিই করেন নি।" বলিয়া কন্‌স্‌ট্যান্স টমের দিকে চাহিয়া সস্নেহে একটু হাসিল।

হামিশ বলিল, "কন্‌স্‌ট্যান্সের গভর্ণেসের কাজ নেওয়ায় আমিও কোন আপত্তি দেখি না। সে ভদ্রলোকের মেয়ে, লোকের বাড়ীতে গিয়ে যদি সে বাসন মাজতেও শুরু করে তবুও সে ভদ্রলোকের মেয়েই থাকবে। সেজন্য লোকে কিছু মনে করবে না। একমাত্র ভাবনা হচ্ছে—উইলিয়ম্ ইয়র্ক আবার এতে কোন আপত্তি না করে বসে।"

এই শেষ কথাটিতে কন্‌স্‌ট্যান্স বড়ই লজ্জা পাইল, তার মুখ চোখ রাঙা হইয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি সে কথাটা চাপা দিবার চেষ্টা করিল।

এমন সময় জানালার ওধার হইতে কে একজন হো হো করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিয়া উঠিল, "আমি সব শুনেছি মশাইরা, সব শুনেছি। রাখবে আর আমায় বাইরে আটকিয়ে ?—আর্থার মাছি-মারা কেরাণী, কেরাণীই থাকবে, কন্‌স্‌ট্যান্স গভর্ণেস্ হবে, আর টম্ যদি নিজের চেষ্টায় সিনিয়র না হতে পারে তবে সে স্কুলের ঘণ্টা বাজাবে, নইলে বাবা আর তাকে টাকা পয়সা খরচ করে কলেজে পাঠাতে পারবেন না।" সকলে চমকাইয়া ফিরিয়া দেখে—লক্ষ্মীর অবতার, কুমারী শ্রীমতী এনাবেল।

তার দাদারা ছুটিয়া তাকে ধরিতে যাইবে, ঠিক এমনি সময়ে সেঘরে আসিয়া ঢুকিলেন মিষ্টার উইলিয়ম ইয়র্ক। ভদ্রলোকটির কথা গোড়াতেই তোমাদের বলিয়াছি—সেই যুবা বয়সী পাত্রীটি। পাত্রীর কাজে এখনও তাঁর বেতনটা তেমন সুবিধার হয় নাই, সেটা আর একটু বাড়িলেই—অর্থাৎ সংসার পাতিবার মত হইলেই, কন্‌স্‌ট্যান্সের সহিত তাঁর বিবাহ হইবে এই রকম ঠিক হইয়া আছে।

ঘরে ঢুকিয়াই উইলিয়ম ইয়র্ক বলিলেন, "জুডি বল্লে, সবাই নাকি এই ঘরে, তাই বরাবর এই ঘরেই চলে এলাম। কি নাকি একটা খারাপ খবর আছে?"

জবাব দিল হামিশ, বলিল, "হুঁ, মোকর্দ্দমা শেষ হয়ে গেছে, আমরা হেরে গেছি।" তার সে কথাটা আরও সম্পূর্ণ করিয়া দিল এনাবেল, বলিল,—"এবং কন্‌স্‌ট্যান্স কোন বাড়ীতে গভর্ণেসের কাজ নেবে, আর্থার জেঙ্কিন বুড়োর ছেলের সঙ্গে একত্র মাছি মারবে, আর টম্ কোনও জায়গায় ঘণ্টা বাজাবার লোক দরকার হলে তারই জন্য দরখাস্ত করবে।"

এনাবেলের কথা তো, তাই মিষ্টার ইয়র্ক ঠাট্টার ভাবেই কথাটা নিলেন; কিন্তু কন্‌স্‌ট্যান্স বেশ লক্ষ্য করিল, মিঃ ইয়র্কের মুখটা যেন একটু ম্লান হইয়া উঠিয়াছে। আলোচনা ঘুরাইয়া ফেলিবার জন্য তিনি বলিলেন, "তারপর চার্লি, সারপ্লিসে কে কালি ঢেলেছে ধরা পড়ল? শুনলাম তুমি নাকি ভিতরের খবর কিছু কিছু জান?"

চার্লি যেন একটু ভড়কাইয়া গেল দেখিয়া টম বলিল, "না মিষ্টার ইয়র্ক, ও কথা আর ওকে জিজ্ঞেস করবেন না। আমার সামনে কোন কথা বলে ফেললেই মুশকিল—আমাকে তা হেডমাষ্টার মশায়ের কাছে বলতেই হবে, আর তা হলেই স্কুলের ছেলেরা চাঁটিয়ে ওর মাথা উড়িয়ে দেবে।"

কন্‌স্ট্যান্স ভাবিয়াছিল, উইলিয়ম্ ইয়র্ক হয়তো তাহার গভর্ণেসের চাকুরীটা ভাল চোখে দেখিবেন না। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত উইলিয়মই জানাইলেন যে লেডী অগাষ্টা একজন গভর্ণেস খুঁজিতেছেন, তাঁহাকে কথাটা জিজ্ঞাসা করিবেন। যদি তাই হয়, কন্‌স্ট্যান্স বোধহয় সেখানে চাকুরী লইতে পারে।

লেডী অগাষ্টার বাড়ী কন্‌স্ট্যান্সদের বাড়ীর খুবই কাছাকাছি, তার উপর আবার চ্যানিং পরিবারের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতাও খুব। কাজেই এখানে কাজটি হইলে সব দিক্ দিয়াই ভাল হয়। কিন্তু একটি কথা, লেডী অগাষ্টা টাকা-পয়সা কেমন দিতে পারিবেন সে সম্বন্ধে কন্‌স্ট্যান্সের একটু সন্দেহ ছিল। আর তা ছাড়া যে দুটি মেয়েকে পড়াইতে হইবে—ক্যারোলাইন ও ফ্যানি,—তারাও একেবারে মার্কামারা।

সন্ধ্যা ঘোর হইয়া আসিয়াছে। উইলিয়ম ইয়র্কের সহিত কথা বলিয়া কন্‌স্ট্যান্স বাড়ী ঢুকিতেছিল, দরজার সামনে আসিতেই দেখিল হামিশ খুব সাজগোজ করিয়া বাড়ীর বাহির হইতেছে। দেখিয়া বাস্তবিকই সে খুব আশ্চর্য্য হইল। সে ভাবিয়াছিল, আজকের দিনটাতেও অন্তত সে তার বাবু সাজিয়া বেড়ানটা একটু বন্ধ রাখিয়া বাবার কাছে বসিয়া দু'চারটা কথাবার্ত্তা বলিবে।

জজেদের আগমন উপলক্ষ করিয়া স্কুলের ছেলেরা একদিন ছুটির দরখাস্ত করিয়াছিল, জজেরাও নাকি ছেলেদের আবেদনে সম্মতি জানাইয়া হেডমাষ্টার মশায়কে চিঠি দিয়াছিলেন। কিন্তু হেডমাষ্টার মশায় দরখাস্ত পাইয়াই তেলে-বেগুনে জলিয়া উঠিলেন। সেদিন ঐ কাণ্ড ঘটিয়াছে, আজ পর্য্যন্ত কোন ছেলেই অপরাধ স্বীকার করে নাই। এর পর আবার কোন্ লজ্জায় ছুটি চায় তারা!

ছুটী হইবে না শুনিয়া ছেলেরা মন-মরা হইয়া এই বিষয় লইয়াই জটলা করিতেছিল, কিন্তু গণ্ট তাদের বুঝাইয়া বলিল, "এ ব্যাপারে হেডমাষ্টারকে দোষ দেওয়া অন্যায়। যত দোষ আমাদের মধ্যে যে একটা অপদার্থ ভীরু রয়েছে তার, যার এটুকু বুকের পাটা নেই যে দোষ স্বীকার করে! ছিঃ! যদি আমরা সিনিয়র চার জন একবারটি তার টিকির নাগাল পাই, তবে ঘুষির চোটে তারা নাক উড়িয়ে দেব।"

বাইওয়াটার একটু এদিক্-ওদিক্ তাকাইয়া বলিল, "আর যদি শেষটায় দেখা যায় যে তোমার সেই ভীরু অপদার্থটি স্কুলের একজন সিনিয়র ?"

কথাটা অবিশ্বাস্য, তাই গণ্ট মুখ ভ্যাংচাইয়া বলিয়া উঠিল, "আর যদি দেখা যায় তোমার কান দু'টো গাধার মত ইয়া লম্বা, আর তোমার পাৎলুনের ভেতরে এতবড় একটা লেজ ?"

ঠিক এই ঘটনাটি লইয়াই এটর্নী গ্যালওয়ে সাহেবের আপিসেও পরদিন কথাবার্ত্তা হইতেছিল। সে আপিসে লোক মাত্র চারটি। এটর্নী নিজে, জেস্কিন, আর্থার চ্যানিং আর রোলাণ্ড ইয়র্ক। জেস্কিন কেরাণী, আর্থারও প্রায় তাই-ই। রোল্যাণ্ড ইয়র্কের অবস্থা অবশ্য স্বতন্ত্র। সে রীতিমত টাকা দিয়া গ্যালওয়ের আপিসে শিক্ষানবীশ হইয়াছে, কাজকর্ম্ম শিখিয়া দু'দিন বাদে নিজেই এটর্নী হইবে।

রেভাবেণ্ড মিষ্টার উইলিম ইয়র্ক রোল্যাণ্ডের দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়। রোল্যাণ্ডের বাবা খুব নামজাদা পাত্রী ছিলেন এবং লেডী অগাষ্টা নামে এক লর্ডের মেয়েকে বিবাহ করিয়াছিলেন। লর্ডের মেয়েটির মন খুব সাদা হইলে কি হইবে, দু'হাতে টাকা খরচ করিয়া দু'দিনেই তিনি তাঁর স্বামীকে প্রায় ফতুর করিয়া আনিলেন। কাজেই রোল্যাণ্ডের বাবা মারা যাওয়ার পর লেডী অগাষ্টাকে বেশ বেগ পাইতে হইল। সুনিয়ম, শৃঙ্খলা বলিয়া পৃথিবীতে যে একটি জিনিষ আছে, তা তিনি আদপেই জানিতেন না। শিক্ষাদীক্ষা পাইলে

তাঁর ছেলেপিলে কয়টি হীরার টুকরা হইত, কিন্তু সুশিক্ষার অভাবে তাদেরও ভবিষ্যৎ অন্ধকার হইয়া উঠিল।

বড় ছেলে রোল্যাণ্ড ইয়র্ক আর্থারের খুব বন্ধু, বয়সে হয়ত তার চাইতে বছর দুইয়ের বড়ই হইবে। দু'জনার স্বভাব কিন্তু একেবারে বিপরীত। আর্থার যেমনি ধীরস্থির, রোল্যাণ্ড তেমনি চঞ্চল ও ছটফটে, দিনরাত কেবল হৈ হৈ করিয়া বেড়ায়। বন্ধু হইলেও রোল্যাণ্ড আর্থারকে ঠিক নিজের সমান মনে করিত না। সে যে আর্থারের চাইতে অনেক বড় ঘরের ছেলে, চাকুরীতেও আর্থার যে কেরাণীর সামিল এবং সে তার চাইতে অনেক উঁচু, এই টনটনে জ্ঞান তার বরাবরই ছিল, এবং ভাবভঙ্গীতে লোকের কাছে তা জাহির করিতেও সে বড় একটা কসুর করিত না। কিন্তু তা হইলেও মনটি ছিল তার বড়ই সাদা।

লেডী অগাষ্টার মেজ ছেলেকেও তোমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছ—সে কলেজিয়েট স্কুলের 'সিনিয়র'দের মধ্যে একজন—জেরাল্ড ইয়র্ক। তার ছোটটি থিওডোর বা টড্ও সেই স্কুলেরই ছাত্র, এবং প্রায় রোজই কোন না কোন ছেলের সঙ্গে ঘুষোঘুষি লড়িয়া ছেঁড়া জামা, ভাঙ্গা দাঁত এবং ফাটা নাক লইয়া সে বাড়ী ফিরিত। টডের ছোট ভাই দু'টি তখনও নিতান্ত শিশু।

মেয়ে দু'টি—ক্যারোলাইন ও ফ্যানি, এদেরই শিক্ষাদীক্ষার ভার লইবার কথা মিষ্টার উইলিয়ম্ ইয়র্ক কন্সট্যান্সকে বলিয়াছিলেন।

যা বলিতেছিলাম, স্কুলের সেই কালি ঢালা ব্যাপারটা লইয়া গ্যালওয়ে সাহেবের আপিসেও কথাবার্ত্তা হইতেছিল। এটর্নী নিজেই বলিলেন, "শুনছ হে, আজ হেডমাষ্টারের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তাঁর নাকি একজন সিনিয়রের ওপর সন্দেহ হচ্ছে!"

রোল্যাণ্ড একটা মাথা ঝাঁকুনি দিয়া বলিল, "এ হেডমাষ্টারের ভারী অন্যায়। গণ্টকে ছেড়ে দিলে সিনিয়র থাকে মাত্র তিনজন। টম্ চ্যানিং, হ্যারি হাণ্টলি আর আমার ভাই। টম্ চ্যানিং আর হ্যারি হাণ্টলিকে

আমি বেশ ভাল করেই চিনি। একাজ তাদের দ্বারা হতেই পারে না।"

গ্যালওয়ে বলিলেন, "এবং তোমার ভাইও বোধকরি নির্দোষ ?"

"নিশ্চয়ই। এটা সর্ব্বদা মনে রাখবেন যে সে ইয়র্ক পরিবারের ছেলে।"

এর পর কথাটা চাপা পড়িয়া গেল এবং সকলেই নিজের নিজের কাজ শুরু করিল।

এইখানেই মুশকিল। কাজ জিনিষটাকে রোল্যাণ্ড আদবেই পছন্দ করে না। দিনরাত হৈ হৈ করাই তার স্বভাব। নেহাৎ গ্যালওয়ে উপস্থিত থাকিলে ডেস্কের সামনে মাথা গুঁজিয়া সে বসিত বটে, কিন্তু একটু তিনি এদিক্ ওদিক্ ফিরিলেই আবার গল্প।

দু পাঁচটা দরকারী কাজ সারিয়া গ্যালওয়ে কোথায় যেন চলিয়া গেলেন, এবং একটু পরেই রোল্যাণ্ডের কাছে খবর আসিল, কে যেন তাকে বাহিরে ডাকিতেছে। এই তো সে চায়, অন্ততঃ পাঁচ মিনিটের জন্য তো কাজ করিতে হইবে না! কিন্তু যতখানি ফুর্ত্তি লইয়া সে বাহিরে গিয়াছিল ফিরিবার সময়ে কিন্তু আর ততখানি ফুর্ত্তি দেখা গেল না। আর্থার জিজ্ঞাসা করিল, "কে এসেছিল হে ?"

রোল্যাণ্ড জবাব দিল, "আর ভাই বল কেন, ব্যাটাদের আস্পর্দ্ধা দেখে অবাক্ হয়ে যেতে হয়। সামান্য কিছু টাকা পাওনা আছে, তারই জন্য আপিস পর্য্যন্ত এসে তাগাদা দিচ্ছে। খুব একচোট শুনিয়ে দিয়েছি, বলেছি, 'ভদ্রতা জান না, আপিসে এসেছ টাকার তাগাদা দিতে ? ভারী তো টাকা, আসছে সপ্তাহে তোমার সব মিটিয়ে দেব।' আঃ ভাই, দুনিয়ায় যদি এমন একটা গাছ থাকত যে ঝাঁকুনি দিলেই ঝুর ঝুর করে টাকা পড়ে, কি সুখেরই না তবে জীবনটা হত বল তো ? এর-ওর-তার কাছে টাকা ধার করে বেড়াতে হত না। আচ্ছা ভাই আর্থার, তোমার বাইরে কত টাকা ধার আছে ?"

আর্থার হাসিল। একটি পয়সাও সে কখনো কারও কাছে ধার করে নাই।

তবু একটু দুষ্টামি করিয়া বলিল, "বেশী নয়, এই পাউণ্ড কুড়ির নোট হলেই সব দেনা আমি চুকিয়ে ফেলতে পারি।"

"ওঃ! দেখ, তোমার ঐ দাদা হামিশটিও কিন্তু বেশ দু' পয়সা ধার ক'রে বসে আছেন!"

কথাটা শুনিয়া আর্থার একটু চমকাইয়া উঠিল। তাদের এখন যা অবস্থা, এর উপর আবার হামিশ গোপনে গোপনে নিজের জন্ম টাকা ধার করিতেছে নাকি! কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আবার ভাবিল, হ্যাঁ, রোল্যাণ্ড ইয়র্কের কথা তো!

কিন্তু রোল্যাণ্ড ইয়র্ক যে কথাটা একটুও বাড়াইয়া বলে নাই, দুই একদিনের মধ্যেই সে সেটা টের পাইল।

আর্থার আপিস হইতে বাড়ী ফিরিতেছিল, পথে হামিশের সঙ্গে দেখা। দুই ভাই একত্রে বাড়ীর দিকে যাইতেছে, হঠাৎ আর্থার দেখিল, বাড়ী যাইবার সোজা পথটি না ধরিয়া হামিশ একটি ঘোরা পথ ধরিতেছে। আর্থার একটু আশ্চর্য্য হইতেই হামিশ বলিল, "এ পথটা সোজা সত্যি, কিন্তু একজন আমার কাছে কিছু টাকা পাবে, তার দোকান এই পথে। আজকাল তাই আমি এ পথটা এড়িয়ে চলছি।"

আর্থার কোন জবাব না দিয়া হামিশের সঙ্গে সঙ্গে সেই ঘোরা পথেই চলিল বটে, কিন্তু ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলে দেখা যাইত, তার সেই সুন্দর মুখখানা যেন অমাবস্যার আকাশের মত কালো লইয়া উঠিয়াছে।

দুঃখ কষ্ট সংসারে আমাদের যতই আসুক না কেন, করুণাময়ের কল্যাণ হাতখানি তার পিছনে যেন লাগিয়াই আছে। কন্‌স্ট্যান্স বসিয়া বসিয়া সেই কথাটাই ভাবিতেছিল। একরকম খুঁজতে না খুঁজতেই লেডি অগাষ্টার বাড়ীতে তার চাকরী জুটিয়াছে। ওদিকে আর্থার তার এটর্নীর বাড়ীর চাকরীর সঙ্গে সঙ্গে গীর্জ্জারও একটা চাকরী যোগাড় করিয়া লইয়াছে, তাতেও সংসারেব অনেকখানি সাশ্রয় হইবে। সোনার ছেলে বলিতে হইবে আর্থারকে। একসঙ্গে দুই-দুইটা চাকরীর জোগান দিতে তাকে প্রাণান্ত পরিশ্রম করিতে হইবে, কিন্তু হাসিমুখে সে সেভার লইয়াছে।

আর্থারের কথা ভাবিতে ভাবিতে কন্‌স্ট্যান্সের মনে পড়িল হামিশের কথা। মুখটা তার পলকে বিষণ্ণ হইয়া উঠিল। আর্থার ছোট ভাই, কিন্তু বাপ-মা, ভাই-বোনের জন্য সে-ই প্রাণপাত করিতেছে, অথচ কই, বড় হইয়াও হামিশের তো এদিকে তেমন নজর নাই। বরং দিন দিন তার ব্যবহারটা ক্রমেই হেঁয়ালী হইতে সুরু করিয়াছে। রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার শেষে সে তার বাবার আপিসের হিসাবের খাতাটা হাতে লইয়া শয়ন ঘরে গিয়া খিল লাগায়। তার পর বাড়ীর সবাই ঘুমাইয়া পড়িলে আস্তে আস্তে উঠিয়া মোমবাতি জ্বালাইয়া সেই শেষ রাত্রি পর্য্যন্ত কি যে সে করে তা শুধু সেই জানে। জুডিথও ব্যাপারটা অনেক দিন হইতেই লক্ষ্য করিয়া আসিতেছে।

কন্‌স্ট্যান্স ভাবিতেছিল, প্রতি রাত্রে হামিশ দরজা বন্ধ করিয়া সকলকে লুকাইয়া লুকাইয়া করে কি? ঘরে ঢুকিবার আগে আপিসের হিসাবের খাতা-খানা প্রায়ই তার বগলে থাকে; তবে কি সারারাত বসিয়া সে হিসাব মিলায়? কিন্তু তা কি করিয়া হইবে? প্রত্যহই তো সন্ধ্যার পর সে মিষ্টার চ্যানিংকে রোজকার হিসাবপত্র টকাটক্ বুঝাইয়া দেয়। তবে কি সে বাবাকে তার গোঁজামিল দেয় নাকি? আবার ভাবিল, ধরিলাম রাত্রে সে হিসাব লইয়াই

থাকে, কিন্তু কি দরকারটা এর শুনি? সারাদিন এমন কোন্ কাজে সে ব্যস্ত থাকে যে হিসাবটাও রাখিতে সময় পায় না? অথচ ফুলবাবু সাজিয়া এর-ওর-তার বাড়ী পার্টিতে যাইতে তো কখনো তার সময়ের অভাব হয় না। কন্‌স্ট্যান্স ঠিক করিল, আজ এ বিষয়ে হামিশকে সে স্পষ্ট করিয়া জিজ্ঞাসা করিবে, তা সে ইহাতে যাই মনে করুক না কেন।

হামিশকে আমরা আর্থারের সঙ্গে বাড়ীর পথে রাখিয়া আসিয়াছি, চল, সেখানেই আবার ফিরিয়া যাওয়া যাক্।

দু' ভাই পাশাপাশি চলিয়াছে—পথে অনেকের সঙ্গেই দেখা সাক্ষাৎ হইতেছে। রোল্যাণ্ড ইয়র্কের সঙ্গেও দেখা। "আরে, এই যে, দু'টিতে চলেছ কোথায়? বাড়ী নাকি? তারপর হামিশ, পার্টিতে আজ আসছ তো?" এক সঙ্গে রোল্যাণ্ড এই এতগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল, হামিশ শেষ প্রশ্নটিরই জবাব দিল, কহিল, "না ভাই, গেলেই আবার শুধুশুধু কতগুলি খরচ। আমায় এখন থেকে দস্তুরমত খরচপত্র কমিয়ে মিতব্যয়ী হয়ে চলতে হবে।"

"আরে হাঃ হাঃ হাঃ! তুমি মিতব্যয়ী হবে, আমি মিতব্যয়ী হব,—তা হ'লেই হয়েছে আর কি! ওসব পাগলামি রেখে দাও,—যেও কিন্তু নিশ্চয়।" বলিয়াই রোল্যাণ্ড ইয়র্ক যেমন হৈ হৈ করিয়া আসিয়াছিল, তেমন হৈ হৈ করিয়া বিদায় নিল। আছে বেশ, দিব্য দিল্-দরিয়া।

রোল্যাণ্ড চলিয়া যাইতেই আর্থার ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা হামিশ, সবশুদ্ধ ক' পাউণ্ড তোমায় ধার হয়েছে?"

হামিশ কহিল, "কত? তা, সব এদিক্ ওদিক্ করে পাউণ্ড পঞ্চাশেক হয়তো হবে।"

"প-ঞ্চা-শ পা-উ-ণ্ড!" ছাইয়ের মত ফ্যাকাশে মুখে আর্থার হামিশের দিকে তাকাইল।

"হ্যাঁ, এ অবস্থায় যে পড়ব আগে তো তা বুঝতে পারি নি? দু'-পাঁচ টাকা করতে করতে এখন অনেক টাকায় এসে পড়েছে। একটা কথা আর্থার;

বাবাকে যেন এসব কথা এখন ঘুণাক্ষরেও জানিও না। করতে তিনি এখন এ অবস্থায় কিছুই পারবেন না, মাঝে থেকে শুধু ভেবে ভেবে সারা হয়ে যাবেন।"

"তা তো বুঝলাম, কিন্তু এ দেনা তুমি এখন শুধবে কি করে বল তো ?"

হামিশের মুখে আবার তার সেই নিজস্ব দুষ্টামির হাসিটুকু ফুটিয়া উঠিল, কহিল,—"দাঁড়াও না, দু'চারটে ব্যাঙ্ক ভাঙ্গার তালে আছি।" তার পর আবার একটু গম্ভীর হইয়া বলিল, "তুমি ভেবো না আর্থার, যে করেই হোক একটা ব্যবস্থা আমি এর করবই।"

কথা বলিতে বলিতে দু'জন তাদের বাড়ীর একেবারে কাছে আসিয়া পড়িল। হামিশ কিন্তু তখনই ভিতরে ঢুকিল না, বাড়ীর আনাচে কানাচে, চারিধারে, উঁকি মারিয়া কি সব দেখিতে লাগিল। আর্থার বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ও কি দেখছ ?"

"দেখছি আদালতের পেয়াদা ভায়াকে। তোমরা জান না, আমার নামে পাওনাদারেরা নালিশ পর্য্যন্ত করেছে। আদালতে আমাকে নিয়ে হাজির করবার জন্য 'সমন' বেরিয়েছে। তাই দেখছি, সমন নিয়ে বাড়ীতে পেয়াদা এসে বসে আছে কিনা।"

আর্থার ভয়ে নীল হইয়া গেল, বলিল, "ভেতরে ভেতরে ব্যাপার একেবারে এতদূর এসে গড়িয়েছে ?"

কিন্তু ভগবান এ যাত্রা মুখ রক্ষা করিলেন। অনুসন্ধানে দেখা গেল, সমন লইয়া কেহই তাদের বাড়ীতে বসিয়া নাই। দুজনে তখন হাল্কা মনে বাড়ী ঢুকিল।

কন্‌স্‌ট্যান্স ঠিক করিয়াছিল, সেই রাত্রেই হামিশকে সে তার প্রশ্নটা জিজ্ঞাসা করিবে। কাজেই 'রাত্রে কিছু খাইবে না' এই খবর পাঠাইয়া হামিশ গিয়া তার ঘর খিল দিতেই সে এক পা, দুই পা করিয়া সেই ঘরের কাছে আসিয়া আস্তে আস্তে দরজায় গোটা দুই ঘা দিল। হামিশ কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই দুয়ার খুলিল না, বেশ বোঝা গেল সে তাড়াতাড়ি ড্রয়ারটা খুলিয়া চট্ করিয়া কি একটা তার ভিতরে বন্ধ করিয়া ফেলিল। তারপর দরজা খুলিয়া বলিল,

"দরকারটা একটু সংক্ষেপেই সেরে নাও তো বোন, আমার কতগুলো কাজ রয়েছে।"

"সে কথাটাই তোমাকে আজ জিজ্ঞেস করতে এসেছি হামিশ। রোজ রোজ বাতি জ্বেলে সারারাত তুমি কি কর বল তো?"

মুহূর্ত্তের মধ্যে হামিশের মুখখানা লাল টকটকে হইয়া উঠিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সে নিজেকে সামলাইয়া একটু হাসিয়া কহিল, "এ বুঝি জুডি বুড়ীর ডিটেক্‌টিভ গিরি?"

"হ্যাঁ, জুডিই বলেছে বটে। কিন্তু কি কর তুমি সারাটা দিন আপিসে বল তো, যে রাতে বসে বসে রোজ তোমায় হিসেব মেলাতে হয়?"

"আমাদের আপিস? রামচন্দ্রঃ। সেখানে লোকেরা জানে শুধু আড্ডা আর গল্প। তাদের ওখানে বসে কি আর কাজ হয়?"

হঠাৎ সিঁড়িতে পায়ের শব্দ হইল, দুইজনে চাহিয়া দেখে, রুদ্ধ শ্বাসে ছুটিতে ছুটিতে আর্থার সেই ঘরের দিকে আসিতেছে। দারুণ উত্তেজনায় তার সমস্ত শরীর কাঁপিতেছে, চোখ মুখ বসিয়া গেছে। হামিশের সঙ্গে চোখা-চোখি হইতেই সে বলিয়া উঠিল, "সর্ব্বনাশ হয়েছে, জুড়ি বল্‌লে কে একটা লোক নাকি তোমায় খুঁজছে। নিশ্চয়ই সেই আদালতের লোক, সমন নিয়ে এসেছে।"

শুনিয়া হামিশও বিষম ব্যাকুল হইয়া উঠিল, "তাই নাকি? কি হবে তবে?"

আর্থার বলিল, "আগে থেকেই তুমি যেও না, আমি আগে একবার দেখে আসি।"

আর্থার পুনরায় ক্ষিপ্র পদে বাহির হইয়া গেল। কিন্তু একটু বাদেই ফিরিয়া আসিল। এবার আর তার মুখে ভয়ের চিহ্ন নাই, হাসিমুখে বলিল, "ভয় নেই, মার্টিন পোপ এসেছে। ওঃ, বাঁচা গেল, বাপ্‌স্!"

মার্টিন পোপ্ হামিশেরই বন্ধু লোক, একখানি খবরের কাগজের সহকারী সম্পাদক। হামিশ তাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল।

কিন্তু উত্তেজনার বশে দু' ভাইয়ের একজনেরও এতক্ষণ খেয়ালে আসে নাই যে সেই ঘরটিতেই কন্‌স্‌ট্যান্স নামে আরও একটি জীব দাঁড়াইয়া আছে। খেয়াল হইতেই দু'জনে একত্র চমকাইয়া লক্ষ্য করিল,—মুখখানা তার কাগজের মত সাদা হইয়া গেছে।

সামান্য একটু নিস্তব্ধতা—তার পর হামিশ বলিল, "কন্‌স্‌ট্যান্স, আশা করি যা শুনলে একথা কারো কাছে তুমি প্রকাশ করবে না।"

কন্‌স্‌ট্যান্সের চোখ ফাটিয়া কান্না আসিতেছিল, কহিল, "এরই মধ্যে এতদূর দেনায় ডুবে গেছ তুমি! আর তবে বাকি আছে কি? সমনের পরেই যে জেল!"

পাঁচ

কেচ্ বুড়ো

গীর্জা ও কলেজিয়েট্ স্কুলের দ্বারোয়ানটির নাম কেচ্। অতি বদ্‌খৎ তিরিক্ষে মেজাজের বুড়ো, জীবনে বোধ হয় কখন হাসিয়াছে কিনা সন্দেহ—মুখখানাকে বাংলা পাঁচের মত করিয়াই আছে। তার উপর আদব কায়দার কস্মিন্ কালেও সে কোন ধার ধারে না, স্কুলের ছেলেদের সঙ্গে তার খিটিমিটি লাগিয়াই আছে। ছেলেরাই বা ছাড়িয়া কথা কহিবে কেন, ভ্যাংচাইয়া, ক্ষেপাইয়া মাঝে মাঝে তাকে তারা উদ্ব্যস্ত করিয়া তুলিত। বুড়ো কিন্তু তাতেও সায়েস্তা হয় না। তখন সকলে ঠিক করিল, নাঃ, এমন একটু শিক্ষা তাকে দিতে হইবে যাতে তার কিছু দিন মনে থাকে।

এর মধ্যে বুড়ো আবার এমন এক গুজব রটাইয়া দিল যাতে ছেলেদের রাগ বাড়িল বই কমিল না। সিনিয়র হ্যারি হাণ্ট্‌লি তাকে কি একটু বলিয়াছিল, কেচ্ অমনি হাত মুখ ঘুরাইয়া শুনাইয়া দিল, "আরে যাও যাও, তোমার 'ক্ষ্যামতা' আমি জানি। গণ্ট্ চলে যাচ্ছে, আর জায়গায় মাতব্বর 'সিনিয়র' কে হবে জান? ডীন মশাই সেদিন হেড্ মাষ্টারকে দিয়ে লেডি অগাষ্টার

কাছে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছেন যে জেরাল্ড্ ইয়র্ককে সিনিয়র করতে হবে; তোমাকেও নয়, টম্ ট্যানিংকেও নয়। জেকিন্স্‌দের আপিসে লেডি অগাষ্টা নিজে একথা বলে এসেছেন।"

কথাটা শোনা অবধি টম্ চ্যানিং তো রাগে একেবারে নাচিয়া বেড়াইতে লাগিল। সেরা সিনিয়র হওয়ার অর্থ বড় সোজা নয়, একে তো স্কুলে অখণ্ড প্রতিপত্তি, তার উপর আবার কর্তারা সেরা সিনিয়রটিকে বৃত্তি দিয়া কলেজে পড়াইতে পাঠান। টমের পক্ষে সেটা বড় সামান্য কথা নয়। তার বাবার এখন যে অবস্থা, সাধ্য কি যে তিনি নিজে টাকা পয়সা খরচ করিয়া তাকে কলেজে পড়ান? এ হেন সিনিয়র, তাই কিনা করা হইবে খাতিরে, যোগ্যতা দেখিয়া নয়! একি চালাকি নাকি?

আসলে কিন্তু হেড্‌মাষ্টার মশাই বাস্তবিকই এমন কোন প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন কিনা তা কেউ-ই জানে না; তবে লেডি অগাষ্টা যে এটর্ণী গ্যালওয়ের অফিসে গিয়া এমনই একটা জাঁক দেখাইয়া আসিয়াছেন সেটা অবশ্য সত্য। কথাটা তখন জেকিন্সের কানে যায়। কেরাণী হইলেও জেকিন্স্ নিম্ন শ্রেণীর লোক, তার বাবা কেচের বন্ধু মানুষ। সেই সূত্রে জেকিন্সেরও কেচের কাছে যাতায়াত ছিল, এবং এখবরটা কেচকে সেই দিয়াছে। কিন্তু বলিবার সময় জেকিন্স্ স্বপ্নেও ভাবে নাই যে কেচ্ বুড়ো আবার সকলের কাছে কথাটা লইয়া গল্প করিয়া বেড়াইবে। কাজেই ছেলেদের কাছে সেটা ফাঁস হওয়াতে সে বেশ একটু বিরক্ত হইয়াই একদিন আপিস্ ফেরতা সন্ধ্যায় দারোয়ান কেচের কাছে আসিয়া উপস্থিত। সব কথা শুনিয়া কেচ্ তো চটিয়াই অস্থির!—আরে বাপু, তখন কি তুমি বলিয়াছিলে যে কথাটা সিন্দুকের মধ্যে তালাচাবি বন্ধ করিয়া রাখিতে হইবে?—যাও, যাও একেবারে অপদার্থের একশেষ!

জেকিন্স্ নিতান্তই নির্ব্বিরোধ ভালমানুষ, সে সত্যই উঠিয়া পড়িতেছিল, কিন্তু কেচ্ আবার বলিল, "বলি বড় মানুষের পো, চলইনা একবার আমার সঙ্গে গীর্জ্জার হাতায়—ফটকগুলো সব বন্ধ করে দিয়ে আসি।"

এমন মিষ্টি কথা না শুনিলে কি চলে ? জেঙ্কিন্স্‌ও তাই কহিল, "চল।"

প্রকাণ্ড বিস্তীর্ণ হাতা, তার চারিদিকে দেয়াল। অন্ধকার তখন এতখানি ঘোর হইয়া আসিয়াছে যে পাশের মানুষটি পর্য্যন্ত নজরে আসে না। দক্ষিণ দিকের ফটক বন্ধ করিয়া তারা মাঠের উপর দিয়া আগাইতে লাগিল। এমন সময় ভারী এক আশ্চর্য্য কাণ্ড ঘটিয়া গেল—কেচের হাতের চাবিটা হঠাৎ ছিট্‌কাইয়া হাত তিনেক দূরে ঝনাৎ করিয়া গিয়া পড়িল। কেচ্ ভাবিল নিশ্চয় এ জেঙ্কিন্সের কারসাজি—রাগের মাথায় সে তাকে গরু বলিয়া গালি দিয়া উঠিল। গালি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু সে টের পাইল যে ভুল তারই হইয়াছে, কেননা জেঙ্কিন্স্ তখন তার কাছ হইতে অনেকটা দূরে।

ব্যাপারটা কি করিয়া ঘটিল ভাবিতে ভাবিতে কেচ জেঙ্কিন্সকে সঙ্গে লইয়া পশ্চিমের ফটকটা বন্ধ করিতে গিয়া দেখে, ওমা ফটকটা বন্ধ! তাই তো, ফটক আবার বন্ধ করিল কে ? চাবি তো বরাবর তার কাছে! এই তো সে দক্ষিণ দিক্‌কার গেট বন্ধ করিয়া আসিতেছে। তালায় চাবি লাগাইতে গিয়া দেখে, নাঃ, চাবি তো লাগে না! চাবির গায়ে একটু হাত বুলাইয়াই কেচ্ চেঁচাইয়া উঠিল, "আরে, এ মর্‌চে পড়া চাবি এসে জুটল কোথেকে ? এতো আমার চাবি নয়!"

জেঙ্কিন্স একটু আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "তোমার চাবি নয় তো আবার কার চাবি ?" কেচ্ এবারে রীতিমত ধম্‌কাইয়া উঠিল, "তোমার মত আমিও একটা পাঁঠা কিনা যে নিজের চাবিটাও চিনি না—এ কখনো আমার চাবি নয়! তুমি এসেই তো যত ভণ্ডুল বাধালে! কি উপায় হবে এখন, বেরোব কি করে ? এদিক্‌ও বন্ধ ওদিক্‌ও বন্ধ—হাজার চেঁচালেও কেউ শুন্‌তে পাবে না। থাক এখন সারারাত কন্‌কনে শীতের মধ্যে খোলা মাঠের ওপর বসে। হায়, হায়, কেন এটাকে সঙ্গে আনার দুর্ব্বুদ্ধি হোলো ? এখন যে……

নিকটেই একটা গলার আওয়াজ শোনা গেল, "কেও, কেচ্ না ?" স্বরটা

শোনা মাত্রই কিন্তু বুড়ো দ্বারোয়ান আর তার সঙ্গী বিস্ময়ে একেবারে আড়ষ্ট হইয়া গেল—গীর্জ্জার যিনি শ্রেষ্ঠ কর্ত্তা, গোটা ইংল্যাণ্ডে যাঁর খাতিরের অন্ত নাই, ইনি হইতেছেন হেল্‌স্টন্‌লিব সেই লর্ড বিশপ্। এখানে এমন সময় ইনি আসিয়া জুটিলেন কোথা হইতে?

কোথা হইতে জুটিয়াছেন, তা কিন্তু বিশপ্ মশাই নিজেই বুঝাইয়া দিলেন। তিনি গিয়াছিলেন গীর্জ্জাব ডীনের কাছে, ফেরার পথে সেবাড়ীর চাকব আলো দিয়া তাঁকে এ পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়া গিয়াছে, তিনি এখন কেচের খোঁজ কবিতেছেন।

হায়রে হতভাগ্য দ্বারোয়ান, কি করিয়া এখন তুই এই মহা সম্মানিত লোকটিকে জানাইবি যে তিনি খাঁচার ভিতর আটকা পড়িয়াছেন, সারারাত আজ তাঁকে এখানেই কাটাইতে হইবে! কিন্তু না জানাইয়াই বা উপায় কি? ভয়ে ভয়ে সমস্ত কথা তাকে ভাঙ্গিয়াই বলিতে হইল।

সব শুনিয়া বিশপ্ মশাই বলিলেন, "তা কি কখনও হয় কেচ্, বাড়ী থেকে তুমি আসল চাবিটা নিয়ে এলে, আর এখানে আসতে না আসতে সেটা হয়ে গেল নকল চাবি? নিশ্চয়ই ভুলে তুমি সেটা ঘরের দেয়ালেই টাঙ্গিয়ে রেখে এসেছ।"

নেহাৎ বিশপ বলিয়াই কেচ্ রাগে গুম হইয়াও মৃদুকণ্ঠে কহিল, "না হুজুর, আমি ঠিক চাবিই এনেছি। ঘরে যেতে পারলে আমি দেখিয়ে 'দিতাম। আর তা ছাড়া, এটা দিয়েই যে আমি ওদিক্‌কার ফটক্ বন্ধ করে এলাম।"

ইহার পর অনেক রকম জল্পনা-কল্পনা করিয়া বাহির হইবার চেষ্টা চলিল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। কেচ্ চীৎকার করিয়া গলা ফাটাইবার জো করিল, কিন্তু কেউ-ই তা শুনিল না। হায় রে হায়, আজ বুঝি বিশপ মশাইকে এখানেই রাত্রিবাস করিতে হয়! কথাটা ভাবিতেই কেচ্ একেবারে পাগলের মত হইয়া উঠিল।

শেষটায় কিন্তু উপায় ঠাওরাইল নিরীহ জেঙ্কিন্সই। কহিল, "হুজুর, কোন-গতিকে যদি আমরা একবার স্কুল বাড়ীটায় পৌঁছুতে পারি, তবে ভারী

সুবিধে হয়। ইস্কুলে ঘণ্টা আছে, সেটাকে পিটলে নিশ্চয়ই সে আওয়াজ বাইরের লোকের কাণে যাবে।"

তাই হইল। ধাঙড়দের যাতায়াতের জন্য এক পাশে একটা অতি জঘন্য দরজা ছিল, তাই দিয়া গুঁড়ি মারিয়া বহুকষ্টে তিনজন স্কুল বাড়ীটায় আসিয়া উপস্থিত হইল। সে কি চলা যায়? অন্ধকারে একটু অসতর্ক হইলেই গুঁতা লাগিয়া মাথা ফাটিবার সম্ভাবনা। স্কুলে পৌঁছিয়াই কেচ্ দারুণ জোরে ঘণ্টা বাজান সুরু করিল।

দেখিতে দেখিতে বাহিরে ফটকের সামনে রীতিমত লোক জমিয়া গেল—এই রাত্রে স্কুলের ভিতর কে ঘণ্টা বাজায়! ছাত্ররাও দল বাঁধিয়া আসিয়া উপস্থিত। ধাঙড়দের সর্দ্দার আসিয়া তাড়াতাড়ি দরজা খুলিয়া দিতেই সকলে সবিস্ময়ে ও সসম্ভ্রমে দেখিল, সেই দুয়ার দিয়া বাহির হইতেছেন হেলষ্টনলির সর্ব্বজন-পূজ্য লর্ড বিশপ, এবং তাঁরই পিছনে ক্ষ্যাপা কুকুরের মত ঘেউ ঘেউ করিতে করিতে কেচ্ বুড়ো।

বাহিরে আসিয়া কেচ্ চাবিসংক্রান্ত যে বর্ণনাটা দিল তাতে সকলেই তাকে মুখের উপর পাগল বলিতে লাগিল, অবশ্য বিশপ্ মহাশয়ের অলক্ষ্যে। —হ্যাঁ, যেমন কথা! নিশ্চয়ই ঘরে সে চাবি ফেলিয়া আসিয়াছে। কেচ্ কিন্তু মোটেই দমিবার পাত্র নয়, সে সবাইকে—মায় বিশপ্ মশাইকে পর্য্যন্ত—তার ঘরে টানিয়া আনিল। কিন্তু হরি হরি! একি হইল! ঘরে ফিরিয়া দেখে, চাবিটি দিব্যি দেওয়ালের গায়ে ঝুলিতেছে। হতভম্ব হইয়া একবার সে আসল চাবিটির দিকে, আর একবার নকল চাবিটির দিকে তাকাইতে লাগিল।

দরজার সাম্‌নেই ছাত্রেরা দল পাকাইয়া মজা দেখিতেছিল; বিশপ মশাই একবার সন্দেহের দৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকাইলেন। তারপর নিজের মনেই একটু মুচ্‌কি হাসিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

আড়ালে আসিয়া ছেলেদের তখন সে কি হাসি! বাইওয়াটার বলিল, "ওঃ, ঝড়াকসে বুড়োর হাত থেকে চাবিটা কেড়ে নিয়ে ঝনাৎ করে

নকল চাবিটা এমনি তালমাফিক ফেলেছি যে বুড়ো একেবারে ভ্যাবাগঙ্গারাম বনে গেছে। সাধ্যি কি এই ঘুরঘুটি অন্ধকারে আমায় দেখে ?"

এতক্ষণে সকলের লক্ষ্যে আসিল, ঐ যাঃ, জেঙ্কিন্স তো বাহির হয় নাই! তাড়াতাড়ি সকলে স্কুলের ভিতরে গিয়া দেখে, মাথায় চোট লাগিয়া জেঙ্কিন্স বেহুঁস্ হইয়া পড়িয়া আছে, আব তাব কপাল হইতে দব্ দব্ করিয়া রক্ত পড়িতেছে।

সাত পাহারায়

বাড়ীতে আনাব পর দেখা গেল, জেঙ্কিন্সের মাথার আঘাতটা একটু গুরুতরই হইয়াছে ; কয়েকদিন তাহাব পক্ষে আপিসে যাওয়া স্থগিত রাখা একান্ত দরকার।

কথাটা প্রচার হইতেই রোল্যাণ্ড ইয়র্ক বেচারাব মনের শান্তি যেন একেবাবে লোপ পাইতে বসিল। কারণ অতি সুস্পষ্ট। জেঙ্কিন্সের কামাইয়েব অর্থ, তাব কাজটা আর্থার ও রোল্যাণ্ডেব ঘাড়ে চাপা। কালক্রমে সেদিন কাজের চাপও আবার পড়িল অসম্ভব বকম। সারা সকালটা তাঁর নিজের ঘরটিতে বসিয়া বসিয়া গ্যালওয়ে কি সব লেখাপড়ার কাজ করিতেছিলেন, হঠাৎ একখানা "ব্র্যাডশ'র দরকার হওয়ায় তিনি আর্থারদেব ঘরে উঠিয়া আসিলেন। তাঁর হাতে একখানা চিঠি। ব্র্যাডশ খানার পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে অনেকটা অন্যমনস্কভাবেই যেন তিনি বলিলেন, "আর্থার, টেবিলের ওপর একখানা কুড়ি পাউণ্ডের নোট্ চাপা দিয়ে রেখে এসেছি, নিয়ে এস তো সেখানা।"

আর্থার কথামত গিয়া নোটখানা আনিয়া দিতেই গ্যালওয়ে তাঁর হাতের সেই চিঠি ও নোট একত্র একখানা খামের ভিতর পুরিয়া খামখানা আটকাইয়া ফেলিলেন। উপরে ঠিকানা লিখিলেন, "রবার্ট গ্যালওয়ে ..।" ইনি এটর্নী সাহেবের খুড়তুতো ভাই, অনেক টাকার মালিক।

কিছুক্ষণ হইতে বাহিরে কেমন যেন একটা অস্পষ্ট গোলযোগ শোনা যাইতেছিল, সেটা যেন ক্রমে অসম্ভব রকম বাড়িয়া উঠিল। রাস্তার দিক্‌কার জানালাটার কাছে ছুটিয়া আসিয়া তারা যে দৃশ্য দেখিল তাতে বাস্তবিকই যে কোন লোকের পক্ষে হাসি চাপিয়া রাখা দুরূহ ব্যাপার। ন্যান্স নামে এক পাগ্‌লী এক আধা-বুড়ো কেরাণীর নেকটাই চাপিয়া ধরিয়াছে; ক্রমাগত ঝাঁকুনী খাইয়া খাইয়া কেরাণীর অবস্থা হইয়াছে ঠিক সেই রকম, যেমনটি হয় ক্রুদ্ধ বিড়ালের হাতে পড়িয়া ইঁদুরের। বেচারীর ছিল মাথা জোড়া টাক্— ঠিক বেলের মত। এতদিন পরচুলা পরিয়া বহু যত্নে এ খবরটি সে লোকের কাছে চাপিয়া রাখিয়াছিল, আজ পাগ্‌লী একটানে পরচুলা খসাইয়া ফেলিয়া এক-হাট লোকের কাছে সেই গোপন তথ্যটুকু ফাঁস করিয়া দিয়াছে। রাস্তার দুধারে ছেলেবুড়োর দল দাঁড়াইয়া হাসিতে হাসিতে গড়াইয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছে, কিন্তু সাহায্যের জন্য কেউ একটি পাও বাড়াইতেছে না।

হঠাৎ দেখা গেল, চ্যাঙ্গা-মত এক যুবক ভীড় ঠেলিয়া লম্বা লম্বা পায়ে পাগলীর সন্নিকটে আসিয়া পড়িল, এবং ধীরেসুস্থে তার কবল হইতে মরণোন্মুখ কেরাণী বেচারাকে মুক্ত করিয়া রাস্তার এক পাশে আনিয়া ছাড়িয়া দিল। হাসির ধাক্কায় এটর্ণী গ্যালওয়ের চোখের দৃষ্টি ঝাপ্‌সা হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু সেই ঝাপসা চোখেও তাঁর চিনিতে কষ্ট হইল না যে যুবকটি হামিশ চ্যানিং।

ছাড়া পাইয়া কেরাণীপুঙ্গব খুব লাফাইতেছিল, হামিশ বহুকষ্টে তাকে ঠাণ্ডা করিয়া শেষে ধীরে ধীরে গ্যালওয়ের আপিসে আসিয়া ঢুকিল। গ্যালওয়ে সাহেব তখনও নিজের পাঁজর চাপিয়া ধরিয়া কেবল হাসিতেছেন।

কিন্তু আর সময় নষ্ট করিবার নয়। মিষ্টার গ্যালওয়ের এমনিই দেরী হইয়া গিয়াছিল, তিনি আর অপেক্ষা না করিয়া তাড়াতাড়ি টুপীটি হাতে লইয়া আপিস হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। কাজের তাড়ায় এই মাত্র

তিনি যে চিঠিখানা লিখিয়াছেন সেখানা পর্য্যন্ত ডাকে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিয়া যাইতে পারিলেন না, টেবিলের উপরেই সেখানা পড়িয়া রহিল।

হামিশ একখানা চেয়ার অধিকার করিয়া হাসিয়া কহিল, "বেচারার আজ আর রাত্রে ঘুম হচ্ছে না, পনেরো বছরের গোপন করা টাক্, তাই কিনা দিলে বের করে!" টেবিলের উপরে মিষ্টার গ্যালওয়ের সেই চিঠিখানা পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া সেখানা নাড়াচাড়া করিতে করিতে হামিশ লক্ষ্য করিল, শিরোনামাতে লেখা আছে, রবার্ট গ্যাল্ওয়ে। কহিল "এই রবার্ট গ্যালওয়ে-টি কে হে? এটর্ণীর সেই টাকার কুমীর ভাইটি নয়?"

জবাব দিল রোল্যাণ্ড, কহিল, "হ্যাঁ হে হ্যাঁ, ভগবান্ তেলা মাথাতেই তেল ঢালেন। এই চিঠিতে কি যাচ্ছে জান? একখানা কুড়ি পাউণ্ডের নোট।"

তাই নাকি হে? তা, রবার্ট গ্যালওয়ের পকেটে টাকাটা না গিয়ে আমার পকেটে গেলেই ভাল হত।"

রাস্তা দিয়া কে একজন যাইতেছিল, তাকে দেখিয়াই রোল্যাণ্ড ইয়র্কের মাথায় কি এক মৎলব ঢুকিল—"আরে শোন, শোন।" বলিয়া, মুহূর্ত্তের মধ্যে ছুট্ করিয়া সে আপিস্ হইতে বাহির হইয়া পড়িল, এবং তাকে কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই সে চোখের পলকে অদৃশ্য হইয়া গেল।

আর্থারের তখন আর বুঝিতে কষ্ট হইল না যে ইচ্ছা করিয়াই রোল্যাণ্ড এই চাতুরীটুকু খেলিল। জেকিন্সের অনুপস্থিতিব জন্য আজ রোল্যাণ্ডকে সারা সকাল দারুণ খাটিতে হইতেছে, যখন কর্ত্তা একবার আপিসের বাহির হইয়াছেন তখন আর সন্ধ্যার পূর্ব্বে রোল্যাণ্ডেরও 'টিকি' দেখিবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু এ তার কেমন ধারা বিচার? সেকি জানে না যে দুপুরে ঠিক এই সময়টিতে আর্থারকে রোজ গীর্জ্জায় গিয়া তার সেই নূতন কাজটির যোগান দিতে হয়?

কিন্তু সে যাই হোক, রোল্যাণ্ডের কর্ত্তব্যপরায়ণতার বিচার করিবার অবকাশ তখন নাই—গীর্জ্জায় যাইবার সময় তার প্রতি মুহূর্ত্তেই আগাইয়া

আসিতেছে। তাই সে হামিশকে বলিল, "তোমার তো এখন কোথাও যাওয়া চল্‌বে না হামিশ, আমি গীর্জ্জা থেকে না ফেরা পর্য্যন্ত তোমায় আপিস পাহারা দিতে হবে, নইলে তো আর আপিস খোলা অবস্থায় রেখে যেতে পারছি নে।"

"আহা হা, কি মধুর কথাটাই না বল্লে, এই গাদিপচা দলিলের কাঁড়ির মধ্যে চুপচাপ এখন ঘণ্টা দুই বসে থাকা ছাড়া আর কি আমার কোন কাজ আছে?" বলিয়া হামিশ উঠিয়া পড়িল। দরজার সামনে দু'পা আগাইয়াই কিন্তু ভূত দেখিলে মানুষ গভীর আতঙ্কে যেমন শিহরিয়া উঠে, ঠিক তেমনি বিবর্ণ মুখে সে পিছাইয়া আসিল এবং চুপ করিয়া ঘরের কোণে একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া কহিল, "আর্থার, তুমি গীর্জ্জায় যেতে পার, আমি আপিস পাহারা দিচ্ছি। এখন আমার আর বেরোবার উপায় নেই।"

এক মুহূর্ত্তের মধ্যে আর্থার যেন তার গীর্জ্জা, চাকরী সমস্তই ভুলিয়া গেল, কাছে আসিয়া দাদার হাতখানি নিজের মুঠার মধ্যে লইয়া কাতরকণ্ঠে কহিল, "কি হোলো, অমন করে ফিরে এলে যে?"

"কেন ফিরলাম? এই মাত্র দেখলাম আদালতের পেয়াদা এই আপিসেরই সাম্‌নে ঘোরাঘুরি করছে। তার হাতে যে 'সমন' রয়েছে, এ খবর আগেই আমি পেয়েছি—আমার দেখা পেলে আর রক্ষা নেই।"

ঠিক এমন সময় ঢং ঢং করিয়া গীর্জ্জার ঘণ্টা বাজিয়া উঠিয়া আর্থারকে স্মরণ করাইয়া দিল যে আর এক মুহূর্ত্তও তার এখানে অপেক্ষা করা চলিবে না। একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া সে মিষ্টার গ্যালওয়ের পরিত্যক্ত চিঠিখানা টেবিল হইতে উঠাইয়া পাশের ঘরে র‍্যাকের উপর রাখিয়া দিল, এবং যতদূর সম্ভব দ্রুতপদে গীর্জ্জার পথে রওনা হইয়া পড়িল।

আর্থারের সৌভাগ্যক্রমে কিন্তু গীর্জ্জায় তাকে বেশীক্ষণ আটকাইয়া থাকিতে হইল না, খানিকটা বাদেই সে ছুটি পাইল। আপিসে ফিরিয়া আসিয়া সে দেখিল, তার দাদার মুখের পূর্ব্বকার সেই বিষণ্ণ ভাব এতক্ষণে চলিয়া গেছে। প্রফুল্লমনে সে একখানা চিঠি লিখিতেছে। কহিল, "আমি যাবার পর আপিসে কেউ এসেছিল?"

"না"

তাহাকে ছুটি দিয়া আর্থার তখন নথিপত্রের গাদার মধ্যে নিজেকে ডুবাইয়া ফেলিল—নিরলস আর্থার বাপ মা ভাইবোনের সুখ-সাচ্ছন্দ্যের জন্য নিজেকে নিঃশেষে বিলাইয়া দিতেছে, অথচ স্বভাবের মাধুর্য্য তার তাতে এতটুকু কমে নাই। আমি না বলিয়া দিলে তোমরা টেরও পাইতে না যে আজ সারাদিন তার বরাতে আহারটি পর্য্যন্ত জোটে নাই।

ইহার প্রায় ঘণ্টা দুই বাদে মিষ্টার গ্যালওয়ে আপিসে আসিলেন এবং ঠিক তার অব্যবহিতকাল পরেই চুপি চুপি পা টিপিয়া সুট্ করিয়া আপিসে কে ঢুকিয়া পড়িল বলত? রোল্যাণ্ড ইয়র্ক।

ব্যবসা সংক্রান্ত জরুরী চিঠিপত্র এইবার ডাকে পাঠাইতে হইবে। আর্থার গিয়া পাশের ঘরের র‍্যাকটি হইতে দুপুরের সেই চিঠিখানা—যেখানার ভিতর নোট যাইতেছে—লইয়া আসিল; মিষ্টার গ্যালওয়ে খামের মুখটাতে খানিকটা গালা লাগাইয়া সেই গরম গালার উপর তাঁর নিজের ঘড়ির চেনের সহিত ঝুলান একটি ছোট্ট সীল বসাইয়া দিলেন। তারপর চিঠিখানা আর্থারের জিম্মায় দেওয়া হইল—বাড়ী ফিরিবার পথে ডাকঘরে সে চিঠিখানা ফেলিয়া যাইবে। এইভাবেই মিষ্টার গ্যালওয়ে বরাবর টাকা পাঠাইয়া থাকেন; ইনসিওর বা মানি-অর্ডার বড় একটা করেন না।

আট তাজ্জব ব্যাপার

এই ঘটনার প্রায় সপ্তাহ খানেক পরে এটর্ণী আপিসে এমনই একটা উত্তেজনার সৃষ্টি হইল যে সে আপিসের ইতিহাসে তা সম্পূর্ণ নূতন ব্যাপার। সেদিন আর্থার কাজে আসিয়া যোগ দিতে দেখিল মিষ্টার গ্যালওয়ে অত্যন্ত গম্ভীর এবং বিরক্তিপূর্ণ মুখে একখানা চেয়ারের উপর বসিয়া আছেন। আর্থারের উপর দৃষ্টি পড়িতেই তিনি ইসারায় তাকে নিকটে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা

করিলেন, "আর্থার, সেদিন যে আমার ভায়ের কাছে চিঠিতে করে একখানা কুড়ি পাউণ্ডের নোট পাঠান হলো, সেটা তুমি কাকে দিয়ে ডাকে পাঠিয়েছিলে বলতো ?"

"আজ্ঞে কাকেও তো পাঠাইনি, নিজের হাতেই তো ডাকবাক্সে ফেলেছি।"

"তাই নাকি ? তবে সেদিন আমি চলে যাওয়ার পর বাইরের কোন লোক আপিসে ঢুকেছিল। কে এসেছিল বলতো ?"

"বাইরের লোক ? কই সে রকম তো কেউ আসেনি ; আসার মধ্যে এসেছিল আমার ভাই হামিশ।"

"উঁহু, নিশ্চয়ই আর কেউ এসেছিল। ব্যাপারটা কি হয়েছে তবে খুলে বলছি শোন। আমার ভাই রবার্ট লিখে পাঠিয়েছে যে আমার চিঠিখানা সে পেয়েছে বটে, কিন্তু তার ভেতর কোন নোট পাওয়া যায় নি, সেখানা খোয়া গেছে। অথচ তুমি জান চিঠিখানা আমি নিজের হাতে সীল করে দিয়েছিলাম। রবার্ট লিখেছে—'খামের একপাশ কেটে তোমার চিঠি আমি খুলেছিলাম ; খামখানা এখনও আমার কাছে আছে। তাতে তোমার নিজের সীল একচুলও এদিক্ ওদিক হয়নি। এ থেকে স্পষ্ট প্রমাণ হচ্ছে যে ডাকঘরের লোকেরাও একেবারে নির্দ্দোষ।' ডাকবাক্সে চিঠিখানা ফেলার আগেই সেখানা চুরি হয়েছে আমারই এই আপিসে। আমার খুব বিশ্বাস, আমি সেদিন চলে যাবার পর রোল্যাণ্ড ইয়র্ক তার যত রাজ্যের ভবঘুরে বন্ধুদের নিয়ে এখানে আড্ডা পাকাচ্ছিল ; তাদেরই মধ্যে কোন ওস্তাদ কোন ফাঁকে যে এই সৎকর্ম্মটি করেছেন তা তুমি বা রোল্যাণ্ড কেউ টেরই পাওনি।"

আর্থার একেবারে হতভম্ব হইয়া গেল। বায়োস্কোপের ছবির মত সেদিনকার ঘটনাগুলি একটির পর একটি তাহার মনে পড়িতে লাগিল—জেকিন্সের অনুপস্থিতি, পাগলীর হাত হইতে টেকো কেরাণীর উদ্ধার, মিষ্টার গ্যালওয়ের জরুরী কাজে বাহির হইয়া যাওয়া, তাঁর পরিত্যক্ত চিঠিখানা লইয়া হামিশের নাড়াচাড়া, তেলো মাথায় তেল ঢালা লইয়া তামাসা, রোল্যাণ্ড ইয়র্কের আপিস-পলায়ন, হামিশকে পাহারা রাখিয়া আর্থারের গীর্জ্জায় যাওয়া—প্রভৃতি

তার মনে পড়িল,—গীর্জ্জা হইতে ফিরিয়া হামিশকে প্রথমেই সে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল ইতিমধ্যে আপিসে কোন লোক আসিয়াছিল কি না, এবং হামিশ উত্তর দিয়াছিল আসে নাই। তবে কে চিঠি খুলিয়া নোট সরাইল? গালা-মোহর করিবার পূর্ব্বে কেউ যে সেখানা সরাইয়াছে তাহা নিশ্চয়।

আর্থারকে নীরব দেখিয়া মিষ্টার গ্যালওয়ে রোল্যাণ্ড ইয়র্ককে ডাকাইয়া পাঠাইতে সে আসিয়া উপস্থিত হইল—কানে তার এক কলম গোঁজা, হাতে একটা রুল এবং মুখ খানায় এমনি ব্যস্ততার ভাব, যেন তার মরিবার ফুরসুত নাই।

"কাজটি থাক্ বা না থাক্ ভড়ংটি ঠিক আছে! যাক্, যে জন্য তোমায় ডেকে পাঠিয়েছি শোন।" বলিয়া মিষ্টার গ্যালওয়ে নোট চুরির বিবরণ আর্থারের কাছে যেমনটি বলিয়াছিলেন, রোল্যাণ্ডের নিকটও সেইরূপ বলিলেন।

তখন আর আপিস-পালানোর কথা রোল্যাণ্ডের পক্ষে চাপিয়া রাখা সম্ভব হইল না; সে অকপটে জানাইল যে আপিসে কে আসিয়াছিল না আসিয়াছিল তাহার জানা নাই, কেন না মিঃ গ্যালওয়ে বাহির হইবার একটু পরে সেও আপিস ছাড়িয়া বাহির হইয়াছিল এবং মনিব ফিরিবার পূর্ব্বে সে ফেরে নাই।

"সে কি হে, আমি উপস্থিত ছিলাম না বলে একটি গোটা বেলা তুমি পাড়ায় পাড়ায় টহল দিয়ে নষ্ট করেছ? তোমায় নিয়ে আর আমি পারলাম না মিষ্টার রোল্যাণ্ড, পারলাম না।"

কিন্তু রোল্যাণ্ড ইয়র্কের কর্ত্তব্যনিষ্ঠা সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবার সেটা সময় নয়, নোট চুরির কথাই মিষ্টার গ্যালওয়ের মগজে ঘুরিতেছে। জিজ্ঞাসাবাদে যতদূর দেখা যাইতেছে, তিনি বাহিরে যাইবার পর সারাটা দিন সে চিঠিখানার কাছে ছিল দুই জন—আর্থার, ও তার দাদা হামিশ। কিন্তু এ দুয়ের একজনও যে এমন একটা জঘন্য কাজ করিতে পারে, মিষ্টার গ্যালওয়ে তাহা ধারণাও করিতে পারিলেন না। বলিলেন, "বাইরের লোক নিশ্চয়ই কেউ এসেছিল। তোমার তো জানার কথা নয়, আর্থার, তুমি খানিকটা সময় গীর্জ্জায় ছিলে। হামিশকে এবিষয়ে জিজ্ঞাসা করতে হবে। যাও তো, চট্ করে

তার আপিসে গিয়ে বলে এসো যে বাড়ী ফেরার পথে সে যেন একবার আমার সঙ্গে দেখা করে যায়।"

আর্থার তৎক্ষণাৎ টুপি মাথায় দিয়া বাহির হইয়া পড়িল। হামিশের আপিসে যাইতে সব চেয়ে সোজা রাস্তা হইতেছে সেইটি, পাওনাদারের ভয়ে যেটি দিয়া চলাফেরা করা হামিশ আজকাল বন্ধ করিয়া দিয়াছে। আর্থার সেই পথটাই ধরিল। কিন্তু একটু আগাইতেই যে দৃশ্য তার চোখে পড়িল তাতে সে অবাক্ হইয়া গেল—প্রফুল্ল মনে শিষ দিতে দিতে স্বয়ং হামিশ আজ এই পথেই আসিতেছে!

আর্থার তার ভিতরকার বিস্ময় আর চাপিয়া রাখিতে পারিল না, তাড়াতাড়ি হামিশের কাছে গিয়া বলিল, "এই না তুমি সেদিন বলছিলে যে এ রাস্তায় তোমার আসা বন্ধ হয়ে গেছে?"

হামিশ হাসিয়া কহিল, "সহজে কি আর আসতে পেরেছি হে, রীতিমত গুড় ঢালতে হয়েছে।" ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই পাশের দোকানের এক মালিক টুপি খুলিয়া হামিশকে অভিবাদন করিল। হামিশ চুপি চুপি আর্থারের কানে কহিল, "দেখছ হে, গুড়ের মহিমাটা একবার দেখছ? আজ এ লোকটা একেবারে জল হয়ে গেছে, কিন্তু দু'দিন আগে এরই ভয়ে আমায় এ রাস্তাটাকেই বয়কট করতে হয়েছিল।"

গুড়? তবে কি হামিশ তার দেনা কিছু শোধ করিয়াছে নাকি? কিন্তু তা কি করিয়া হইবে, টাকা সে পাইবে কোথায়? যাহা হউক, প্রকাশ্যে সেসব কথার কোন উল্লেখ না করিয়া আর্থার বলিল, "শুনছ দাদা, সেদিন মিষ্টার গ্যালওয়ে চিঠিতে করে তাঁর ভাইকে যে নোট পাঠালেন সে নোটখানা নাকি খোয়া গেছে।"

"গেছে তো? ঠিক হয়েছে। তোমার 'সাহেব'কে বলো যে দেশে মানি-অর্ডার ইনসিওর থাকতে, চিঠিতে ভরে নোট পাঠালে সে নোটের ঐ দশাই হয়।"

"কিন্তু তা নয়, স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে যে ডাকবাক্সে ফেলার আগেই সে

নোট চুরি গেছে। এ বিষয়ে কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করার আছে, তাই মিষ্টার গ্যালওয়ে তোমায় একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বলেছেন।"

"নোট চুরির কথা আমায় জিজ্ঞাসা করবেন! আমি তার কি জানি? তোমার মনিবকে বোলো, তার সঙ্গে দেখা করার আমি কোন প্রয়োজন দেখি না।"

"আহা হা, তুমি বুঝ্‌ছ না, চিঠিখানার কাছে আমি আর তুমি ছাড়া তৃতীয় ব্যক্তি কেউ ছিল না। এখন যদি তুমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে অস্বীকার কর, তবে আমাদের উপর লোকের নানা রকম সন্দেহ হতে পারে যে!"

"সন্দেহ? একটা কুড়ি পাউণ্ডের নোট, তারই জন্য সন্দেহ? তোমার মাথা খারাপ হয়েছে নাকি, আর্থার?" তিক্ত কণ্ঠে হামিশ কথাগুলি বলিয়া উঠিল। কিন্তু পরমুহূর্তেই আবার বলিল, "আচ্ছা আচ্ছা, যাবো'খন সুবিধে মত এক সময়ে। হাজার হলেও মিষ্টার গ্যালওয়ে বাবার বন্ধুলোক, না গেলে মনঃক্ষুণ্ন হতে পারেন।"

হামিশ চলিয়া যাইতে আর্থার আপিসের দিকে একটু আগাইয়াই একেবারে থমকিয়া দাঁড়াইল—সামনে দাঁড়াইয়া আর কেহ নয়, আদালতের পেয়াদা। পেয়াদা এ ভাবটি লক্ষ্য করিল, কহিল, "ভয় নেই মিষ্টার আর্থার, মিষ্টার হামিশ তাঁর দেনা খানিকটা শোধ করে দিয়েছেন। পাওনাদারেরা তাই আপাততঃ আদালত থেকে সমন উঠিয়ে নিয়েছে।" তারপর একটু খাটো গলায় কহিল, "আর তা না হলেও পারতপক্ষে আমি তাঁর কোন অপকার করতাম না, আপনার বাবা যে এককালে আমার অনেক করেছেন!"

ওঃ, তবে সে যা ভাবিয়াছে তাই ঠিক? হামিশ সত্যই তবে দেনা কিছু শোধ করিয়াছে? কিন্তু টাকা জুটিল কোথায়? তবে কি—তবে কি হামিশ চ্যানিং পরিবারের মুখে চুণকালি লাগাইল—গ্যালওয়ের টাকা সরাইল? আর্থারের সমস্ত মাথা ঝিম্‌ ঝিম্‌ করিতে লাগিল।

বস্তির ভিতরে আগুন লাগিলে সে আগুন যেমন অল্পক্ষণের মধ্যেই হুহু করিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে, এটর্নী আপিসের চুরির খবরও তেমনি দেখিতে দেখিতে সহরময় রাষ্ট হইয়া পড়িল। ঘটনাটা সকলের চোখেই এমন অদ্ভুত ঠেকিল যে হঠাৎ কারো মাথায়ই কোন যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা জোগাইল না। ব্যাখ্যা দিতে আমাদের রোল্যাণ্ড ইয়র্ক ভায়া অবশ্য মোটেই পেছপা ছিল না, তার মতে পোষ্ট-আপিসের চোট্টারা ছাড়া একাজ আর কারো দ্বারা হইতেই পাবে না। কিন্তু পোষ্ট-আপিসের "অমানুষ"গুলি সম্বন্ধে রোল্যাণ্ডের যতই অভিযোগ থাক্ না কেন, আর্থারের মন কিন্তু সেই যে সেদিন ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল তাহা আর জোড়া লাগিল না। লাগিবে কি করিয়া? হামিশের প্রতিদিনকার কাজকর্ম্ম তার বিরুদ্ধে এমনই সব সাক্ষ্য দিতে লাগিল যে নোট চুরি যে তারই কাজ, সে বিষয়ে আর্থারের আর এতটুকু সন্দেহ ছিল না। সেদিন এক নূতন ডাক্তার মিষ্টার চ্যানিংকে দেখিয়া বলিয়া গেলেন, জার্ম্মানী যাইতে পারিলে বাস্তবিকই তাঁর খুব উপকার হয়। কথাটা শুনিয়া হামিশ অতিমাত্রায় উৎসাহ দেখাইল, একথা পর্য্যন্ত জানাইল যে টাকা লাগে লাগুক, সেজন্য কিছুই ঠেকিয়া থাকিবে না। এরূপ ভরসা হামিশ আজ দেয় কিসের জোরে? আজ সে রাতারাতি এতখানি বড়লোক হইল কিরূপে?

কিন্তু আর্থারের দুশ্চিন্তা শতগুণ বাড়িয়া গেল সেদিন আপিসে যাইবার পর। মিষ্টার গ্যালওয়ে তাঁর নিজের ঘরটিতে বসিয়া ছিলেন, আর্থার গিয়া সেখানে উপস্থিত হইল। সাধারণ দু'চারটা কথার পর এটর্নী সাহেব নোট চুরির কথা পাড়িলেন, কহিলেন, "আমি তো এর মাথা মুণ্ডু কিছুই বুঝে উঠতে পারছিনে আর্থার! হামিশও বলল, তুমি যাওয়ার পর আপিসে আর কেউ ঢোকেনি। ব্যাপারটা বড়ই ঘোলাটে হয়ে উঠছে।" তারপর একটু চুপ করিয়া আবার কহিলেন, "আমায় ভুল বুঝো না আর্থার, আমি তোমায় বা রোল্যাণ্ডকে

আদাবেই সন্দেহ করছিনে, কিন্তু ব্যাপারটা বড়ই বিশ্রী, এর একটা তদন্ত হওয়া দরকার। তাই আমি ভাবছি আজ পুলিশে একটা খবর দেব।"

মুহূর্তের মধ্যে আর্থারেব মুখ একেবারে ছাইয়ের মত হইয়া গেল। হায় হায়, সে যা আশঙ্কা করিতেছিল শেষটায় বুঝি তাহাই হইতে বসিল! পুলিশে খবর দিলেই ঘটনাটির জোর তদন্ত আরম্ভ হইবে, কিছুই তখন আর চাপা থাকিবে না। আর্থার ব্যাকুল ভাবে বলিয়া উঠিল, "ওইটি করবেন না মিষ্টাব গ্যালওয়ে, পুলিশকে এব ভেতর টানবেন না।"

এই অস্বাভাবিক ব্যাকুলতায় মিষ্টার গ্যালওয়ে অবাক্ হইয়া তার দিকে তাকাইতেই আর্থার বুঝিল, ওভাবে কথাটা বলা তার মোটেই ভাল হয় নাই। তাই সে তাড়াতাড়ি নিজেকে শোধরাইয়া কহিল, "ভাল হয়তো তারা কিছুই করতে পারবে না, মাঝ থেকে এক ঝঞ্ঝাটের সৃষ্টি করবে।"

"আচ্ছা, আচ্ছা, সে আমি বুঝব'খন" বলিয়া মিষ্টার গ্যালওয়ে সেইখানেই কথাটা চাপা দিয়া উঠিয়া পডিলেন। সেই দিনই হেল্‌ষ্টনলি থানার ডিটেকটিভ মিষ্টাব বাটারবিব নিকট খবর পৌছিল।

সন্ধ্যার পর আর্থার আপিস হইতে বাহির হইয়া ধীরে ধীরে বাড়ীর পথে রওয়ানা হইল; পা যেন তার আর চলিতেই চায় না। বাড়ী ঢুকিতে প্রথমে সাক্ষাৎ হইল কনস্‌ট্যান্সের সহিত। আর্থারেব পাণ্ডুব মুখ ও বিবশ হাবভাব লক্ষ্য করিয়া কনস্‌ট্যান্স এক অস্ফুট আর্ত্তনাদের সঙ্গে কহিয়া উঠিল, "ওকি আর্থাব? অমন কবে তাকাচ্ছ কেন তুমি? হামিশের খবর কি? পেয়াদা এসে ধরে নিয়ে যায়নি তো?"

আর্থার ধাতস্থ হইল। কহিল, "নাঃ সে ভয় আর নেই। সে তার দেনা মিটিয়ে ফেলেছে।"

"মিটিয়ে ফেলেছে? টাকা পেল কোথা?"

আর্থার বলিল, "কি করে বলি? সে তো তার 'ঘরোয়া' খবর আমায় দেয় না!"

"তবে তোমার মুখচোখ অমন বসে গেছে কেন আর্থার? সেই নোট চুরি

নিয়ে আজ আপিসে কোন কথা উঠেছে নাকি ? শুনলাম তুমি আর হামিশ ছাড়া আর তৃতীয় ব্যক্তি কেউ সে চিঠির কাছে ছিল না। তুমি নিজে নির্দ্দোষ কি না সে কথা জিজ্ঞাসা করে তোমায় আমি অপমান করতে চাই না, কিন্তু হামিশ ? হামিশ খাঁটি তো ?"

বাহিরের বারান্দায় কার পায়েব শব্দ শোনা গেল এবং একটু পরেই ঘরে আসিয়া ঢুকিল স্বয়ং হামিশ। তার দিকে নজর পড়িতেই কন্‌স্ট্যান্স অনেক-খানি যেন নিশ্চিন্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, "বাঁচালে ! যা ভয় হচ্ছিল, ভাবছিলাম তোমায় বুঝি দেনার দায়ে ধরে নিয়ে গেল।"

"নাগো, সে ভয় আর রাঁখিনে, ধার-টার চুকিয়ে ফেলেছি।"

"তাই নাকি ? কিন্তু চুকলো যে, টাকা পেলে কোথায় ?"

ঠিক এম্‌নি সময়ে এনাবেল্ কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া হামিশের সামনে রীতিমত নৃত্য জুড়িয়া দিল—"কাব কি হারিয়েছে ?—হুঁ হুঁ মশাই, দস্তবমত বকশিশ দিতে হবে, নইলে পাচ্ছ না।" সকলে দেখিল, তার হাত দুটি পিছনে লুকান, একটা কিছু গোপন করিয়া রাখিয়াছে।

হামিশ গিয়া তার হাত চাপিয়া ধরিতেই সেই লক্ষ্মীমন্ত মেয়েটি মেঝের উপর কি একটা জিনিষ ছুঁড়িয়া ফেলিল। দেখা গেল সেটি হামিশের টাকার থলে,—চার পাঁচটি চক্‌চকে গিনি সেই থলে হইতে ঘরের মেঝেতে ছড়াইয়া পড়িল। এনাবেল্ চেঁচাইয়া উঠিল, "দেখেছ তোমরা, দেখছ ? হামিশ আজকাল দিনকের দিন কেমন টাকার কুমীর হয়ে উঠছে !"

কিন্তু হামিশের মেজাজে আজ ফুর্ত্তির আভাস একেবারেই পাওয়া গেল না, কঠোর-স্বরে এনাবেল্‌কে ধম্‌কাইয়া সে বলিল, "খবর্দ্দার এনাবেল, আর কক্ষনো তুমি আমার জিনিষপত্র নিয়ে এমন ঘাঁটাঘাঁটি করতে যাবে না বলছি !" তারপর গিনিগুলি কুড়াইয়া তৎক্ষণাৎ সে সেঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল, কাহারো সঙ্গে আর দ্বিতীয় কথাটি পর্য্যন্ত কহিল না।

দশ

আশ্রম-পীড়া

দিন কয়েক পরের ঘটনা, দুপুরে খাওয়ার ছুটির সময় টম্ ও চার্লি স্কুল হইতে বাড়ী ফিরিতেছিল। টমের হাত মুষ্টিবদ্ধ, চোখমুখ দিয়া রাগ যেন ফাটিয়া বাহির হইতেছে, আর কপালের একপাশ দিয়া দরদর ধারায় রক্ত পড়িতেছে। ঠিক তার পিছনেই চার্লি, চোরের মত ভয়ে ভয়ে টমের পিছু পিছু আসিতেছে।

এদিক্‌কার ঘরটাতে শুধু কন্‌স্‌ট্যান্স ও এনাবেল বসিয়া ছিল, টম্ আসিয়া ঢুকিতেই এনাবেল্ চেঁচাইয়া উঠিল, "আরে দেখ, দেখ, টমের কপালের অবস্থাটা একবার দেখ। কার সঙ্গে ঘুষোঘুষি লড়ে আসা হল টম মশাই?"

টম কিন্তু সে কথায় কর্ণপাতও করিল না, ঘরের এক পাশে ছিল একটা জলের পাত্র, সেখান হইতে খানিকটা জল লইয়া কপালে ঝাপটা দিতে দিতে আপনার মনেই কহিতে লাগিল, "নেহাৎ গণ্ট এসে ছাড়িয়ে নিয়ে গেল, নইলে বাছাধনকে আজ..."

তার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই অপর দিক্‌কার দরজা দিয়া আর্থার সেঘরে আসিয়া ঢুকিল, এবং যুদ্ধক্লান্ত টম্‌কে সেই অবস্থায় দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, "টম্, একি?"

"বিশেষ কিছু নয় ভাই, শুধু একটু খাম্‌চে নিয়েছে। তা, ওতে আমার কোন আক্ষেপ নেই, আক্ষেপ শুধু এই যে হতচ্ছাড়া পিয়ার্স ছোঁড়াকে পেড়ে ফেলেছিলাম, তার দাঁত কটা উপ্‌ড়ে ফেলার আগেই সবাই এসে তাকে ছাড়িয়ে নিয়ে গেল। হতভাগা ইস্কুলময় কি রটিয়ে বেড়াচ্ছে জান? বল্‌ছে, গ্যালওয়ের সেই নোট নাকি তুমি চুরি করেছ।"

আর্থার স্থির দৃষ্টিতে একটুকাল মাটির দিকে তাকাইয়া রহিল, শেষে কহিল, "পিয়ার্স একথা কার কাছে শুনলে?"

"তোমার 'সাহেব' গ্যালওয়ের এক ভাইপো আমাদের ইস্কুলে পড়ে জান তো? সে ওকে বলেছে, গ্যালওয়ে নাকি আজ সারা সকাল বাটারবি

নামে এক ডিটেকৃটিভের সঙ্গে এই নোট চুরী নিয়ে গোপনে আলোচনা করছিল। ছোঁড়া নাকি সে সময় হঠাৎ সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয়ে পড়ে, তখন বাটারবিকে বলতে শুনেছে, "চুরি আর কেউ করেনি, এ ওই আর্থার চ্যানিংয়েরই কাজ।" কথাটা শেষ করিয়া টম্ টিপ্পনী কাটিল, 'ক্ষেপেছ, এ কখনো হতে পারে? কি শুনতে কি শুনে এসেছে তার নেই ঠিক!"

কপালটা ধীরেসুস্থে মুছিয়া টম খাবার ঘরের দিকে চলিয়া গেল এবং একটু পরেই এনাবেল্ ও চার্লিও তাহার অনুসরণ করিল।

ঘর নির্জ্জন হইতেই আর্থার ধীরে ধীরে কন্‌স্ট্যান্সের কাছে আগাইয়া আসিয়া খাটো গলায় কহিল, "স্কুলে ঠিক খবরই রটেছে কন্‌স্ট্যান্স, অর্থাৎ মিষ্টার গ্যালওয়ে তদন্তের জন্য ব্যাপারটা পুলিশের হাতে দিয়েছেন, এবং পুলিশ আমাকেই চোর বলে সন্দেহ কর্‌ছে! বেচারা হামিশ, দেনার ভাবনায় বোধহয় তার মাথা ঠিক ছিল না, অন্যায়টা তাই করে ফেলেছে। কিন্তু সন্দেহটা তার ওপর না পড়ে যখন আমারই ওপর পড়্‌ছে তখন তাকে আড়াল করে আমাকেই দাঁড়াতেই হবে। তোমায় কিন্তু কন্‌স্ট্যান্স খুবই শক্ত হতে হবে। পারবে তো শক্ত হতে, তোমার চোখের ওপরও যদি আমায় চোর বলে ধরে নিয়ে যায় তা হলেও বিচলিত হয়ে পড়্‌বে না তো?"

কন্‌স্ট্যান্সের মনে হইল তার পায়ের তলা হইতে মাটি বুঝি সরিয়া যাইতেছে। তবুও বহুকষ্টে সে কহিল, "কিন্তু সে যে বড়ই অবিচার হবে আর্থার! অপরের অপরাধে তুমি কেন এ কলঙ্ক গায়ে মাখ্‌তে যাবে? সোনার টুক্‌রো ছেলে তুমি, অথচ হাজার হাজার লোক মুখের ওপর চোর বলে তোমায় গাল দেবে, তোমায় দেখে ঘেন্নায় নাক সিঁটকোবে, আর সমস্ত জেনে আমি কোন্ প্রাণে এসব সহ্য কর্‌ব ভাই?"

"কিন্তু এ ছাড়া আর যে কোন উপায়ই নেই কন্‌স্ট্যান্স। হামিশ বাবার হয়ে আপিসে কাজ করছে, তাকে ধরে নিলে নির্ঘাৎ বাবার চাক্‌রিটা যাবে; তখন আমরা দাঁড়াব কোথায়?"

দারুণ উদ্বেগে কন্‌স্‌ট্যান্স দুই হাত কচলাইতে লাগিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে আব একটা আশঙ্কা মনে আসিতেই শুষ্ক কণ্ঠে কহিল, "একটা কথা তোমায় এতদিন বলিনি আর্থাব, কিন্তু আজ আব না বলে পাবছিনে। বাবাব আপিসেব হিসেব পত্রগুলো হামিশ ঠিকমত বাখছে তো? দুপুব বাতে উঠে সে কিন্তু প্রায় বোজই হিসেবেব খাতা নিয়ে কি সব নাডাচাডা কবে।"

কথাটা আর্থারের কাছে একেবাবেই নূতন, সে আশ্চর্য্য হইযা কহিল, "দুপুব বাতে হিসেব নিয়ে নাডাচাডা কবে? সে কি?"

"হ্যাঁ। শেষ বাত্রি পর্য্যন্ত প্রায়ই তাব ঘবে আলো জ্বালা দেখতে পাওযা যায়, এবং সে সময় যে তাব কাছে হিসেবেব খাতাখানা থাকে সেটাও ঠিক। অবশ্য এমনও হতে পাবে যে দিনেব বেলা সময় হয়ে ওঠে না।"

"তা হবে," বলিয়া আর্থার একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাডিল, তাবপব কহিল, "চল, খাবাব ঘরে সবাই আমাদেব জন্য অপেক্ষা কবছে—খেতে যাওয়া যাক্।"

বাস্তবিক, খাওয়াব ঘবে তখন সকলেই আসিয়া জুটিয়াছিল, বাদ শুধু হামিশ। কোথায কোন্ জরুবী কাজে সে আট্‌কা পডিয়াছে। সকলেব খাওয়া প্রায় অর্দ্ধেকটা হইযা আসিয়াছে এমন সময় হঠাৎ একবার জানালায় দৃষ্টি পড়ায় টম্ চেঁচাইয়া উঠিল, "একি এদিকে পুলিশ আসছে কেন?"

আর্থাবেব মুখ কালো হইয়া গেল। আজ সারা সকালটা সে এই কথাই ভাবিয়া রাখিয়াছে—পুলিশ আসিলে কি বকম শান্তভাবে সে থাকিবে, তিলমাত্র বিচলিত হইবে না। কিন্তু কার্য্যকালে সে একবাবে ঘাবডাইয়া গেল। পব-মুহূর্ত্তে জুডিথ আসিয়া খবর দিল—বাহিবে মাষ্টাব আর্থাবকে ডাকিতেছে।

বিবর্ণ মুখে, মাতালের মত টলিতে টলিতে আর্থাব উঠিয়া দাঁড়াইতেই তার মা ব্যস্তভাবে বলিয়া উঠিলেন, "আর্থার, তোমাব অসুখ কবেছে নাকি? অমন কবছ কেন?" কিন্তু জবাব পাইবার আগেই দেখিলেন, ঘবেব একেবারে দবজায় দুইজন কনষ্টেবল দাঁড়াইয়া।

আর্থার মায়ের কথার যেমন-তেমন একটা উত্তব দিয়াই কনষ্টেবল দুইটির কাছে গিয়া কহিল, "চল আমি প্রস্তুত।"

সকলে একেবারে স্তম্ভিত! ঘরে তখন যে অবস্থা দাঁড়াইল তা ছবিতে আঁকিবার মত। মিষ্টার চ্যানিং তাঁর ঠেলা-চেয়ারের উপর নির্ব্বাক বিস্ময়ে আর্থারের দিকে তাকাইয়া, মিসেস চ্যানিং ভয়ে হতজ্ঞান, চার্লিং ও এনাবেল তটস্থ। শুধু কন্‌সট্যান্স মাথা নীচু করিয়া একদিকে দাঁড়াইয়া ছিল, আর টম্ হাতের মুঠাটাকে শক্ত করিয়া এমনি ভাবে সেই কনষ্টেবল দুটির দিকে তাকাইতেছিল যেন সে এখনই তাহাদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িবে।

এগার বিচারালয়ে

ক্রমে ব্যাপারটি আস্তে আস্তে সকলেরই বোধগম্য হইল।

পুলিশ প্রহরীর সহিত আর্থার বাহির হইয়া যাইবে, পিছন হইতে গম্ভীর স্বরে মিষ্টার চ্যানিং ডাকিলেন, "আর্থার!" ছেলে ফিরিয়া দাঁড়াইতেই পিতা তার মুখের উপব স্থির দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, "যাবার আগে আমি শুধু একটি কথা জান্‌তে চাই—তুমি দোষী, না নির্দ্দোষ?"

এইখানেই আর্থার একটা চরম ভুল করিয়া বসিল। নিজের ছেলেমেয়েদের উপর মিষ্টার চ্যানিংয়ের যে অপরিসীম বিশ্বাস ছিল, তাতে সে যদি একবার পরিষ্কার গলায় বলিত, "বাবা আমি নির্দ্দোষ," তবে পৃথিবী শুদ্ধ লোক হাজার গলায় দোষী বলিলেও মিষ্টার চ্যানিং সে কথা কানে তুলিতেন না। কিন্তু আর্থার তা করিল না, ইতস্তত করিতে লাগিল। কেবলই তার মনে হইতে লাগিল, নিজেকে বড় গলায় নির্দ্দোষ বলিয়া ঘোষণা করিতে গেলে হয়ত শেষটায় হামিশেরই সর্ব্বনাশ করিয়া বসিবে, লোকের যত কিছু সন্দেহ হয়ত তারই ঘাড়ে গিয়া পড়িবে।

ছেলের ভাব দেখিয়া মিষ্টার চ্যানিং একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িলেন, তাঁর রোগ-কাতর মুখ হইতে শুধু দুইটি কথা বাহির হইল—"হায় ভগবান্!"

হেল্‌ষ্টনলিব টাউন হলে আদালত বসিয়াছে, পুলিশ আর্থারকে সঙ্গে লইয়া সেই দিকে বওনা হইল, সঙ্গে সঙ্গে চলিল টম্। আদালতে পৌঁছিয়া প্রথমেই একটি সংবাদে আর্থার মনে মনে বড়ই আরাম বোধ করিল—তার বিরুদ্ধে নোট চুরির এ মকর্দ্দমা গ্যালওয়ে সাহেব স্বয়ং আনেন নাই, আনিয়াছে তাঁব তবফ হইতে ডিটেক্‌টিভ বাটাববি। গ্যালওয়ে আদালতে উপস্থিত পর্য্যন্ত নাই, তাঁকে ডাকিতে লোক পাঠান হইয়াছে। হেলষ্টনলি সহরে চ্যানিং পরিবাব ধনী না হইলেও বিশেষ সম্ভ্রান্ত, সেই পরিবাবেবই একজনকে আজ চুবিব অপবাধে আসামীব কাঠগডায় দাঁড করান হইয়াছে, এই সংবাদ বাষ্ট হওয়া মাত্র দলে দলে লোক সহব উজাড কবিয়া টাউন হলে আসিয়া জুটিতে লাগিল।

মিষ্টাব গ্যালওয়ে না আসা পর্য্যন্ত বিচাবেব কাজ আবম্ভ হইতে পাবে না, সকলেই তাঁব জন্য অপেক্ষা কবিতেছিল। এবই মধ্যে সেই জনতা হঠাৎ যেন একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল, এবং অনেকেব মুখেই একটা শব্দ শোনা গেল, 'হামিশ, হামিশ।' বাস্তবিক ঠিক সেই সময়েই হামিশ আসিয়া আদালতেব ভিতব ঢুকিল। সে অত শত কিছুই জানেনা, বড় রাস্তা দিয়া হাঁটিতেছিল, হঠাৎ টাউন হলে ভীড দেখিয়া বাস্তায় একজনকে জিজ্ঞাসা করায় জানিতে পাবিয়াছে যে গ্যালওয়েব নোট চুবিব দায়ে তাব ভাইকে পুলিশ বিচাবেব জন্য সেখানে ধরিয়া আনিয়াছে এবং সেই জন্যই এ ভীড়েব সৃষ্টি।

ভিতবে ঢুকিয়াই হামিশ লক্ষ্য কবিল, সাধারণ চোব-বাটপাড়ের জন্য তৈবি কাঠগডাব ভিতর আর্থাবকে পূরিয়া দিয়াছে এবং শত শত উৎসুক দৃষ্টির সামনে সে কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। দেখিয়াই হামিশের সমস্ত কপাল জ্বালা কবিয়া উঠিল, বাণ অবধি মুখ বাঙ্গা হইয়া গেল। ঠিক সেই সময় আর্থার এদিকে দৃষ্টি ফিরাইতেই ছ'ভায়েব চোখা-চোখি হইল। হামিশ সঙ্গে সঙ্গে তাব দৃষ্টি ফিরাইয়া নিল। আর্থার বুঝিল, তার চোখের দিকে সমানে চোখ মেলিয়া তাকাইবার শক্তি এবং সাহস কিছুই আব হামিশের নাই। অপর সবাই বুঝিল, লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইয়াই হামিশ এমনটি করিয়াছে।

সকলে নানারূপ জল্পনা কল্পনা করিতেছে, এমন সময় সেই আদালতে এক

তুমুল কাণ্ড ঘটিয়া গেল। দেখা গেল, ঝড়ের মত দ্রুতবেগে একটি লোক সেই দিকে আসিতেছে। রাগে তার চোখ মুখ দিয়া যেন আগুন ছুটিতেছে। কনুইয়ের গুঁতায় দু'পাশের লোকদের সরাইয়া সে ক্রমাগত আগাইতেছে, সম্মুখের লোকেরা ধাক্কা খাইয়া ছিটকাইয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছে। আগন্তুক কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া একলাফে সটান গিয়া কাঠগড়ার উপর উঠিয়া পড়িল এবং আর্থারের হাতখানা নিজের হাতের উপর তুলিয়া লইয়া কহিল, "তোমার এ দশা করলে কে ভাই?" এখনও কি বলিয়া দিতে হইবে যে আগন্তুক আমাদের রোল্যাণ্ড ইয়র্ক? কিন্তু বাজার আদালতে তার একি ব্যবহার? একজন আমলা রুক্ষ ভাষায় বলিয়া উঠিল, "একি মিষ্টার রোল্যাণ্ড, আপনি কি এটা তামাসার জায়গা পেলেন নাকি? ওখানে গিয়া দাঁড়িয়েছেন কেন, শীগ্‌গির নেমে আসুন।"

কিন্তু নামিবে কি? আর্থারের হাত খানা নিজের হাত দিয়া জড়াইয়া ধরিয়া রোল্যাণ্ড ইয়র্ক জবাব দিল, "নামব? নামব তখন, যখন আর্থারকেও তোমরা ছেড়ে দেবে। লজ্জা করে না তোমাদের? একজন সাধু, সচ্চরিত্র যুবক মাথার ঘাম পায়ে ফেলে দিনে সতেরো ঘণ্টা খেটে নিজের আর পরিবারের খাবারের সংস্থান করছে, আর তোমরা কিনা বিনা দোষে একটা মিথ্যে ওজুহাতে একসহর লোকের সামনে আসামীর কাঠগড়ায় পুরে দিয়ে তাকে চূড়ান্ত অপমান করছ?"

কিন্তু এ প্রমাণ আদালতের পক্ষে যথেষ্ট নয়, আরও প্রমাণ চাই; এবং যতক্ষণ তা না পাওয়া যাইতেছে ততক্ষণ আর্থারেরও মুক্তি নাই। তাছাড়া রোল্যাণ্ড ইয়র্ককেও আদালতের নিয়ম ভঙ্গ করিয়া এভাবে আসামীর সঙ্গে একত্র দাঁড়াইয়া থাকিতে কোনমতেই দেওয়া চলে না। আদালত-অবমাননার জন্য তাকে শাস্তিভোগ করিতে হইবে—এই ভয় দেখাইয়া শেষটায় তাকে কাঠগড়া ছাড়িতে বাধ্য করা হইল। মুখখানাকে হাঁড়ির মত করিয়া রোল্যাণ্ড নামিয়া আসিল, এবং হলের এক প্রান্তে গিয়া সকলের কাছে এই

বলিতে লাগিল যে, এ পৃথিবীতে ন্যায় বলিয়া কোন জিনিষ নাই, বাটারবি একটা চতুষ্পদ, এবং আর্থারের এই গ্রেপ্তারে গ্যালওয়ের যদি এতটুকু হাত থাকে, তবে কালই সে তার কাজে ইস্তফা দিয়া চলিয়া আসিবে—এতে তার মা তাকে যাই বলুন।

এ তো গেল, কিন্তু মিষ্টার গ্যালওয়ে আজ গেলেন কোথায়? তাঁর সাক্ষ্য গোড়াতেই চাই, নতুবা মামলা এক পাও চলিবে না; বাধ্য হইয়াই তাই মকদ্দমা মুলতুবী রাখিতে হইল। হাকিমেরা বিবেচনা করিয়া ঠিক করিলেন, আর্থারকে এ ক্ষেত্রে জামিনে খালাস দেওয়া চলিতে পারে।

জামীনের নাম শুনিয়াই রোল্যাণ্ড ইয়র্ক তড়াক্ করিয়া লাফাইয়া উঠিল, কহিল, "আমি—আমি, অর্থাৎ আমার মা লেডি অগাষ্টা জামীন থাক্‌বেন। একটু দাঁড়ান, এক্ষুনি তাঁকে আমি খুঁজে নিয়ে আস্‌ছি।" কিন্তু তার আর প্রয়োজন হইল না, হামিশই মিষ্টার চ্যানিংয়ের নামে জামিন লইয়া ভাইকে ছাড়াইয়া লইল। লজ্জায় মুখখানা সিঁদুরের মত করিয়া আর্থার নামিয়া আসিতেই হামিশ তার পাশে গিয়া নিজের হাতের ভিতর ভাইয়ের হাতখানা টানিয়া লইল; অমনি রোল্যাণ্ড ইয়র্ক কনুইয়ের এক ধাক্কায় হামিশকে তিন হাত দূরে সরাইয়া দিয়া আপনি আর্থারের হাতখানা তুলিয়া নিল, যেন দুনিয়ায় আর্থারের সহিত বাহুসম্বন্ধ হইবার অধিকার ভগবান্ তাকেই একচেটিয়া করিয়া দিয়াছেন। কয়েকজন নিষ্কর্ম্মা গোছের লোক পিছন পিছন ভীড় জমাইয়া আসিতেছিল, রোল্যাণ্ড এক তাড়ায় তাদেরও ফিরাইয়া দিল।

একটু আগাইয়া হামিশ বিদায় লইতে রোল্যাণ্ড ও আর্থার তাদের আপিসের রাস্তা ধরিল এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল।

ঠিক তারই পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে মিষ্টার গ্যালওয়ে আসিয়া আপিসে পৌঁছিয়াছেন। হঠাৎ এক বন্ধুর সহিত দেখা হইয়া যাওয়ায় একটা দরকারী কাজে আজ তাঁকে সহর ছাড়িয়া মফঃস্বলে যাইতে হইয়াছিল, এত যে ব্যাপার ঘটিয়া গিয়াছে তার বিন্দুবিসর্গ কিছুই তিনি জানেন না। ফিরিয়া আসিয়া এই মাত্র

জেঙ্কিন্সের মুখে সমস্ত শুনিয়াছেন। তাঁকে না জানাইয়া আর্থারকে এই ভাবে পুলিশে চালান দেওয়ায় তাঁর বিরক্তির যেন আর অবধি ছিল না। তিনি বার বারই বলিতেছিলেন, বাটারবি তার ক্ষমতার সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছে।

ঠিক এম্নি সময় আর্থার ও রোল্যাণ্ড ইয়র্ক সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। মিষ্টার গ্যালওয়েকে দেখিয়া রোল্যাণ্ড সরাসরি তাঁর সাম্‌নে গিয়া কোন প্রকার ভূমিকা না করিয়াই বলিয়া উঠিল, "স্তর, আর্থার নির্দ্দোষ, একাজ তার দ্বারা হতেই পারে না।"

"বিলক্ষণ! বিলক্ষণ! চ্যানিং পরিবারকে তোমার চাইতে আমি কিছু কম চিনি না মিষ্টার রোল্যাণ্ড; আমি জানি আর্থারের দ্বারা একাজ কখনো ঘটেনি। যদিও......" বলিয়া হঠাৎ মিষ্টার গ্যালওয়ে কথার মাঝখানে কেন যেন থামিয়া গেলেন।

ততক্ষণে সকলে আসন গ্রহণ করিয়াছিল, মিষ্টার গ্যালওয়ে ইসারায় আর্থারকে ডাকিয়া নিজের খাসকামরায় লইয়া গেলেন। তারপর দরজাটা ভিতর হইতে বন্ধ করিয়া—পূর্ণ দৃষ্টিতে আর্থারের চোখের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "আর্থার, আমি শুধু তোমায় একটি প্রশ্ন করব। তার জবাব দেবার আগে তুমি সর্ব্বদা মনে রাখবে যে ঈশ্বরের সামনে তুমি সেকথা বলছ। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, তুমি খাঁটি, না দোষী?"

আবার হামিশের জন্য আশঙ্কা! আবার সেই ইতস্ততঃ ভাব!! 'হ্যাঁ' 'না' কোন কথাই চট্ করিয়া আর্থারের মুখ হইতে বাহির হইল না, সে মাথা হেঁট্ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। দেখিয়া মিষ্টার গ্যালওয়ে কঠিন হইয়া উঠিলেন, করিলেন, "কি আর্থার, তবে তোমার কোন জবাব নেই?"

এতক্ষণে ক্ষীণকণ্ঠে জবাব আসিল, "আমি নির্দ্দোষ।"

সন্ধ্যার পর সময় করিয়া মিঃ গ্যালওয়ে মিষ্টার চ্যানিংয়ের বাড়ীর দিকে চলিলেন। সংশয়ের বিষে জ্বলিয়া পুড়িয়া মিষ্টার চ্যানিং কোন মতে তাঁর

সোফার উপর পড়িয়া ছিলেন, বন্ধু গ্যালওয়ে আসিতেই একেবারে সোজা হইয়া বসিলেন। প্রথমে কথা আরম্ভ করিলেন কিন্তু গ্যালওয়ে, বলিলেন, "আর্থারের বিরুদ্ধে এ মামলা আনায় আমার এতটুকু হাত নেই মিষ্টার চ্যানিং। আমি একটু সহরের বাইরে গিয়েছিলাম, আমার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে ডিটেকটিভ বাটারবি এ কাজটি করেছে। কিন্তু কালই আমি তাকে বুঝিয়ে দেব যে এবিষয়ে আমার ক্ষমতা তার চাইতে ঢের ঢের বেশী—মামলা আমি কালই উঠিয়ে নেব।"

মিষ্টার চ্যানিং একটুকু কাল চোখ বুজিয়া রহিলেন, তারপর কহিলেন, "কিন্তু আপনার সত্যিকার বিশ্বাস কি মিষ্টার গ্যালওয়ে? আর্থার বাস্তবিকই খাঁটি তো?"

"সত্যিকার বিশ্বাস?" মিষ্টার গ্যালওয়ে তাঁর গলার খাটো করিয়া আনিলেন। তারপর কহিলেন, "আপনাকে বলতে দোষ নেই, আমার সত্যিকার ধারণা আর্থার দোষী। আমি এ নোট চুরির ব্যাপারটা পুলিশের হাতে দিতে চাইলাম, ভয়ে সে একেবারে আঁৎকে উঠল। আমার সেটা খুবই আশ্চর্য্য লেগেছিল, কিন্তু সন্দেহ হয়নি। কিন্তু আজ আমি যখন তাকে নির্জ্জনে নিয়ে গিয়ে বললাম, 'আর্থার, ভগবানের কাছে তুমি যেমন অকপটে কথা বল, সেইভাবে আমায় একবার বলতো তুমি দোষী কি নির্দ্দোষ!' আর্থার বুক ঠুকে বল্‌তে পারলে না মিষ্টার চ্যানিং যে সে নির্দ্দোষ। অপরাধের স্পষ্ট ছাপ যেন তার মুখে আমি আঁকা দেখলাম।"

মিষ্টার চ্যানিংয়ের মুখের উপর কেউ সজোরে চাবুক মারিলেও এর চাইতে বেশী ব্যথা বোধহয় তিনি পাইতেন না। সোফার উপর তিনি যেন ঢলিয়া পড়িলেন।

আর্থারের ভীষণ পরীক্ষা আরম্ভ হইল।

জগতের চোখে সে আজ শুধু ঘৃণ্য চোর, কিন্তু উপায় নাই, এ অপবাদ হইবে ; নতুবা সংসার যে তাদের রসাতলে যায়। ব্যথার ব্যথী আর্থারের মাত্র দুইজন—কন্‌স্ট্যান্স আর রোল্যাণ্ড ইয়র্ক। ভাইয়ের দুঃখে কন্‌স্ট্যান্সের মন করুণায় গলিয়া পড়ে, তার উদার চরিত্রের প্রতি সম্ভ্রমে মাথা তার আপনি নুইয়া আসে। আর রোল্যাণ্ড ইয়র্ক তো আস্তিন গুটাইয়া আছে, আর্থারের বিরুদ্ধে টুঁ শব্দটি শুনিলেই হইল—"আর্থারকে সন্দেহ? এক কুড়ি পাউণ্ড নোটের জন্য? নেহাৎ আমি আপিসে ছিলাম না বলে, নইলে এরা তো দেখছি আমায়ও সন্দেহ করতে ছাড়ত না।"

মিষ্টার গ্যালওয়ে অবশ্য তাঁর কথামত পরদিনই আর্থারের নাম হইতে চুরির মামলা তুলিয়া লইলেন, কিন্তু এই মামলা তুলিয়া নেওয়াটা কেহই আর্থারের নির্দ্দোষিতার প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিল না ; সবাই ভাবিল, গ্যালওয়ে মিষ্টার চ্যানিংএর বন্ধু, নিতান্ত দয়া করিয়াই তিনি একাজটি করিয়াছেন।

আর্থারের এখন প্রধান চিন্তা হইল, মিষ্টার গ্যালওয়ের অনুমতি না লইয়া এই অবস্থায় তার পক্ষে এটর্নী আপিসের কাজে যোগ দেওয়াটা উচিত হইবে কি না। রোল্যাণ্ড ইয়র্ককে কথাটা জিজ্ঞাসা করিতে সে অবশ্য তার বাঁ হাতের তেলোর উপর ডান হাতের গোটা তিনেক ঘুঁষি মারিয়া কহিল, "হবে হবে, নিশ্চয় হবে, একশো বার হবে।" কিন্তু আর্থার ঠিক অতটা নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না, এবং অনিশ্চিত মন লইয়াই সেদিন এক পা দু'পা করিয়া ধীরে ধীরে আপিসের পথে হাঁটা দিল। দূর হইতেই গ্যালওয়ে তাকে আসিতে দেখিয়াছিলেন, সে আপিসে আসিয়া ঢুকিতেই তিনি পাশের নির্জ্জন ঘরটিতে তাহাকে ডাকিয়া নিয়া কহিলেন, "আর্থার, তোমার নামের মকর্দ্দমাটা আমি উঠিয়ে নিয়েছি বটে কিন্তু আসলে আমার কি বিশ্বাস জান? বিশ্বাস, তুমি বাস্তবিকই দোষী।"

"আপনি যা করছেন চিরকাল তা আমার মনে থাক্‌বে। এখন আপনার কি ইচ্ছা যে আমি আপনার কাজে আর যোগ না দিই?"

"নোট চুরির বিষযে তোমার স্বপক্ষে যদি তোমার কিছু বলবার না থাকে, তবে তাই-ই। এ অবস্থায় তোমাকে থাকতে দিলে সেটা রোল্যাণ্ড আর জেঙ্কিন্সেব উপর অন্যায় করা হবে।"

কিন্তু স্বপক্ষে আর কিছু বলা তখন আর্থারেব সাধ্যাতীত। কাজেই গ্যালওয়ে সাহেবকে নীরবে অভিবাদন করিয়া সে ধীবে ধীবে আপিস হইতে বাহিব হইয়া আসিল। অবশ্য ব্যাপাবটা এত সহজেই নিষ্পন্ন হইল না। বোল্যাণ্ড ইয়র্ক খবর পাইয়া দারুণ চেঁচামেচি ও লাফালাফি সুরু কবিয়া দিল, এবং উচ্চকণ্ঠে বারবার জানাইতে লাগিল যে সেও বিদায় হইবে, এরূপ মারাত্মক আপিসে সে কোন মতেই চাকরী করিবে না। আজ আর্থারের উপর যে মিথ্যা অপবাদ পড়িল, কাল যে মিষ্টাব গ্যালওযে সেটা তার ঘাড়েই চাপাইবেন না একথা কে বলিবে? অবশেষে মিষ্টার গ্যালওয়েকে বাহিরে আসিয়া প্রচণ্ড ধমকে রোল্যাণ্ডকে থামাইতে হইল, নিজেব জায়গাটিতে ফিরিয়া গিয়া সে গুজ্‌ গুজ্‌ করিতে লাগিল।

তের ডীন মশাই

এটর্নী আপিসের চাকবী যাওয়ার পর আর্থারেব কিছু অসুবিধা অবশ্য হইয়াছিল, কিন্তু সে খুব বেশী নয়, কারণ সেখানে মাহিনা আর্থার বড় বেশী পাইত না, কাজ শেখাই ছিল তাব প্রধান উদ্দেশ্য। মাহিনা তার চাইতে অনেক বেশী সে পাইত গীর্জ্জার চাকরীটিতে। কিন্তু এখন বুঝি ভগবান বিরূপ হইয়া বসিবেন! সেদিন কাজে যোগ দিতে গিয়া সে শুনিল, গীর্জ্জার কর্ত্তা ডীন মশাই নাকি বলিয়াছেন, আর্থারের বিরুদ্ধে যে গুরুতর অভিযোগ তাতে তাকে আর এখানে রাখা সম্ভব নয়। কথাটা শুনিয়া আর্থাবের তো মাথা ঘুরিয়া গেল।

এই রকমই একটা আশঙ্কা সে যে মনে মনে না করিতেছিল তা নয়, কেননা, হেলষ্টনলির ডীন মশাই অতি কড়া লোক। আজ এ চাকরীটি খোয়ালে তাকে নিতান্তই পথে বসিতে হইবে।

একখানা চমৎকার সাজান গোছান ঘরে টেবিলের উপর সামনের দিকে ঝুঁকিয়া ডীন মশাই কি একটা কাগজ দেখিতেছিলেন, ধীরে অতি ধীরে, আর্থার আসিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইল। ভয়ে তখন বুকখানা তার দুরু দুরু করিতেছে, হাত পা কাঁপিতেছে।

প্রত্যভিবাদন করিয়া ডীন মশাই জিজ্ঞাসুনেত্রে আর্থারের দিকে তাকাইলেন।

সাহসে বুক বাঁধিয়া আর্থার কহিল, "স্যর, এই অসময়ে বিরক্ত করতে হল বলে আমি বড়ই দুঃখিত, কিন্তু আজ আমি একটা কথা শুনেছি, যা শুনে অবধি আমি আর কিছুতেই স্থির থাকতে পারছি না। শুনলাম, গীর্জ্জার কাজে আমায় বহাল রাখতে আপনার নাকি আপত্তি আছে। কথাটা কি সত্যি স্যর?"

"হুঁ। এতবড় একটা গুরুতর অভিযোগ যার বিরুদ্ধে, গীর্জ্জার মত জায়গায় তাকে কি করে রাখা যেতে পারে?"

"কিন্তু স্যর, সে অভিযোগ যদি ভিত্তিহীন হয়?"

"ভিত্তিহীন কি সত্যি তা কি করে জানছি? বিচারের আদালতে তুমি যে ভাব দেখিয়েছ, তাতে কারোই মনে হবে না যে অভিযোগ ভিত্তিহীন।"

অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে এইবার আর্থার ডীনের দিকে তাকাইল। তারপর গাঢ়-স্বরে কহিল, "স্যর, একদিন ঈশ্বরের কাছে আমার কাজকর্ম্মের জবাবদিহি দেবার ডাক পড়্‌বে; সেদিন আমি যেমন অকপট সরল ভাবে তাঁর কাছে সব কথা বলব, ঠিক তেমনি ভাবেই আপনাকে আজ বলছি যে মিষ্টার গ্যালওয়ের এ টাকা আমি স্পর্শও করিনি। তাঁর মুখে শোনার আগে আমি ঘুণাক্ষরেও জানতাম না যে টাকাটা খোয়া গেছে। আমায় বিশ্বাস করুন..."—বলিতে বলিতে আর্থারের মুখে এমনি এক অপূর্ব্ব সত্যের আলো ঝল্‌মল্ করিয়া উঠিল, যে ডীন মশাই বিস্মিত নেত্রে সেইদিকে তাকাইলেন। তাঁর মনে হইল, পৃথিবীতে

যদি কারো মুখ হইতে সত্য কথা বাহির হইয়া থাকে, তবে তাহা হইতেছে আজ এই যুবকটির মুখ হইতে। একটুকাল মৌন থাকিয়া কহিলেন, "আমার মনে হচ্ছে গোটা ব্যাপারটাতেই কেমন একটা রহস্য জড়ানো আছে।"

ব্যাকুল কণ্ঠে আর্থার আবার বলিয়া উঠিল, "আছে, হয়তো বা রহস্য আছে, কিন্তু আমায় একটা অনুগ্রহ করবেন কি স্যর?"

"কি?"

"আমি যে এমন করে আপনার কাছে আমার নির্দ্দোষিতার কথা বললাম, এটা বাইরে কোথাও প্রকাশ করবেন না।"

ডীন অবাক হইয়া গেলেন, "কেন? তুমি নির্দ্দোষ একথা বাইরে সবার কাছে প্রকাশ করাই তো উচিত।"

"না স্যর, কারণ আছে—গুরুতর কারণ আছে। দোহাই আপনার, আমার এ অনুরোধটি রাখবেন।"

মিনিট দুই কাল ডীন মশাই অন্যমনস্কভাবে জানলা দিয়া বাহিরের দিকে তাকাইয়া কি ভাবিলেন, শেষে কহিলেন, "আচ্ছা যাও, আমি কাউকে বলব না। আর দেখ, তোমার কথা আমি সত্যি বলেই মেনে নিলাম। চাকরী তোমার যাবে না, সে ভাবনা আর তুমি কোর না।"

যথার্থ ভক্তিভরে আজ আর্থার হেলষ্টনলির এই কড়া মেজাজের ডীনটিকে নমস্কার করিয়া বাহির হইয়া আসিল। বাহির হইতে হইতে সে বার বার বলিতে লাগিল, "ভগবান্ তুমি আছ, তোমার দয়া অসীম।"

ঠিক সেই সময়টাতেই আর্থারকে উপলক্ষ্য করিয়া লেডি অগাষ্টার বাড়ীতে বেশ একটু কাণ্ড ঘটিয়া গেল।

গ্যালওয়ে সাহেব আর্থারকে তাঁর আপিস হইতে বিদায় করিবার পর একদিকে যেমন বোল্যাণ্ডের মেজাজ ক্রমশঃই খারাপ হইতেছিল, অপরদিকে তার মা লেডি অগাষ্টার মন ঠিক ততখানিই প্রসন্ন হইয়া উঠিল। এ ক'দিন তাঁর মনে একটা দারুণ উৎকণ্ঠা ছিল—আর্থার যে চরিত্রের ছেলে, তাতে তার সহিত একত্র কাজ করায় বোল্যাণ্ড উচ্ছন্নও বা জাহান্নমে যায়। মিষ্টার

গ্যালওয়ের অনুগ্রহে এখন অবশ্য সে সম্ভাবনা আর নাই, কিন্তু আর একটা নূতন কথা তাঁর মনে আসিতেই তিনি সেদিন রোল্যাণ্ডের ঘরে আসিয়া কহিলেন, "তাই তো রোল্যাণ্ড, মেয়েদের লেখাপড়া শেখাবার কি বন্দোবস্ত এবার করা যাবে, তাই ভাব্ছি।"

একটু আশ্চর্য্য হইয়া রোল্যাণ্ড কহিল, "কেন, কন্‌স্ট্যান্স চ্যানিং আজকাল পড়াতে আসে না ?"

"সে তো আসছেই, কিন্তু আমার আর তাকে রাখ্বার বড় ইচ্ছে নেই। যার ভাই অমন কুকাজ করতে পারে, তার ওপর শিক্ষার ভার কি করে দেওয়া চলে ?"

বারুদে আগুন পড়িল। কিন্তু রোল্যাণ্ডের অসম্ভব ধৈর্য্য বলিতে হইবে, সে কেবলমাত্র একটু ব্যাঙ্গের সহিত বলিল, "ঠিক কথা, অমন সোনার টুকরো তোমার ছেলে-মেয়েরা, চ্যানিং পরিবারের ছোঁয়াচ্ লেগে তাদের মাটি হবার কথাই তো! কিন্তু একটা কথা তুমি ভেবে দেখনি, কন্‌স্ট্যান্সকে ছাড়ালে উইলিয়ম মনে মনে কি ভাববে ?" পাঠক-পাঠিকার স্মরণ থাকিতে পারে, রেভারেণ্ড্ মিষ্টার উইলিয়ম্ ইয়র্ক রোল্যাণ্ড ইয়র্কদেরই আত্মীয়।

লেডি অগাষ্টা হাসিলেন, কহিলেন, "তুমি দেখছি অনেক খবরই রাখ না! উইলিয়ম্ যে তাদের সঙ্গে সব সম্পর্কই চুকিয়ে ফেলেছে—কন্‌স্ট্যান্সের সঙ্গে তার বিয়ে তো হবে না!"

"কি, কি, কি ?" বলিয়া রোল্যাণ্ড চেয়ার ছাড়িয়া লাফাইয়া উঠিল, তার চোখ দুটি তখন জ্বলিতেছে। জীবনে বোধহয় অতখানি আর কখনো সে রাগে নাই। "আচ্ছা, আমি দেখে নিচ্ছি উইলিয়মকে।" বলিয়া তাড়াতাড়ি হ্যাট্‌টিকে কোন মতে মাথার উপর ফেলিয়া মূর্ত্তিমান ঝড়ের মত রোল্যাণ্ড্ ইয়র্ক বাড়ীর বাহির হইয়া গেল।

চৌদ্দ

আবেদন-বিভ্রাট

হেড্‌মাষ্টার মহাশয় কথা দিয়াছেন, পন্টের পর লেডি অগাষ্টার দ্বিতীয় পুত্র জেবাও্‌ইয়র্ককে স্কুলের সিনিয়র করা হইবে—এইরূপ একটা গুজব শুনিয়া সাবা ইস্কুল কি রকম খাপ্পা হইয়া উঠিয়াছিল তাহা নিশ্চয়ই তোমরা ভোল নাই। কেচ্‌ বুড়োর দুর্গতির পব হইতেই ব্যাপাবটা লইয়া প্রায় প্রত্যহই ছাত্রদের মধ্যে যতই কানাঘুষা চলিতে লাগিল, ততই আলোচনাটা গুপ্ত ছাড়িয়া প্রকাশ্ত আন্দোলনে গিয়া পৌছিতে চলিল। কেউ বলিল, হেড্‌মাষ্টার মহাশয়কে এ সম্বন্ধে কিছু না কিছু বলা নিতান্তই প্রয়োজন, আবার কেউ বলিল, তা কেন, ব্যাপাবটি লইয়া বীতিমত ডীন মহাশয়ের কাছে দরবাব কবিতে হইবে। দববাব কবিতে তো হইবে কিন্তু কবে কে, কাব এতখানি বুকেব পাটা? শেষটায় অনেক সলা-পরামর্শেব পব ঠিক হইল, কাহাবও একা যাইয়া কাজ নাই, এবং ডীন মশাইকেও ইহাব ভিতব টানিয়া আনিবাব প্রয়োজন নাই। হেডমাষ্টাব মহাশয়েব কাছেই বুঝাইয়া সুঝাইয়া তাহাবা একখানি আর্জ্জি পেশ করিবে এবং সে আবেদনে অনুরোধ থাকিবে, যাহাতে তিনি ব্যাপারটিতে আগাগোড়া সুবিচাব করেন, কোন প্রকার পক্ষপাতিত্বেব কথা কাছে ঘেঁষিতে না দেন।

ছেলেদের প্রচণ্ড উৎসাহ। ক্লাশে বসিয়াই একটি ছেলে দিব্যি লম্বা চওড়া এক দরখাস্ত লিখিয়া ফেলিল। ইস্কুল ছুটি হইতে না হইতেই আব সবাই আসিয়া তাহাকে ঘিরিয়া ধরিল, "দেখি দেখি, কি রকম দরখাস্ত লিখলি?" ছেলেটি মাঝখানে দাঁড়াইয়া উচ্চস্বরে তার সে রচনা পড়িয়া শুনাইলে পর উঁচু ক্লাশের ছেলেরা রায় দিল, দরখাস্ত যা লেখা হইয়াছে তাহাতেই চলিবে, তবে হেডমাষ্টারের হাতে দিবার আগে উহার ভিতর যে দু'তিন ঝুড়ি ব্যাকরণের ভুল রহিয়াছে সেগুলি সংশোধন করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। যে ছেলেটি দরখাস্ত লিখিয়াছিল, সে কথা শুনিয়া চটিয়া অস্থির! "ব্যাকরণেব ভুল?

ব্যাকরণের তোমরা বোঝ কিহে? জান, গত পঞ্চাশ বছরের ভেতর এরকম আর একখানা দরখাস্ত ইংরেজী ভাষায় লেখা হয়নি। তোমাদের ভ্যাগ্যি ভাল যে ব্রিটিশ মিউজিয়ামের কেউ এখানে উপস্থিত নেই, থাকলে এ রচনা আর তোমাদের পেতে হোত না, সে নিয়ে গিয়ে মিউজিয়ামে জমা দিয়ে দিত, যাতে লোকে শিখ্‌তে পারে কাকে বলে ভাল রচনা।"

যাই হোক্, ব্যাকরণ বিভ্রাটের পালা বেশীদূর গড়াইল না, ভালয় ভালয় শেষ হইয়া গেল। এইবার দরখাস্ত খানাতে ছেলেদের সই চাই। উঁচু ক্লাশের সর্ব্বপ্রথম ছাত্র হইতে আরম্ভ করিয়া নীচের ক্লাশের সর্ব্বনিম্ন বালক পর পর সই করিয়া যাইবে, ইহাই হইতেছে রীতি। সেই হিসাবে সর্ব্বপ্রথম সই করিবার অধিকার গণ্টের, তারপর স্কুলের খাতায় যথাক্রমে নাম হইতেছে টম্ চ্যানিং, হ্যারি হাণ্টলি ও জেরাল্ড্ ইয়র্ক।

একটি অপেক্ষাকৃত বয়স্ক ছাত্র দরখাস্তখানা নিয়া গণ্টের সাম্‌নে ধরিতেই সে কহিল, "দূর পাগ্‌লা, আমি তো ইস্কুল ছেড়ে চলেই যাচ্ছি, আমি সই দিয়ে কি করব? আর সবাই সই করুক।"

ছেলেটি হ্যারি হাণ্টলির দিকে ফিরিয়া কহিল,—"গণ্ট সই করবে না বল্‌ছে; তুমি সই করছ তো হাণ্টলি?"

হাণ্টলি জবাব দিল, "গণ্টের পর তো আমার সই করবার কথা নয়; আমার যখন পালা আস্‌বে আমি বল্‌ব, সই করব কি করব না।"

"তুমি কি বলছ?" বলিয়া ছেলেটি জেরাল্ড ইয়র্কের দিকে ফিরিল।

জেরাল্ড ইয়র্ক্ যে আর্জ্জিতে সই দিবে না তাহা অবশ্য সকলেই অনুমান করিয়া লইয়াছিল। আগাগোড়া সে বলিয়া আসিতেছে যে ব্যাপারটা ছেলেদের একটা পণ্ডশ্রম বই আর কিছুই হইতেছে না, কেন না হেডমাষ্টার মশাই তার মাকে কোন প্রতিশ্রুতিই দেন নাই, গুজবটি একেবারে তাহা মিথ্যা। ছেলেটির কথার জবাবে সে জানাইল যে আপাততঃ সই করিতে তাহার আদৌ ইচ্ছা নাই।

আগ্রহ করিয়া যে এতক্ষণ সকলের সই সংগ্রহ করিতেছিল সে ছিল

জেরাল্ডেরই এক অতি অন্তরঙ্গ বন্ধু। জেরাল্ডের জবাব শুনিয়া সে বলিয়া উঠিল, "যাক্, তবে দেখা যাচ্ছে গণ্ট্ বা জেরাল্ড-ইয়র্ক দুজনার একজনও এতে সই করবে না। বাকী রইল শুধু হ্যারি হাণ্টলি। হাণ্টলি, তোমার মতামতটা তবে এবারে বলে ফেল।"

"আমি তো বলেইছি, আমার পালা যখন আসবে তখন মতামত দেব; আমার আগে টমের পালা। টম্ যদি সই করে, আমিও করব। কি হে টম্ চ্যানিং, তুমি সই করবে?"

"নিশ্চয়!" বলিয়া টম্ আগাইয়া আসিল। সঙ্গে সঙ্গে সেই ছাত্রমহলে একেবারে কুরুক্ষেত্র কাণ্ড উপস্থিত হইল। একদল ছেলে সমস্বরে চেঁচাইয়া উঠিল, "কখনই না, চোরের ভাইকে আমরা কিছুতেই সই করতে দেব না। টম্ চ্যানিং স্কুলে মুখ দেখায় কোন লজ্জায়, এখনো যে সে স্কুল থেকে নাম কাটিয়ে নেয়নি এই আশ্চর্য্য!"

টম্ একেবারে পাথরের মত স্থির হইয়া দাঁড়াইল, শরীরের সমস্ত রক্ত যেন তার একসঙ্গে মুখের পানে ছুটিয়া চলিল। আর্থারের বিচারের দিন হইতে আরম্ভ করিয়া তার বিরুদ্ধে সমস্ত স্কুলই যে একটা ষড়যন্ত্র পাকাইতেছে এ সংবাদ সে রাখিত; গণ্টের স্থলে কর্ত্তৃপক্ষ তাহাকে সিনিয়র করিলে গোটা স্কুলই যে প্রকাশ্যে বিরুদ্ধাচরণ করিবে বলিয়া শাসাইয়া বেড়াইতেছে, তাহাও তাহার কাণে আসিয়াছে। কিন্তু সমস্ত জানিয়া শুনিয়াও সে কথাটি বলে নাই, প্রাণপণ শক্তিতে নিজেকে শান্ত রাখিয়াছে। কিন্তু আজ প্রকাশ্যে সর্ব্বসমক্ষে এই নিদারুণ অপমান তার সহ্য সীমার বাহিরে। এই বুঝি তার প্রচণ্ড শক্তি লইয়া বিরুদ্ধদলের উপরে ঝাঁপাইয়া পড়ে!

দেখিতে দেখিতে সেইখানেই দুইটি দলের সৃষ্টি হইল; হাণ্টলি, বাইওয়াটার প্রভৃতি টমের স্বপক্ষে দাঁড়াইল এবং অপর দলের মধ্যে যাহার গলা অন্য সবাইকার কণ্ঠস্বরকে ছাপাইয়া উচ্চে উঠিল, সে হইতেছে জেরাল্ড ইয়র্ক্। বাইওয়াটার বলিতেছিল, না হয় হইলই যেন আর্থার দোষী, কিন্তু টমের তাহাতে কি আসিয়া গেল? সে নিজে খাঁটি কিনা তাহাই দেখ। কার বাপ-দাদা কবে

কি করিয়াছিল সে খোঁজে আমাদের কোন্ প্রয়োজন? এই যে জেরাল্ডদের বাড়ীর পাশে এতবড় ধনীটি বাস করিতেছেন, লোকে তো বলে তাঁর কাকা নাকি ভেড়া চুরির অপরাধে ফাঁসী গিয়াছিল। কিন্তু কই সেজন্য ভদ্রলোকটিকে তো কোন গ্লানি সহ্য করিতে হয় না।

উত্তরে জেরাল্ড বলিল, "নিজের আপিস থেকে কুড়ি পাউণ্ডের এক নোট চুরি করে পরে তাই আবার অস্বীকার করার চাইতে ভেড়া চুরি করে ফাঁসী যাওয়া ঢের ভাল মশাই। আমার দাদাও তো সেই আপিসেই চাকরী করে, ভাগ্যিস্ সে বাইরে ছিল, নইলে আর্থার যে সাংঘাতিক লোক, তাতে নিঃসন্দেহে সে দাদার ঘাড়েই সমস্ত দোষ চাপিয়ে দিত।"

রাগে তখন টমের হিতাহিত জ্ঞান লোপ পাইয়াছিল। মাথা ঝাঁকুনি দিয়া সে কহিল, "ফাঁকে পেলে তোমার দাদা ছাড়তো? চিনি তো তাকে ভাল করেই। তার সঙ্গে কর আর্থারের তুলনা? কিসে আর কিসে!"

"আমি প্রমাণ দিতে পারি, আর্থার চ্যানিং চোর", বলিয়া জেরাল্ড কয়েক পা আগাইয়া আসিল। টমের মুখ-চোখ দিয়া আগুনের ফুল্‌কি ছুটিতেছিল, সেও আগাইয়া গেল। দুজনে একেবারে মুখোমুখি, বুঝি বা এখনই প্রলয়-কাণ্ড ঘটিয়া যায়।

চার্লি এতক্ষণ বিবর্ণ মুখে এক কোন্‌টিতে দাঁড়াইয়া সমস্ত ব্যাপার লক্ষ্য করিতেছিল, কিন্তু জেরাল্ড যখন দৃপ্তকণ্ঠে আর্থারকে দোষী ঘোষণা করিয়া আগাইয়া আসিল তখন ভয়ে মুখ তার শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গেল। সে তাড়াতাড়ি জেরাল্ডের কাছে ছুটিয়া আসিয়া অপরে শুনিতে না পায় এমনি খাটো গলায় চুপিচুপি কহিল, "জেরাল্ড ভাই, তোমার পায়ে পড়ি, আর্থার সম্বন্ধে যদি তুমি কিছু জেনে থাক তবে বাইরে কারোও কাছে তা প্রকাশ কোরনা। দেখ, তোমার কথা আমি আজ পর্য্যন্ত গোপন রেখে এসেছি, কারুকে ঘুণাক্ষরেও জানতে দিইনি।"

চার্লির কথা শেষ হওয়ামাত্র জেরাল্ডের মুখে অপূর্ব্ব ভাবের পরিবর্ত্তন দেখা গেল। প্রথমটা মুখখানা তার ভয়ে একেবারে ছাই-এর মত ফ্যাকাসে

হইয়া গেল, কিন্তু সে শুধু মুহূর্তের জন্য। পরক্ষণেই ভয়ের ভাব কাটিয়া গেল এবং তাহার স্থলে ফুটিয়া উঠিল দুরন্ত ক্রোধের আভাস। শ্যেন পাখী যেমন ছোঁ মারিয়া তার শিকারকে উঠাইয়া লইয়া যায়, ঠিক তেমনি ভাবেই জেরাল্ড বজ্রমুষ্টিতে চার্লির হাত ধরিয়া হেঁচড়াইতে হেঁচড়াইতে তাকে গীর্জ্জার কোণে এক নির্জ্জন জায়গায় লইয়া আসিল। তারপর কহিল, "এইখানে গীর্জ্জার দিকে মুখ করে হাঁটু গেড়ে তোমায় আজ প্রতিজ্ঞা করতে হবে যে, যে কথা আজ তুমি আমায় বলেছ, জীবনে তা আর কখনো মুখে আনবে না।"

ভীরু চার্লি নির্ভীকভাবে জবাব দিল, "প্রতিজ্ঞা আমি কিছুতেই করব না, তা তুমি আমায় মারই আর কাটই। তবে এটাও ঠিক যে তোমার অপরাধের কথা আমিও কারো কাছে প্রকাশ করব না।"

"প্রতিজ্ঞা তোমায় করতেই হবে, নইলে... ..." হঠাৎ পাশে কাহার ছায়া পড়িল, জেরাল্ড ইয়র্ক চমকাইয়া দেখে, বাইওয়াটার। বাইওয়াটার একটু চোখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, "এই যে মিষ্টার জেরাল্ড, বলি কি হচ্ছে এখানে?"

"চার্লির পিঠের চামড়াটা একটু 'ট্যান্' করবার বন্দোবস্ত করছি। দেখ বাইওয়াটার, অভিধানে 'অনধিকার-চর্চ্চা' বলে যে একটা কথা আছে, সেটা যেন ভুলে যেও না ; গেলে কিন্তু দেখবে, কোন্‌দিন তোমার পিঠের চামড়াও আমায় ট্যান করে দিতে হবে।"

"স্বচ্ছন্দে, স্বচ্ছন্দে! তোমারও তো পিঠ বলে একটা জিনিষ আছে, এবং তার ওপর চামড়াও আছে। তাহলে আর ভাবনাটা কি?......কিন্তু ও কি, কিসের শব্দ?" বলিয়া বাইওয়াটার ফিরিয়া দাঁড়াইল।

বাইওয়াটার ঠিকই ধরিয়াছে। স্কুলের চত্বরে, যেখানে ছেলেরা মিলিয়া একটু আগেই হল্লা করিতেছিল, সেখান হইতে যেন একটা করুণ আর্ত্তনাদ বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছে।

তোমরা যদি মনে মনে ভাবিয়া থাক যে জেরাল্ড চার্লিকে লইয়া এদিকে চলিয়া আসার সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার ঝগড়ারও অবসান হইয়াছে তবে কিন্তু বড়ই ভুল করিয়াছ। জেরাল্ড সরিয়া যাইতে না যাইতেই তার শূন্য স্থান

অধিকার করিল তাহারই ছোট ভাই টড্‌। টডের ভ্রাতৃপ্রেম যে অসাধারণ তা অবশ্য নয়, অসাধারণ যা সে হইতেছে তার কলহ-প্রীতি। কাজেই দাদা আসর হইতে সরিয়া পড়িতেই সে টমের সামনে আসিয়া কহিল, "দেখ টম্‌, অভিভাবকরা যখন আমাদের ইস্কুলে ভর্ত্তি করে দেন তখন তাঁরা ভেবেছিলেন এখানে ভদ্র-পরিবারের ছেলেদের সঙ্গেই আমাদের মেলামেশা হবে, চোর চোট্টাদের ভাইও যে আমাদের সঙ্গে সমানে মিশ্‌বে এটা তাঁরা স্বপ্নেও ভাবেন নি।"

টডের বক্তৃতা শেষ হইবার পূর্ব্বেই পিছন হইতে কার একখানা বলিষ্ঠ হাত তার ঘাড় ধরিয়া তাহাকে একেবারে শূন্যে তুলিয়া ধরিল এবং পরক্ষণেই বিপুল বলে আবার মাটিতে আছ্‌ড়াইয়া ফেলিল। ফিরিয়া টড দেখে, তাহারই বড় ভাই রোল্যাণ্ড ইয়র্ক, দুটি চোখ তার হিংস্র সিংহের মত জ্বলিতেছে।

বাস্তবিকই হিংস্র সিংহের সহিত রোল্যাণ্ডের তখন কিছুমাত্র পার্থক্য ছিল না। আর্থারের অপরাধের জন্য রেভারেণ্ড মিষ্টার ইয়র্ক কন্‌স্ট্যান্সের সহিত তাঁর সমস্ত সম্পর্ক চুকাইয়া ফেলিয়াছেন, একটু আগেই মার মুখে এই সংবাদ শুনিয়া রাগে সে অস্থির হইয়া গিয়াছিল। সে চলিয়াছিল মিষ্টার ইয়র্কেরই বাড়ীর দিকে। পথে চলিতে চলিতে নিজের ভাইদের এই বিসদৃশ ব্যবহার দেখিয়া সে একেবারে পাগল হইয়া গিয়াছে।

শ্রাবণের বারি-ধারার মত টডের চোখে মুখে কপালে অনবরত চড়-চাপড় পড়িতে লাগিল, যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া সে পরিত্রাহি চীৎকার শুরু করিল, কিন্তু রোল্যাণ্ডের সেদিকে যেন দৃকপাতই নাই, সে কেবল বলিতেছে, "হতভাগা ছেলে, আর্থারের বিরুদ্ধে কথা বলা, এতখানি সাহস তোমার?"

এতক্ষণে জেরাল্ড, চার্লি, বাইওয়াটার উপস্থিত হইয়াছে। জেরাল্ডের দিকে নজর পড়িতেই আর্থার টড্‌কে ছাড়িয়া দিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আর্থারকে তুমি চোর বলে অপবাদ দিয়েছ, জেরাল্ড?"

ভ্রূ কুঁচকাইয়া জেরাল্ড উদ্ধতভাবে জবাব দিল, "যদি দিয়েই থাকি কি হবে?"

"তা হলে বল্‌ব, তুমি মিথ্যেবাদী, তুমি শয়তান, তুমি কুকুর। আর

তোমাদেরও বলছি," বলিয়া রোল্যাণ্ড ছেলেদের দিকে ফিরিয়া কহিল, "তোমরা যদি এই কুকুরের কথায় বিশ্বাস কর, বুঝব তোমরাও কেউ মানুষ নও, সব কুকুর।"

সে বিদায় হইতেছিল, হঠাৎ চার্লি তার সামনে গিয়া কহিল, "মিষ্টার রোল্যাণ্ড, আর্থারের জন্য আপনি যা করলেন সেজন্য আপনাকে শত সহস্র ধন্যবাদ।"

এই প্রশংসায় রোল্যাণ্ড আপ্যায়িত তো হইলই না, বরং একেবারে অগ্নি-শর্ম্মা হইয়া উঠিল, "ঐ তোমাদের এক কথা চার্লি, শুনে কান ঝালাপালা হয়ে যায়। একটা নির্দ্দোষ লোককে সবাই খামাখা নির্য্যাতন করছে, তার যদি একটু প্রতিবাদ করতে গেলাম, অমনি সবাই শুরু করলে, 'আহা তোমার কি দয়া গো, কি কচি প্রাণ!' লোকটা যে এদিকে মি'ছমিছি কষ্টভোগ করছে সেদিকে কারু ভ্রূক্ষেপই নেই।" বলিয়া রাগে গজ্ গজ্ করিতে করিতে রোল্যাণ্ড সোজা রাস্তা দিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

পনের মিষ্টার হাণ্টলি

মিষ্টার চ্যানিংয়ের চেঞ্জে যাওয়ার তারিখ পূর্ব্বে হইতেই ঠিক হইয়াছিল। ক্রমে সেদিন আসিয়া পড়িল। বাড়ীর ছেলে বুড়ো সকলের নিকটই মিষ্টার চ্যানিং বিদায় লইলেন বটে, কিন্তু একটি প্রাণী বাদ পড়িল—সে আর্থার। দেখিয়া চোখের জলে আর্থারের দৃষ্টি ঝাপ্‌সা হইয়া আসিল। একি অবস্থাতেই তাহাকে ফেলিল ভগবান্! এ অবহেলা, অনাদর তার যে অসহ্য! আর্থার আর পারে না; এক একবার তার ইচ্ছা করে ছুটিয়া গিয়া সে জানায় যে আর সবার মত সেও নিষ্কলুষ, পিতামাতার স্নেহে তারও পূর্ণ দাবী আছে। ধন্য বলিতে হইবে হামিশকে। তারই জন্য সে কুকুরের মত লাথি ঝাঁটা খাইয়া দ্বারে দ্বারে ফিরিতেছে, অথচ একটু করুণাও কি তার মনে একেবারের জন্যও আসে না যে

তাহাকে কাছে আনিয়া দুটি সান্ত্বনার বাক্য বলে, অন্ততঃ তাহার নিকট নিজের অপরাধটা স্বীকার করে!

জার্ম্মানীতে পৌঁছিয়া মিষ্টার চ্যানিংয়ের স্বাস্থ্যের অতি দ্রুত উন্নতি দেখা গেল, এমন কি এতদিন যাহা তিনি কল্পনায়ও আনিতে পারেন নাই তাহাও তাঁহার দ্বারা সম্ভব হইয়া উঠিল—তিনি হাঁটিবার ক্ষমতা পর্য্যন্ত ফিরিয়া পাইলেন। বিদেশ বিভূঁয়ে সবচেয়ে আনন্দদায়ক ব্যাপার হইতেছে পরিচিত লোক জনের সহিত সাক্ষাৎ। ভগবান এবিষয়েও তাঁর প্রতি কৃপা করিলেন, জার্ম্মানী যাইতে পথেই তাঁর সাক্ষাৎ মিলিল মিষ্টার হাণ্টলির। হেলষ্টন্লি স্কুলের অন্যতম সিনিয়র হ্যারি হাণ্টলির পরিচয় পাঠক-পাঠিকারা পাইয়াছে, মিষ্টার হাণ্টলি তাহারই পিতা। ভদ্রলোকের টাকা পয়সাও ছিল যেমন অগাধ, মনটাও ছিল তেমনি সমুদ্রের মত উদার। চ্যানিং পরিবারের সহিত তাঁর ঘনিষ্ঠতাও ছিল খুব। শুধু যে মিষ্টার চ্যানিংয়ের শিবতুল্য চরিত্রই ইহার একমাত্র কারণ তা নয়, ভিতরে একটু লুকান ইতিহাসও ছিল। কিছুদিন হইতে মিষ্টার হাণ্টলি লক্ষ্য করিতেছিলেন, এলেনের সহিত হামিশ চ্যানিংয়ের ঘনিষ্ঠতা যেন দিন দিনই বাড়িয়া চলিয়াছে। তা তাতে তিনি খুসী বই অখুসী হন নাই; স্বভাবে চরিত্রে বিদ্যায় বুদ্ধিতে কুলে মানে হামিশ চ্যানিংয়ের মত বর এলেনের যে সারা হেলষ্টন্লি সহর উজাড় করিয়া ফেলিলেও আর একটি মিলিবে না, মিষ্টার হাণ্টলি তা বিশেষ ভাবেই জানিতেন। হামিশের অভাব মাত্র একটি বস্তুর—টাকার। কিন্তু সেজন্য ভাবনার কিছু নাই, কেননা মিষ্টার হাণ্টলির মাত্র দুইটি সন্তান—এলেন এবং হ্যারি। এলেনই বড়, হ্যারি বছর তিনেকের ছোট। মিষ্টার হাণ্টলি বিপত্নীক, তাঁর নিজেরই যা পয়সা কড়ি আছে তাহাতে তাঁর ছেলে-মেয়ের অন্ততঃ ভাবনা করার কোন কারণই নাই। কাজেই হামিশ ও এলেনের মধ্যে ভালবাসা দেখিয়া তিনি খুসীই হইয়াছিলেন।

মিষ্টার হাণ্টলির মনোগত ইচ্ছাটি যে হামিশের সহিত নিজের মেয়ের

বিবাহ দেওয়া, সে খবরটি কিন্তু তখন পর্য্যন্ত তিনি মিষ্টার চ্যানিংয়ের নিকট ভাঙেন নাই। তবে সামান্য কিছু আভাস দিয়াছিলেন।

মিষ্টার হাণ্টলি কিন্তু বেশীদিন বিদেশে থাকিতে পারিলেন না, শীঘ্রই কাজের তাড়ায় তাঁকে আবার ইংল্যাণ্ডের দিকে ফিরিতে হইল।

সন্ধ্যা তখন ঘোর হইয়াছে, হেলষ্টনলির রাস্তাও অন্ধকার হইয়া আসিতেছে। মিষ্টার হাণ্টলি কিছুক্ষণ হইল সহরে আসিয়া পৌঁছাইয়াছেন, এখনও অধিকাংশ লোকই তাঁর আসার খবর জানিতে পারে নাই। রাস্তা দিয়া তিনি চলিতেছিলেন, হঠাৎ অপর একটি লোকের সহিত তাঁহার একেবারে ঠোকাঠুকি হইয়া গেল। সে লোকটি আসিতেছিল বিপরীত দিক হইতে, তার দৃষ্টি ছিল নীচের দিকে। চোখ মুখ অসম্ভব রকম লাল এবং নাক দিয়া ঘন ঘন নিঃশ্বাস বহিতেছিল। মিষ্টার হাণ্টলি তাহার দিকে তাকাইতেই সাশ্চর্য্যে বলিয়া উঠিলেন, "একি, আর্থার?"

একটি অপিসে কেরাণীগিরির চাকরী খালি আছে এই রকম একটা সংবাদ পাইয়া আর্থার গিয়াছিল সেই আপিসের কর্ত্তার সহিত দেখা করিতে; কর্ত্তা তার মুখের উপরই যে জবাব দিয়াছেন, চোখের চামড়া বলিয়া পদার্থটা থাকিলে মানুষ সে কথা বলিতে পারে না। তাঁর সে বিদ্রূপের বিষ-মাখানো চাবুক খাইয়া দিশাহারা আর্থার মাতালের মত টলিতে টলিতে বাহির হইয়া আসিতেছিল, টাল সামলাইতে না পারিয়া একেবারে মিষ্টার হাণ্টলির গায়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছে।

আর্থারের মাথার উপর যে কলঙ্কের খাঁড়া ঝুলিতেছে, মিষ্টার হাণ্টলি জার্ম্মানীতে থাকিতেই মিষ্টার চ্যানিংএর মুখে তা শুনিয়াছিলেন, কিন্তু কথাটা তিনি আগেই বিশ্বাস করিতে পারেন নাই, মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলেন। আজ রাস্তায় আর্থারকে এই অবস্থায় দেখিয়া পরম স্নেহের সহিত তার পিঠে নিজের ডান হাতখানা রাখিয়া তিনি কহিলেন, "আর্থার, তোমায় কি কেউ কোথও অপমান করেছে?"

"অপমান? না মিষ্টার হাণ্ট্লি, এ আজকাল আমার নিত্যকার পাওনা, গা সওয়া হয়ে গেছে। আমি তো আর মানুষ নই, আমি যে চোর, মিষ্টার হাণ্টলি!" বলিতে বলিতে কান্নায় আর্থারের গলা ভাঙ্গিয়া আসিল, যে চোখের জল এতদিন সে দুনিয়ার নিকট লুকাইয়া রাখিয়াছিল, আজ আর তা বাঁধন মানিল না, দুই গালি ছাপাইয়া হু হু করিয়া পড়িল।

করুণায় মিষ্টার হাণ্টলির হৃদয় ভাঙ্গিয়া আসিল। তিনি কহিলেন, "কিন্তু তুমি ত নিরপরাধ, আর্থার।"

এই এক ফোঁটা সহানুভূতিতে আর্থার একেবারে গলিয়া পড়িল, হামিশের কথা সে ভুলিয়া গিয়া বলিয়া উঠিল, "পরমেশ্বর জানেন মিষ্টার হাণ্টলি, আমি নিরপরাধ।"

"তবে? তবে কেন তুমি এ অকথ্য অত্যাচার মুখ বুজে সইবে? সহরে কি এমন একজন লোকও নেই যে তোমার পক্ষ নিয়ে এ অন্যায়ের বিরুদ্ধ দাঁড়ায়? আচ্ছা সে ভার আমিই নিলাম। আমি ফিরে ব্যাপারটা খুঁটে খুঁটে তদন্ত করাব এবং শেষ পর্য্যন্ত দেখিয়ে দেব, যা অন্যায় যা নোংরা, মিষ্টার চ্যানিংয়ের ছেলে কখনো সেকাজ করতে পারে না।"

এতক্ষণে যেন আর্থারের চমক ভাঙ্গিল। তাড়াতাড়ি ব্যাকুল কণ্ঠে সে কহিয়া উঠিল, "দোহাই মিষ্টার হাণ্টলি, ওসব আপনি কিছু করবেন না!"

মিষ্টার হাণ্টলি যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হইলেন—"কেন?"

"দুঃখ আমাদের তাকে একটুও কমবে না; বরঞ্চ হাজার গুণ বেড়ে যাবে।"

ভ্রূ কুঁচকাইয়া মিষ্টার হাণ্টলি একটুকাল মাটির দিকে তাকাইয়া রহিলেন। বুঝিলেন, ব্যাপারটিকে আগাগোড়া তিনি যতখানি সহজ ভাবিয়া আসিয়াছিলেন আসলে ইহা তা নয়; কোন গভীরতর রহস্য এরই ভিতর লুকাইয়া আছে। যতখানি গভীরই হউক না কেন, ভেদ তিনি করিবেনই। প্রকাশ্যে কিন্তু সেসব কথা আর্থারকে কিছুই কহিলেন না, সাংসারিক বিষয় সংক্রান্ত দু'চারটি কথা কহিয়া তিনি বিদায় লইলেন।

পথেই পড়ে স্কুল। ঠিক সেই সময়েই যদি তোমরা উঁচু হইতে জায়গাটার

একটা দৃশ্য লইতে পারিতে তবে দেখিতে, স্কুল তখন ছুটি হইয়া গিয়াছে এবং চত্বরের একপাশে অধিকাংশ ছাত্ররা কি একটা ব্যাপার নিয়া দারুণ উত্তেজিত ভাবে জটলা পাকাইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও তোমাদের চোখ এড়াইত না যে চত্বরের আব একদিকে সমস্ত দল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দুইটি ছেলে নিবিবিলিতে কি সব কথাবার্ত্তা কহিতেছিল। আর একটু ভাল করিয়া তাকাইলে তোমরা তাদের দিব্যি চিনিতেও পারিতে—তাহারা হইতেছে বাইওয়াটার এবং চার্লি চ্যানিং।

আলাপ-পরিচয়টা কিন্তু তাদেব মোটেই মধুর হইতেছিল না, বাইওয়াটাব বলিতেছিল, "চার্লি হে, বলি ভাগ্যের দিকে চাও তো ব্যাপাবটা খুলে আমায় সব বল। না-ই যদি তুমি কিছু জান্‌বে তবে জেরাল্ড ইয়র্ক তোমায় অমন চোখ রাঙ্গাচ্ছিল কেন চাঁদ?"

"তুমি জ্বালালে বাইওয়াটার, জ্বালালে। হাজারো বার বল্‌ছি সঠিক কোন খবরই আমি জানিনে, তবু তোমাব শুধু ঐ একই কথা। আব জানতামও যদি বা! ভেবেছ বুঝি অম্‌নি টুক করে তোমার কানে এসে তাই লাগাতাম? আমায় স্পাই পেয়েছ নাকি?"

এ কথার জবাবে বাইওয়াটার নিশ্চয়ই কডা রকমেব একটা কিছু বলিত, যদি না ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই তাহার সম্মুখে সশরীরে আসিয়া উপস্থিত হইতেন মিষ্টাব হাণ্টলি। কিন্তু সে ভদ্রলোকটিকে দেখিয়াই বাইওয়াটার একেবাবে যেন জল হইয়া গেল, রামায়ণের বানর বীরের মত সে এক প্রচণ্ড সিংহনাদ ছাড়িয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে সেই সিংহধ্বনি চত্বরের অপর প্রান্তে গিয়া পৌছিল এবং তার অব্যবহিতকাল পরেই ছাত্রেব দল জুটিয়া আসিয়া মিষ্টার হাণ্টলিব চাবিপাশে যে কাণ্ডটি একযোগে আরম্ভ কবিল, মনুষ্য জাতির ভাষায় তার শুধু একটি মাত্র নাম—নৃত্য।

ভদ্রলোক সেই সবে আসিয়াছেন, সহরেব খববাখবব তখনো ভালমত নেওয়া হয় নাই। অবাক হইয়া তিনি ভাবিতে লাগিলেন, ছেলেদেব আজ এ হইল কি, হঠাৎ একসঙ্গে সবাইকে এমন মারাত্মক নাচে পাইল কেন? কাবণটা অবশ্য

একটি ছাত্র তখনই ব্যক্ত করিয়া দিল, কহিল, "হেঁ হেঁ, আর কি, মিষ্টার হার্ণ্টলি এসে পড়েছেন, এখন আর পরোয়া করি কাকে? অন্যায় একটা করলেই হল?" কিন্তু যাঁর ভরসায় তাহারা হঠাৎ আজ এমন বেপরোয়া হইয়া গেছে, তিনি কিন্তু কথাটার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, প্রশ্ন করিলেন, "কিসের অন্যায় গো?"

ব্যাপারটা তখন আরও একটু পরিষ্কার করিয়া দিল অপর একজন ছাত্র, কহিল, "রীতিমত এ নিয়ে 'ফাইট' করতে হবে! চালাকি?"

"আরে, এতো ভাল মুস্কিলে পড়া গেল দেখছি! 'ফাইট' করতে হবে কি নিয়ে?"

"হ্যাঁ; বেশ করে বুঝিয়ে দিতে হবে যে সেদিন চলে গেছে, ও সব এখন আর খাটবে না।"

মিষ্টার হার্ণ্টলি বুঝিলেন, ছেলেদের কাছ হইতে আসল কথাটা জানিবার ভরসা একটু কমই; কহিলেন, "আচ্ছা, তোমরা তবে 'ফাইট' করার জন্য নিজেদের দাঁত-নখগুলো একটু শানিয়ে নাও, আমি এগোই।"

নিতান্তই তিনি চলিয়া যান দেখিয়া ছাত্ররা তখন গুছাইয়া ব্যাপারটা তাঁহার বোধগম্য করাইল। হেডমাষ্টার পাই নাকি লেডি অগাষ্টাকে একেবারে কথাই দিয়া দিয়াছেন যে তাঁহার পুত্র জেরাল্ড:কই এবার সিনিয়র করা হইবে। কী অন্যায় কথা! ইস্কুলের প্রমোশনেও কি শেষটায় পক্ষপাতিত্ব চলিবে নাকি? তাদের নিজেদের তো আর এসব ব্যাপারে কথা বলার উপায় নাই, কাজেই দরকার মিষ্টার হার্ণ্টলির। তাঁর ছেলে হ্যারির দাবী জেরাল্ডের উপরে, কাজেই এমন একটা অবিচার ঘটিলে তিনি কি আর তাঁর ছেলের তরফ হইতে উপরওয়ালাদের সঙ্গে বোঝাপড়া করিবেন না? নিশ্চয়ই করিবেন! এতদিন তিনি সহরে ছিলেন না, বিদেশে গিয়াছিলেন, কাজেই ছেলেরা ভারী দমিয়া গিয়াছিল। এখন তিনি ফিরিয়াছেন, এখন আর ভয় করে তারা কাহাকে?

সমস্ত কথা শুনিয়া মিষ্টার হার্ণ্টলি মুখ গম্ভীর করিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ বাস্ত-

বিকই এমন একটা কাণ্ড ঘটে থাকলে ফাইট তো আমায় করতেই হবে। কিন্তু তার আগে গোড়াতে জানা দরকার, হেডমাষ্টার মশাই লেডি অগাষ্টাকে এমন একটা কথা সত্যিই দিয়েছেন কিনা। আমার তো মনে হয় এমন কথা তিনি দিতেই পারেন না। তা সে যা হোক, তোমরা এখন একটু শান্ত হও, হেডমাষ্টার মশায়ের সঙ্গে আমি এ বিষয়ে আলাপ করবোখন।'

ছাত্রের দলকে শান্ত করিয়া মিষ্টার হাণ্টলি যেদিক পানে রওয়ানা হইলেন সেটা কিন্তু তাঁহার বা হেডমাষ্টার মশাই কাহারও বাড়ী নয়, সেটা হইতেছে হেলষ্টনলি সহরের থানা এবং যার কাছে তিনি গেলেন তিনি হইতেছেন রোলাণ্ডের সেই প্রিয়পাত্র, ডিটেকটিভ বাটারবি।

ষোল — এলেনের দুঃখ

সেদিন আর্থারের ভাবগতিক লক্ষ্য করিয়া মিষ্টার হাণ্টলির সন্দেহ হইয়াছিল, এটর্নী আপিসের চুরির মধ্যে এমন একটা কিছু আছে যাহা পাঁচজনের চক্ষুর অন্তরালে! সেই মুহূর্ত্তেই তিনি স্থির করিলেন, গোপন ব্যাপারটা যাহাই হউক না কেন, তিনি বাহির করিবেনই।

বাটারবির সহিত আলাপের ফলে সেদিন ব্যাপারটির অনেক কিছু খুঁটিনাটিই তিনি জানিতে পারিয়াছেন। তারপর ক্রমে ক্রমে মিষ্টার গ্যালওয়ের নিকট উপস্থিত হইয়া, রোল্যাণ্ড ইয়র্ককে প্রশ্ন করিয়া, জেঙ্কিন্সকে জেরা করিয়া ফল তিনি যাহা পাইলেন তাহাতে মিষ্টার হাণ্টলি দস্তুরমত চঞ্চল হইয়া উঠিলেন—অনুসন্ধানে স্পষ্ট বোধ হইতে লাগিল, প্রকৃত দোষী হামিশ। আর্থারের কথার আসল অর্থও এইবারে মিষ্টার হাণ্টলি বুঝিতে পারিলেন; সে কহিয়াছিল, "দোহাই মিষ্টার হাণ্টলি, ওসব যেন করবেন না, দুঃখ আমাদের তাতে হাজার গুণ বেড়ে যাবে।" কর্ত্তব্যপরায়ণ কনিষ্ঠ সে, নিন্দাগ্লানির সমস্তখানি বিষ নিজে পান করিয়া জ্যেষ্ঠকে আড়াল করিয়া দাঁড়াইয়াছে।

মিষ্টার হাণ্টলির সমস্ত মাথা বোঁ বোঁ করিয়া ঘুরিতে লাগিল—হামিশ, তাঁহার এত আদরের হামিশ, দু'দিন বাদে যাহার সহিত নিজের কন্যার বিবাহ দিবার সুখস্বপ্ন তিনি দেখিতেছেন, তাহার কিনা এই কাজ! কিন্তু মাত্র এই সামান্য কয়টা টাকা, এও কি হামিশের নেওয়া সম্ভব! মিষ্টার হাণ্টলি জানিতেন, বাজারে তার কিছু দেনা আছে; সে সম্বন্ধে স্পষ্ট করিয়া একটু জিজ্ঞাসা-বাদ করা ভাল, এই বিবেচনায় ধীরে ধীরে তিনি হামিশের উদ্দেশে তার আপিসের দিকে রওয়ানা হইলেন।

হামিশ আপিসেই ছিল, খবর পাইয়া খাতির করিয়া তাড়াতাড়ি মিষ্টার হাণ্টলিকে সে নিজের ঘরে আনিয়া বসাইল। দু'চারটি কথার পর মিষ্টার হাণ্টলি আসল কথাটি পাড়িলেন, কহিলেন, "তারপর হামিশ, খবর কি, মিষ্টার চ্যানিং চলে যাওয়ার পর সব ভাল চলছে তো?—ভাল কথা, হ্যাঁ হে হামিশ, শুনলাম তোমার নাকি বাজারে কিছু দেনা রয়েছে?"

প্রশ্নে এবং প্রশ্ন করার ধরণে হামিশ বেশ একটু আশ্চর্য্য হইল, কিন্তু মিষ্টার হাণ্টলিকে সেটা বুঝিতে না দিয়া সে একটু হাসিয়া কহিল, "একটু ভুল হ'ল মিষ্টার হাণ্টলি; 'রয়েছে' নয়, 'ছিল'। আপনার ওই 'রয়েছে' কথাটায় আমার ঘোরতর আপত্তি আছে, কেননা যে দেনাটার কথা আপনি বলছেন সেটা আমি শোধ করে ফেলেছি।"

মিষ্টার হাণ্টলি আবার একটু চঞ্চল হইয়া উঠিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, "শোধ করেছ? কবে?"

উত্তরে হামিশ যে তারিখটার উল্লেখ করিল মিষ্টার হাণ্টলি মনেমনে হিসাব করিয়া দেখিলেন, সেটি হয় ঠিক নোটচুরির অব্যবহিত কাল পরেই। গভীর সংশয়ের দোলায় তাঁর মন দুলিতে লাগিল, তিনি প্রশ্ন করিলেন, "আমি তোমার এক-রকম গুরুজন বললেই হয়, হামিশ। আমার একটা কথায় যেন মনে কিছু করোনা। দেনাগুলো যে শোধ করে দিয়েছ বলছ, হঠাৎ একসঙ্গে অত-গুলো টাকা তুমি কোথায় পেলে?"

হামিশের সমস্ত চোখ মুখ লাল হইয়া উঠিল। গুরুজনের মত মিঃ হাণ্টলিকে

বরাবরই সে শ্রদ্ধা করে; এবং যে কোন বিষয়েই অপরের চাইতে তাঁহার জিজ্ঞাসাবাদ করার অধিকার যে বেশী, তাহাও সে অস্বীকার করে না। কিন্তু সীমা আছে সব জিনিষেরই। এবং হামিশের মনে হইল, মিষ্টার হাণ্টলি সে সীমা অতিক্রম করিয়াছেন। প্রকাশ্যে সে কহিল, "আমায় মাপ করবেন মিঃ হাণ্টলি, আপনার একথার জবাব আমি দিতে পারব না। কতগুলি জিনিষ আছে যা মানুষ বাইরে প্রকাশ করতে চায় না, এটাকেও সেই রকমই একটা বলে মনে করবেন।"

"ওঃ, আচ্ছা। হঠাৎ এসে তোমার কাজের বোধহয় একটু ক্ষতি করে গেলাম, সেজন্যে কিছু মনে করো না।" বলিয়া হামিশের প্রত্যুত্তরের কোন অপেক্ষা না রাখিয়াই মিষ্টার হাণ্টলি টুপিটি হাতে লইয়া দ্রুতপদে সে ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। হামিশ গম্ভীর হইয়া আপনার মনেই টেবিলের জিনিষপত্রগুলি লইয়া নাড়া চাড়া করিতে লাগিল।

বাড়ী ফিরিয়া মিষ্টার হাণ্টলি প্রথম ঘরটিতে যখন পা দিলেন, তাঁহার মেয়ে এলেন তখন একটি সোফার উপর বসিয়া অবিরাম নিজের মনে শুধু হাসিতেছিল, অন্য কোন দিকে তাহার যেন আর দৃকপাতই ছিল না। মেয়েটির স্বভাব যেমনি হাসিখুসি, তেমনি অমায়িক। খানিকটা আগেই সে তার পিসীমাকে কি কারণে একটু চটাইয়া দিয়াছিল, ফলে সেই মহিলাটি বেচারাকে এমন "আপ্যায়িত" করিয়া দিয়াছেন, যে হ্যারি এখন বাড়ী নাই বলিয়া এ আনন্দের একটুও ভাগ সে তাহাকে দিতে পারিতেছে না।

মিষ্টার হাণ্টলি ঘরে ঢুকিয়া ধীরে ধীরে ওধারের জানালাটার পাশে সরিয়া গিয়া অল্প কিছুক্ষণ শূন্য দৃষ্টিতে বাহিরের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। তারপর মেয়ের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "এলেন, তোমায় একটা কথা বলবার আছে।"

"কি কথা বাবা?" বলিয়া এলেন হাসি বন্ধ করিয়া পিতার দিকে মুখ তুলিয়া চাহিল।

"হামিশের সঙ্গে তুমি আর কোন সংশ্রব রাখতে পারবে না, এমন কি, তার সঙ্গে কথাবার্ত্তা পর্য্যন্ত বড় একটা কইবে না।"

এলেনের সুন্দর মুখখানা মুহূর্ত্তেকের জন্য টকটকে লাল হইয়া আবার পর-মুহূর্ত্তেই ছাইয়ের মত ফ্যাকাসে হইয়া গেল। ভিতরের উৎকণ্ঠা সে কোন মতেই চাপিয়া রাখিয়া পারিল না, কহিল, "কেন বাবা, তার অপরাধ ?"

"অপরাধ গুরুতর। আজ হেলষ্টনলির সবাই পথে ঘাটে আর্থারকে চোর বলে মর্ম্মান্তিক অপমান করছে, আর আর্থার মুখ বুজে নীরবে তাই সয়ে যাচ্ছে। কেন জান ? তার ভাইকে বাঁচাবার জন্যে। গ্যালওয়ের সে নোট আর্থার চুরি করেনি, করেছে হামিশ।"

সরোষে মাথা তুলিয়া এলেন তার বাবার মুখের দিকে তাকাইল, দেখিল, সে মুখ গম্ভীর অথচ প্রশান্ত। গলায় আওয়াজটিকে যতদূর সম্ভব মোলায়েম করিয়া আনিয়া তখন সে কহিল, "একি কথা বলছেন, বাবা ? হামিশকে কে না জানে ? তার বিরুদ্ধে আপনার মনকে এমনি ভাবে বিষিয়ে দিল কে বাবা ?"

মিষ্টার হাণ্টলি একটু দুঃখের হাসি হাসিয়া বলিলেন, "মা, হামিশ নিরপরাধ একথা জানতে পারলে বোধ হয় এ জগতে আমার চাইতে আর কেউই বেশী সুখী হত না। কিন্তু তা হবার নয়। মন আমার কেউই বিষিয়ে দেয়নি মা, নোট চুরির ব্যাপারট্যাতে আমি নিজেই খুঁটে অনুসন্ধান নিয়েছি, আর সেই অনুসন্ধানের ফলে টের পেয়েছি, হামিশ বাস্তবিকই অপরাধী। তার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক ছেদ করতেই হবে, উপায় নেই।" মিষ্টার হাণ্টলি একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িলেন।

এলেনের চোখ দিয়া বড় বড় কয়েক ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িল, কয়েক মিনিট নীরবে মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া সে কহিল, "আপনার কথার অবাধ্য আমি হতে চাইনে বাবা, আপনার ইচ্ছেমতই কাজ হবে ; তার সঙ্গে মেলামেশা—তার সমস্ত সংস্রবই আমি ছেড়ে দেব। কিন্তু তাকে দোষী বলে বিশ্বাস করতে আমি কখনোই পারবো না বাবা ; তাকে যে আমি চিনি, তার নাড়ীনক্ষত্র সবই যে আমার জানা।" বলিতে বলিতে তার

চোখের জল একেবারে হু হু করিয়া নামিয়া পড়িল, সেইখানেই, সেই সোফার উপর মুখ গুঁজিয়া সে একেবারে ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া ফেলিল। মিষ্টার হাণ্টলি মিনিট খানেক দাঁড়াইয়া এই করুণ দৃশ্য দেখিলেন, তারপর একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে সে ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেলেন।

এই ঘটনার প্রায় সপ্তাহ খানেক পরের কথা। হ্যারি হাণ্টলি ভোরে উঠিয়াই বাড়ীর বড় আর্শিটার সামনে দাঁড়াইয়া অত্যন্ত মনোযোগের সহিত চুল ফিরাইতেছিল, পেছন হইতে এলেন আসিয়া কহিল, "বাবারে বাবা, আজ কি স্বয়ম্বর-সভায় যাওয়া হবে নাকি হ্যারিচন্দ্রের ?"

দিদির গলা শুনিয়া হ্যারি ফিরিয়া কহিল, "আহা হা, জান না যেন যে আমাদের ইস্কুলে আজ নতুন সিনিয়র করা হবে ?"

"সিনিয়র তো হবে টম চ্যানিং, টেড়ি বাগাতে হয়, তো সে বাগাবে ; তোমার এমন জামাই সাজবার কি প্রয়োজনটা পড়লো বাপু ?"

হ্যারির চুল আঁচড়ান হইয়া গিয়াছিল ; সে ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া ঠাট্টার স্বর ছাড়িয়া গম্ভীর স্বর ধরিল কহিল, "হ্যাঁ টমেরই যে সিনিয়র হওয়া উচিত সে বিষয়ে এতটুকু সন্দেহ নেই। কিন্তু তবু ব্যাপার যে রকম দেখছি তাতে কিছুই বলা যায় না। ওর ওই দাদার ব্যাপারটাতেই সব খেয়ে রেখেছে কিনা ! ছেলেরা একেবারে সব আগুন হয়ে আছে।..."

"কিন্তু তুমি জান হ্যারি, হামিশ একেবারে নির্দোষ।"

"হামিশ ?" হ্যারি চোখ টিপিয়া একটু হাসিয়া লইয়া কহিল, "বাপুহে, চব্বিশ ঘণ্টা শুধু ঐ এক নামই জপ করছ, কাজেই মুখের আর অপরাধ কি, সে বলে ফেলেছে। ওগো মশাই, হামিশ নয়, হামিশ নয়, আর্থার।"

হঠাৎ কথাটা বলিয়া ফেলায় এলেন একদিকে নিজের উপর যেরূপ বিরক্ত হইল, অপরদিকে তেমনি দারুণ লজ্জা পাইয়া কহিল, "তুমি জান হ্যারি, 'আর্থার' বলাই আমার উদ্দেশ্য।"

"আচ্ছা আচ্ছা, তাই হোল। হ্যাঁ, যা বলছিলে ; আর্থার নিরপরাধ তা আমি না হয় বুঝলাম, কিন্তু আর সবাই তা বুঝতে চায় কই ?"

"শোন হ্যারি, আর সবার কথা বাদ দাও ; যদি টম চ্যানিংকে সিনিয়র না করে তোমায় করা হয়, আর তুমি যদি সে পদ নাও, তবে জেনো তোমার সঙ্গে আমার এই শেষ কথাবার্ত্তা।"

"তোমাদের—এই মেয়েদের বুদ্ধিটাই দেখছি চিরকাল উল্‌টো। টমকে যদি সিনিয়র না করা হয় তবে সেটা খুবই দুঃখের কথা সন্দেহ নেই ; কিন্তু তাই বলে আমার সিনিয়র হতে অস্বীকার করে কোন্ লাভটা হবে শুনি ! মাঝে থেকে টমও হবে না, আমিও হব না, হবে গিয়ে জেরাল্ড ইয়র্ক, যাকে আমরা সব চাইতে অপছন্দ করি।"

দুইজনে কথায় এমনই মগ্ন হইয়া গিয়াছিল যে কখন কোন ফাঁকে ঘরে মিষ্টার হাণ্টলি আসিয়া ঢুকিয়াছেন, কেহই লক্ষ্য করে নাই। এইবারে তাদের তাহা নজরে আসিল। মিষ্টার হাণ্টলি কহিলেন, "টমকে যদি সিনিয়র করা না হয়, তবে সেটা যে শুধু দুঃখের হবে তা নয়, ঘোরতর অন্যায়ও হবে। তার দাদা যাই হোক, সে কথা সম্পূর্ণ আলাদা। টম নিজে খাঁটি, এবং তার সিনিয়র হওয়ার পক্ষে তাই যথেষ্ট। তবে এও ঠিক, যদি হেডমাষ্টার মশাই তাকে শেষটায় বাদই দেন, তবে হ্যারির সিনিয়র হতে আপত্তি করাটাও কোন কাজের হবে না। তাতে করে সে যা বলেছে শুধু তাই হবে, সিনিয়র হবে জেরাল্ড ইয়র্ক।"

সতেরো — দুটি সভা

সহরের গীর্জ্জা এবং কলেজিয়েট স্কুলটিকে খুব ঘটা করিয়া সাজান হইয়াছে, কারণ আজ তাদের উৎসবের দিন। একটু বেলা হইতেই তাই ছাত্রের দল একে একে আসিয়া জুটিতে লাগিল। অনুপস্থিত আজ আর কেহই নাই, কেননা এদিনে কেবল যে স্কুলের নতুন সিনিয়রই নিযুক্ত হয় তা নয়, গীর্জ্জার অভিভাবকদের নিকট সমস্ত ছাত্রের মুখে মুখে একটি পরীক্ষা দিবারও নিয়ম

আছে। হ্যারি হাণ্টলি, জেরাল্ড ইয়র্ক এবং টম চ্যানিংয়ের উপর নানারকম তত্ত্ব-তালাসের ভার পড়িয়াছে। বিশেষ করিয়া টম চ্যানিংয়ের উপর, কেননা গতকল্য হইতে গণ্ট বিদায় নেওয়ায় স্কুলের অস্থায়ী সিনিয়র এখন সেই। আজ ভোর হইতেই টমের বুক রীতিমত দুরু দুরু করিতে শুরু করিয়াছে—যেন তার জীবনের আজ প্রকাণ্ড একটা পরীক্ষা। আজ যদি তাকে তার এই ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া—তাহাকে ডিঙ্গাইয়া অপর কাহাকেও সিনিয়র করা হয়, তবে সেই অপমান এবং গ্লানির দুঃখ সে রাখিবে কোথায়? আর এ তো শুধু অপমান এবং গ্লানির কথাই নয়; সিনিয়র হইতে না পারিলে যে তাহার সমস্ত ভবিষ্যৎই অন্ধকার! টাকা দিয়া কলেজের পড়া চালান কি তাদের সাধ্য!

ক্রমে বেলা আরও একটু বাড়িলে পর স্কুলের সমস্ত ছেলে সারবন্দী হইয়া টমের অধীনে মার্চ্চ করিতে করিতে স্কুল ছাড়িয়া গীর্জ্জার দিকে রওয়ানা হইল। গোড়াতে উপাসনা হইবে, পরীক্ষা হইবে তারপর।

উপাসনা এবং পরীক্ষা ক্রমে ক্রমে আরম্ভ হইয়া সুষ্ঠুভাবে শেষ হইয়া গেল। পরীক্ষার ফল দেখিয়া কর্ত্তৃপক্ষ বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন, বুঝিলেন, ছেলেরা দুষ্টামি এবং লেখাপড়া দুটি বিদ্যাই সমানভাবে চর্চ্চা করিয়া আসিয়াছে, এঁচোড়ে পাকা সাধারণ ছেলেদের মত আসল বেলায় তাহারা ফাঁপা নয়। টম চ্যানিং সম্বন্ধে তাঁহারা মত দিলেন, লেখাপড়ায় সারা স্কুলের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সে তো বটেই, তা ছাড়া ও বয়সে অতখানি জিনিষ জানিতে আজ পর্য্যন্ত তাঁরা খুব কম ইংরাজ ছেলেকেই দেখিয়াছেন।

এইবার সিনিয়র ঘোষণা করা হইবে, এবং সে ঘোষণা করিবেন হেড-মাষ্টার মশাই। দাঁড়াইয়া, সামান্য একটু গলা ঝাড়িয়া তিনি আরম্ভ করিলেন, "প্রিয় ছাত্রবৃন্দ, আজ তোমরা পরীক্ষায় যে ভাল ফল দেখাতে পেরেছ তাতে তোমাদের ওপর আমি যে কতখানি খুসি হয়েছি তা আর কি বলব? আশা করি বড় হয়ে তোমরা তোমাদের জীবনের প্রত্যেকটি কাজে ঠিক এমনি কর্ত্তব্য-নিষ্ঠার পরিচয় দেবে। আজকের দিনে আমাদের আর মাত্র একটি

কাজ বাকী আছে—সেটি হচ্ছে গণ্টের জায়গায় তোমাদের নূতন সিনিয়র কে হবে তাই ঘোষণা করা। বড়ই দুঃখের সঙ্গে আমাকে জানাতে হচ্ছে যে, যে ছাত্রটির নাম সবার ওপরে, কোন একটা বিশেষ কারণে তাকে সিনিয়র করা চলবে না। এ কথাটা তোমাদের জানাতে দুঃখ আমার আরও বেড়ে যাচ্ছে এইজন্যে যে, যে কারণে তাকে বাদ দিতে হলো সেটা তার নিজের কোন অপরাধ নয়। তারপরেই খাতায় নাম হচ্ছে হ্যারি হাণ্টলির। হ্যারি হাণ্টলি, এদিকে এগিয়ে এস, আজ থেকে তোমায় হেলষ্টনলি স্কুলের সিনিয়র করা হল।"

সমস্ত সভাস্থল মুহূর্ত্তে নির্ব্বাক হইয়া গেল। টম চ্যানিংয়ের মুখ দেখিয়া মনে হইল, সে বুঝি মৃত্যুদণ্ড পাইয়াছে।

আবেগভরা বুকে হ্যারি আগাইয়া হেডমাষ্টার মশায়ের নিকট আসিয়া কহিল, "স্যর, আমায় আজ যে সম্মান দিলেন সেজন্য অশেষ ধন্যবাদ।...... কিন্তু স্যর, ন্যায়তঃ এ পদ যে টমের! তাকে কি কোন মতেই সিনিয়র করা চলে না?"

দৃঢ়স্বরে হেডমাষ্টার মশাই জবাব দিলেন, "না।"

এরপর সভা ভঙ্গ হইল এবং স্কুলের চত্বরে সকলে আসিয়া পৌঁছিতেই হ্যারিকে অভিনন্দন দিবার যেন ধুম পড়িয়া গেল। যাহারা টমের বিরুদ্ধে এতদিন জটলা পাকাইতেছিল তাদের যেন হাতে স্বর্গলাভ হইল, আনন্দে গদ্‌গদ্ হইয়া তাহারা কহিতে লাগিল, "যাক বাঁচা গেল, চোট্টা ভাইয়ের আর তাঁবেদারী করতে হবে না।" জেরাল্ড ইয়র্ক নিজে সিনিয়র হইতে না পারায় কারো সঙ্গে আর কথাবার্ত্তা বড় কহিল না, গোমড়া মুখ লইয়া বাড়ী ফিরিয়া গেল।

সকলে তখনও মাঠের উপর দাঁড়াইয়া, হঠাৎ দেখা গেল একটি ভদ্রলোক দ্রুতপদে সেদিকে আসিতেছেন। কাছে আসিতেই তাঁহাকে চেনা গেল—মিষ্টার হাণ্টলি। পৌঁছিয়াই টুপিটি হাতে লইয়া তিনি কহিলেন, "তারপর? তোমাদের 'সিনিয়র' ঠিক হয়ে গেল? কে হল?"

বালকের দল একেবারে আহ্লাদে গলিয়া গিয়া কহিল, "হেঁ হেঁ, হ্যারি !"

"যারপর নাই দুঃখিত হলাম শুনে।" বলিয়া মিষ্টার হাণ্টলি মুখ তুলিয়া ভীড়ের মধ্যে কাহাকে যেন খুঁজিতে লাগিলেন। তারপর এদিকে ফিরিয়া কহিলেন, "হেড মাষ্টার মশাই গেলেন কোথা, এই না তাঁকে এখানেই দেখছিলাম ?"

মিষ্টার পাই নিকটেই ছিলেন, তাঁর নামের উল্লেখ হইতেই তিনি আরও একটু আগাইয়া আসিলেন। মিষ্টার হাণ্টলি সকলকে শুনাইয়া কহিলেন, "দেখুন মিষ্টার পাই, আপনাদের স্কুলের নিয়ম হচ্ছে যে, যে সিনিয়র হয় তাকেই আপনারা স্কলারশিপ্ দিয়ে কলেজে পড়াতে পাঠান। এইমাত্র ছেলেদের মুখে শুনলাম যে আমার ছেলেকে আজ নতুন সিনিয়র করা হয়েছে। তার তরফ থেকে আমি আপনাকে জানিয়ে রাখছি যে স্কুলের এ স্কলারশিপ সে নেবে না। তার বদলে, সেই টাকা দিয়ে স্কুলের সব চাইতে যে ভাল ছেলে, তাকে আপনারা কলেজে পাঠাবেন।" বলিয়া আড়চোখে তিনি একবার টমের দিকে চাহিলেন।

হেডমাষ্টার মশাই বলিলেন, "ধন্যবাদ, আপনার ইচ্ছেমতই ব্যবস্থা হবে।"

সভায় যাহারা যাহারা আসিয়াছিল ক্রমে সকলেই বাড়ী ফিরিয়া গেল, এবার নদীর ধারে এককোনে আর একটি ছোট্ট সভা বসিল। এ সভার সভ্য খুব বেশী নয়, কেবল জন পাঁচ-সাত ছাত্র এবং সভাপতি স্বয়ং দলের চাঁই—ষ্টিফেন বাইওয়াটার। সভার আলোচ্য বিষয়টিও খুব গুরুতর—চার্লি চ্যানিংয়ের বড় 'বাড়' হইয়াছে, তাহাকে একটু 'চাঙ্গা' করিয়া দিতে হইবে। একটা কথা এখানে একটু বলিয়া রাখা দরকার ; এরই মধ্যে একদিন বাইওয়াটার চার্লিকে একলা পাইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, সারপ্লিসে কালী ঢালা ব্যাপারের সে কিছু জানে কি না। চার্লি কিছুই বলিতে রাজী হয় নাই। সেই হইতেই বাইওয়াটারের রাগ, এবং সেই জন্যই সে এই গুপ্ত সভা আহ্বান করিয়াছে। স্কুলের যে যে ছেলের চার্লি'র উপর রাগ ছিল, ঝাল ঝাড়িতে তাহারা সকলেই আসিয়া জুটিয়াছে।

খুব অল্প সময়ের মধ্যেই স্থির হইয়া গেল যে 'চাঙ্গা' যে করা দরকার সে সম্বন্ধে আর সন্দেহই নাই, শুধু প্রশ্ন এই, 'চাঙ্গা' করা কিভাবে হইবে! পিয়ার্স ছোঁড়া চিরকালই বদ্ রসিক, সে কহিল, "কিভাবে আবার? ধরে তুলো ধুনো করে দেব, আবার কি?"

কিন্তু মার দেওয়ার প্রস্তাবে অনেকেই রাজী হইল না, বিশেষতঃ সভাপতি মহাশয় নিজে। সে কহিল, "না না, ওই তো ওর মেয়েলি চেহারা, মার দিলে মরেই যাবে।"

ভোটে হারিয়া গিয়া পিয়ার্স মুখখানা বিটকেল করিয়া বসিল। টড ইয়র্ক চিরকালই চ্যানিংদের হিতকারী বন্ধু, সে কহিল, তবে রাখ ওকে একরাত কেচ বুড়োর মত গীর্জ্জার হাতায় বন্ধ করে; যে মারাত্মক ভূতের ভয় ওর, ঠিক টিট হয়ে যাবে।"

বাইওয়াটার জিজ্ঞাসা করিল "বড্ড বেশী ভূতের ভয় নাকি ওর?"

"উঃ, দারুণ!"

"তাহলে ঠিক হয়েছে, ভূতের ভয়ই ওকে দেখতে হবে। তবে কেচের মত বন্ধ করে নয়, শেষে কি খুনের দায়ে পড়ব? অন্য কোথাও পাকড়াতে হবে। পিয়ার্সের চেহারাটা হাড়গিলের মত আছে, ওকেই ভূত মানাবে ভাল···চুপ চুপ, কে আসছে এদিকে?" বলিয়া বাইওয়াটার থামিল।

গলা উঁচাইয়া ছেলেরা দেখিল, কেচ আসিতেছে। সকলে অমনি গাছ-গাছড়ার আড়ালে যে যেখানে পারিল লুকাইয়া পড়িল। তারপর কেচ কাছে আসিতেই সকলে একেবারে একসঙ্গে লাফাইয়া বাহিরে আসিয়া চেঁচাইয়া উঠিল —"হু—প!"

বুড়ো ভয়ে প্রায় পড়িয়া যাইতেছিল, কিন্তু তারপরেই ব্যাপারটা বুঝিতে পারিয়া এমনি গালাগাল আরম্ভ করিল যে গোটা অভিধানখানাতেও অত কথা আছে কি না সন্দেহ।

ইহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঘটনা তেমন আর কিছু ঘটে নাই। কেবল এক-দিন কন্‌স্‌ট্যান্সকে লেডি অগাষ্টার বাড়ীতে পাইয়া রোল্যাণ্ড ইয়র্কের বুড়া মামা লর্ড ক্যারিক মুখখানা কাঁচু-মাচু করিয়া জানাইয়াছিলেন যে তিনি তাহাকে বড়ই পছন্দ করেন, যদি সে তাঁকে বিবাহ করিয়া কৃতার্থ করে তবে সুখের আর তাঁর সীমাই থাকিবে না।"

'লেডি ক্যারিক' হইবার নিমন্ত্রণ পাইয়া কন্‌স্‌ট্যান্স প্রথমটা একেবারে 'থ' হইয়া খানিকক্ষণ লর্ডের দিকে তাকাইয়া ছিল, কিন্তু তারপরেই হো হো করিয়া হাসিয়া ফেলিয়া জবাব দিয়াছিল, সে অসম্ভব ; যাক্ "আমার মত ক্ষুদ্র জীবের কথা আপনি অতটা বড় করে আর ভাববেন না।"

এ কথায় কিন্তু লর্ড একটুও অসন্তুষ্ট হন নাই, রোল্যাণ্ড ইয়র্কেরই তো মামা! হাত দিয়া পাকা চুলগুলি দেখাইয়া বলিয়াছিলেন, "বুঝেছি, বুঝেছি, মুস্কিল বেধেছে এখানে ; আর তা ছাড়া উইলিয়ম ইয়র্ককেও তুমি ভুলতে পার নি। আচ্ছা গর্দ্দভ সে ছোঁড়াটা! এমন মেয়ে অথচ..."

ইহার কয়েকদিন বাদেই যে ঘঠনাটি ঘটিয়া সমস্ত হেলষ্টনলি সহরকে তোল-পাড় করিয়া দিল, সেটা কিন্তু মোটেই হাস্যরসের নয়। বলিতেছি।

সেদিন বিকাল বেলা বাইওয়াটার চার্লি চ্যানিংকে স্কুলের একটা নিরিবিলি কোনে ডাকিয়া নিয়া কহিল, 'শোন চার্লি, একটা কথা আছে। খুব গোপনীয় কিন্তু, কারো কাছে আবার ফাঁস করে বস' না যেন। আমরা ক'জন মিলে ঠিক করেছি, কেচ বুড়োকে ফের জ্বালাতে হবে। কৌশলে তার কাছ হতে চাবিটা বাগিয়ে নিয়ে আজ রাত্রে গীর্জ্জের হাতার ভিতর আমরা খানিকক্ষণ খেলাধুলো করব। তোমাকেও দলের ভেতর ধরা হয়েছে। ঘড়ি ধরে ঠিক স'-সাতটার সময় আসবে, জানলে ?"

সময়টা বাড়ীতে তাহার এবং টমের পড়ার জন্য নির্দ্দিষ্ট, তাই চার্লির আসিতে ইচ্ছা ছিল না ; সে বলিল, "না ভাই, আমায় বরং বাদ দাও।"

"ওঃ, বুঝতে পেরেছি, ভূতের ভয়, নয়? বলে দেব সবাইকে?"

ছোটবেলায় চার্লিদের বাড়ীর এক দাসী তার একটি মহা অনিষ্ট সাধন করিয়াছিল, চার্লি সামান্য কাঁদা-কাটা করিলেই সে নানা রকম ভূত প্রেতের ভয় দেখাইত। তার ফলে শেষে দাঁড়াইল এই যে, বড় হইয়াও চার্লি চ্যানিংয়ের সে ভয় আর গেল না। বাড়ীর সবাই তাহাকে নানা রকম সাহস দিত, ভূত বলিয়া পৃথিবীতে কোন জিনিষ নাই একথা বুঝাইবার চেষ্টা করিত, কিন্তু ছোটবেলায় যে ভয় একবার শিকড় গাড়িয়াছে তাহাকে সরানো কি এতই সোজা? আজ পর্য্যন্ত একা অন্ধকারে দোতালায় যাইতে হইলে চার্লির বুকের ভিতরটা দুরু দুরু করিয়া উঠে। পাছে একথাটা আবার সঙ্গী মহলে রাষ্ট হইয়া পড়ে, তাই চার্লির সমস্ত মুখ রাঙ্গা হইয়া উঠিল; সে তাড়াতাড়ি বলিল," আচ্ছা আচ্ছা, আসব; ঠিক সাতটার সময় তো?"

"হ্যাঁ।"

সাতটার কিছু আগে ইস্কুলের দ্বারোয়ান কেচ তার নিজের ঘরটিতে আহারে বসিয়াছিল। আসলে কিন্তু খাবার খাওয়া এবং গালি দেওয়া—কোন্ কাজটা সে বেশী করিতেছিল বলা খুবই কঠিন। উপস্থিত অবশ্য কেহই সেখানে ছিল না, কিন্তু কেচ সাহেবের তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় না; নিজের মনেই সে রুটিওয়ালার বাপের শ্রাদ্ধ করিল, বলিল, এ রুটি তার কুকুরকেও সে দিবে না, বেচারার দাঁত ভাঙ্গিয়া যাইবে। মাখনওয়ালার ঠাকুরদাকেও সে আপ্যায়িত করিয়াছিল—পচা ঘায়েও লোকে নাকি সে মাখন লাগায় না।

ঠিক এমনি সময় তার দুয়ারে আস্তে কয়টি ঘা পড়িল। কেচ অমনি গর্জ্জন করিয়া উঠিল, "কে?" একথার কোন জবাব আসিল না, আসিল আরও আস্তে একটি ঘা। রাগে ফাটিয়া পড়িতে পড়িতে বুড়া গিয়া দরজা খুলিয়া দিতেই দেখে, ছোট্ট একটি আট-দশ বছরের মেয়ে দাঁড়াইয়া। বুড়াকে দেখিয়াই সে বলিল, "আজ্ঞে আপনাকে যে খুঁজছে!"

ষাঁড়ের গলায় কেচ কহিল, "কে ?"

"বোধহয় বিশপ মশাই হবেন," আঙ্গুল দিয়া একটা দিক দেখাইয়া সে আস্তে আস্তে সরিয়া পড়িল।

বিশপের নাম শুনিয়া কেচকে অবশ্য তখনই ধড়মড়াইয়া বাহির হইতে হইল। একটু আগাইয়া সে দেখিতে লাগিল,—কই! বিশপ মশাই তো কোথাও নাই, তার বদলে রাস্তা দিয়া পাইচারি করিতেছে ষ্টিফেন বাইওয়াটার ; কিন্তু সে ছোঁড়া একেবারেই নির্ব্বিকার।

বোধহয় বিশপ মহাশয় অপেক্ষা করিয়া করিয়া শেষ পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছেন, এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে কেচ গুটিগুটি পুনরায় নিজের 'ডেরা'য় ফিরিয়া গেল। সর্ব্বসমেত দু'চার মিনিটের বেশী নিশ্চয়ই সে বাহিরে থাকে নাই, কিন্তু এই অতি অল্প সময়টুকুর মধ্যেই ঘরের ভিতর একটু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। প্রথমতঃ, দেয়ালের গায়ে টাঙ্গানো কেচের চাবিটি সেখানে আর নাই, দ্বিতীয়তঃ, টেবিলের উপর এক টুক্‌রা কাগজে কে কি লিখিয়া রাখিয়া গেছে। দেয়ালের দিকে বুড়ার নজর না পড়িয়া পড়িল সেই কাগজখানার উপর—জেঙ্কিস তাহাকে সন্ধ্যার পরই মাংসের কালিয়া খাইবার নিমন্ত্রণ করিয়া গিয়াছে। চিঠি পড়িয়া কেচের শুধু জিভ দিয়াই জল পড়িল না, নিজেও সে একেবারে জল হইয়া গেল। মাংসের কালিয়া—আঃ! কোনমতে দরজাটা বন্ধ করিয়াই উর্দ্ধশ্বাসে জেঙ্কিন্সের বাড়ীর দিকে ছুটিল। হায়রে বুড়া, বাইওয়াটারকে সামনে দেখিয়াও তোর মনে কোন সন্দেহ হইল না? জেঙ্কিন্স যে এ নিমন্ত্রণের বিন্দু-বিসর্গও জানে না, অসুখে পড়িয়া নিজেই যে সে তখন কাৎরাইতেছে!

চাবিটি পকেটে পুরিয়াই বাইওয়াটার এক দৌড়ে তার সঙ্গীদের কাছে আসিয়া জুটিল, রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "পিয়ার্স, ঝটপট সেরে নাও, চার্লি কিন্তু ঠিক স-সাতটায় গীর্জ্জের হাতায় ঢুকবে।"

বাইওয়াটারকে চার্লি কথা দিয়াছিল ঠিকই, সওয়া সাতটা বাজিবার সঙ্গে সঙ্গে বাস্তবিকই গীর্জ্জার হাতার সামনে সে আসিয়া দাঁড়াইল। ভিতরে যাইবার দরজা খোলা—বুঝিল, খেলিবার জন্ম দলবল লইয়া বাইওয়াটার পূর্ব্বেই ঢুকিয়াছে,

নতুবা ইহার অনেক আগেই তো কেচের দরজা বন্ধ করার কথা। তাই সাহসে ভর করিয়া চার্লি খোলা দরজার পথে ভিতরের দিকে আগাইয়া চলিল।

ভিতরে ঢুকিয়াই কিন্তু তার বুকটা দুরু দুরু করিতে লাগিল। চারিদিক নিঝুম অন্ধকারে ছাপাইয়া গেছে, ধারে পাশে ত্রিসীমানার মধ্যেও জন-প্রাণীর সাড়া শব্দ নাই। শ্মশানের ভয়াবহ নিস্তব্ধতা সর্ব্বত্র যেন খাঁ খাঁ করিতেছে। হঠাৎ মাথার উপরকার গাছ হইতে একটা প্যাঁচা এমনই বিশ্রী এক আওয়াজ করিল, যে তা শুনিয়া চার্লির সর্ব্বাঙ্গে কাঁটা দিয়া উঠিল। সঙ্গীদের নাম ধরিয়া সে ডাকিতে লাগিল, চীৎকারে চীৎকারে গলা ফাটাইয়া ফেলার উপক্রম করিল, কিন্তু কোথায় কে, কারোই সাড়া-শব্দ নাই।

ভয়ের স্পষ্ট রেখা এবার চার্লির মুখে দেখা দিল, সে ভাবিল, আর নয়, এবার তাহাকে এখান হইতে বাহির হইতেই হইবে।

উল্টাদিকে মুখ করিয়া দৌড়াইতে দৌড়াইতে দরজার গোড়া পর্য্যন্ত আসিয়াই কিন্তু চার্লি যা দেখিল, তাহাতে সেখানেই মাটির উপর সে বসিয়া পড়িল—দরজা বাহির হইতে তালা লাগাইয়া কে বন্ধ কবিয়া দিয়াছে। য়ঁ্যা, তবে কি এই জন-মানব-হীন গীর্জ্জার হাতাব ভিতর ভীষণ অন্ধকারের মধ্যে একা সে বন্ধ হইয়া গেল নাকি? ভাবিতেই চার্লির বুকের ভিতর হিম হইয়া আসিল। অদূরে একটু আগাইয়া গেলেই পাদ্রীদের কবর ভূমি। সহরের লোক বলাবলি করিত, সন্ধ্যার পর গীর্জ্জার হাতা সম্পূর্ণ নির্জ্জন হইয়া গেলে মৃত পাদ্রীদের প্রেতাত্মারা নাকি সমস্ত মাঠময় ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়—এ দৃশ্য কেহ কেহ নাকি চোখে দেখিয়াছে পর্য্যন্ত। কবরের উপরকার সাদা স্তম্ভগুলি দেখিয়া চার্লির কেবলই মনে হইতে লাগিল, ঐ বুঝি প্রেতাত্মারা তার দিকে চাহিয়া চাহিয়া ভীষণ অট্টহাসি হাসিতেছে। অন্ধকার ক্রমেই নিবিড় হইয়া আসিতেছিল, সঙ্গে সঙ্গে শেঁা শেঁা করিয়া একটু হাওয়াও দিতে আরম্ভ করিল। অর্দ্ধ চেতন চার্লির মনে হইতে লাগিল, কবর হইতে মৃত পাদ্রীরা উঠিয়া তাহারই ঠিক পিছনে, কানের গোড়ায় বুঝি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতেছে। সমস্ত

শরীর তার অবশ হইয়া আসিল, সে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। কিন্তু সেই জন-শূন্য শ্মশানে কে তাহার উদ্ধারের জন্য বসিয়া আছে?

হঠাৎ ওকি? কবরের ভিতর হইতে তার পানে ধীরে ধীরে ওটা কী আগাইয়া আসিতেছে? চার্লির শ্বাস রোধ হইবার উপক্রম হইল। সে এক ভীষণ মূর্ত্তি—সাদা ধবধবে রং, মুখ মড়ার মত পাণ্ডুর, চোখে পলক নাই, হাত হইতে নীল আলো উঠিতেছে। একপা, দুপা, করিয়া সেই প্রেতমূর্ত্তি তাহার দিকে আগাইয়া আসিতেছে। আসিল, আসিল, এই আসিয়া পড়িল!

ইহার পর চার্লি যে কাজগুলি করিয়া গেল তাহাকে আর কোনমতেই তাহার নিজের কাজ বলা চলে না, কে যেন তাহার ভিতর হইতে সেগুলি করাইয়া লইল। একবার সে তাকাইয়া দেখিল, পশ্চিম দিকের জানলাটা খুলিয়া গিয়াছে। ব্যস্, অমনি প্রেতাত্মার গা ঘেঁসিয়াই সেই খোলা পথে মরি-বাঁচি-জ্ঞান-শূন্য হইয়া সে ছুটিয়া চলিল। পিছনে পিছনে প্রেতাত্মাও ধাইয়া আসিল, তার সে কি চীৎকার! বুক হিম হইয়া আসে!

উন্মত্তের মত চার্লি ছুটিয়া চলিয়াছে, দিগ্বিদিক জ্ঞান আর তখন তার নাই। রাস্তাটি একটু মোড় ফিরিয়া মিশিয়াছে একটি ঘাটের সহিত; তারই অব্যবহিত পরে হেলষ্টনলির নদী—ঢেউ তুলিয়া নাচিয়া নাচিয়া চলিয়াছে।

চার্লি সোজা ছুটিয়াছে, চোখ তার অন্ধ; হঠাৎ একটু পরে ঝপ করিয়া সেই নদীর বুকে একটি শব্দ হইল, তারপর সামান্য একটু হুটোপুটি! ব্যস, তারপর সব নিস্তব্ধ! মিসেস চ্যানিংয়ের প্রাণ-প্রিয় পুত্র চার্লি নদীর অতল গর্ভে ডুবিয়া গেল।

উনিশ — অনুসন্ধান

রাত তখন নটা বাজিয়া গেছে। সামনের টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া টম পরদিনকার ইস্কুলের টাস্ক তৈরী করিতেছিল, এমনি সময় কন্‌স্‌ট্যান্স সে ঘরে আসিয়া উৎকণ্ঠার স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "টম, চার্লি কোথায় বলতে পার?"

"কোথায় তা বলতে না পারলেও, আমার পকেটের ভেতর যে নেই, তা অনায়াসেই বলতে পারি।"

"ঠাট্টা নয় টম, রাত নটা বেজে গেছে, এত রাত্তির পর্য্যন্ত না বলে-কয়ে বাইরে থাকতে দেখেছ কখনো তাকে?"

অন্য সময় হইলে একথায় টম নিশ্চয়ই গা-মোড়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইত, কিন্তু আধঘণ্টাটাক আগে এমনই একটা ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে যেজন্য এ খবরে সে এতটুকু উৎকণ্ঠিত হইবার প্রয়োজন দেখিল না। ব্যাপারটা এই— খানিক আগে কেচ আসিয়া 'সিনিয়র' হিসাবে টমের কাছে ইস্কুলের ছেলেদের নামে এক অভিযোগ জানাইয়া গিয়াছে। তাদের ত্যাঁদড়ামি নাকি এবারে সপ্তমে চড়িতে বসিয়াছে। আজ সন্ধ্যায় তারা মিথ্যা নিমন্ত্রণের অছিলায় কেচকে অন্যত্র পাঠাইয়া গীর্জ্জার হাতায় ঢুকিবার চাবি ফের সরাইয়াছে। কি ভাবে জেঙ্কিন্সের নাম স্বাক্ষরিত চিঠিখানা তাহার হাতে আসে, সেকথা জানাইয়া সে বলিয়াছে, "মাংসের কালিয়া শুনে খাবার দাবার ফেলে রেখে তক্ষুনি আমি বেরিয়ে পড়লাম। জেঙ্কিন্সের বাড়ী গিয়ে দেখি, সব নিঝুম। বাড়ীর ঝিকে নেমন্তন্নের কথা শুধোতে সে বল্লে, কই, তাতো কিছু সে জানে না, কর্ত্তা নাকি তার ব্যায়রামে পড়ে তখন কাৎরাচ্ছে। সে গিয়ে জেঙ্কিন্সের বৌটাকে ডেকে আন্‌লে। আমি শুধোলাম, 'কই গো, নেমন্তন্ন যে করে এলে, বাড়ী দেখি একেবারে নিঃঝুম!' বৌটা বল্লে, 'বলি, মদ গিলে এয়েছ ক' গ্যালন?' এই না বলে, মাষ্টার টম, সেই মদ্দা মেয়েটা আমায় ঘাড় ধরে ঠেলে একেবারে রাস্তায় এনে ফেললে। তখনই আমি বুঝেছি, ইস্কুলের ছেলেরা এর ভেতর না থেকে আর যায় না, নইলে খামকা আমায় ডেকে এনে এরা অপমান করতে যাবে কেন? বাড়ী ফিরে এসে দেখি, যা ভেবেছি তাই— গীর্জ্জের হাতায় ঢোকবার চাবি আর সে তল্লাটেই নেই। তারপর সে চাবি মিলল কোথায় জান, মাষ্টার টম?—একেবারে হাতার দরজায়, তালার গায়ে লটকানো। গেলাম সোজা হেডমাষ্টার মশায়ের বাড়ী চলে। তিনি গেছেন পার্টিতে; মিষ্টার হাণ্টলির ছেলেকেও বাড়ী পেলাম না। তাই তোমার

কাছে এয়েছি, মাষ্টার টম। তুমি সেকেণ্ড সিনিয়র, সব শুনে রাখলে। কাল ইস্কুল বসতে না বসতে হেডমাষ্টারকে সব কথা জানাব।"

কেচ চলিয়া গেলে টম পুরা পাঁচ মিনিট ধরিয়া হাসিয়াছিল ; বুঝিয়াছিল, আজ আবার ছেলেরা বুড়ার বিরুদ্ধে একটা কিছু ষড়যন্ত্র পাকাইয়াছে। কী যে ষড়যন্ত্রটা, সে সম্বন্ধে অবশ্য টমের কোনই ধারণা ছিল না, তবে এটা বুঝিয়াছিল যে এজন্যই চার্লির বাড়ী ফিরিতে আজ কিছু দেরী হইতেছে। তাই সে কন্‌স্‌ট্যান্সের কথায় কোনই উদ্বেগ প্রকাশ করিল না।

টমের ঘর হইতে বাহিরে আসিতেই কন্‌স্‌ট্যান্স লক্ষ্য করিল, জুডি একান্ত উদ্বিগ্ন মুখে জানালার পাশে দাঁড়াইয়া রাস্তার দিকে চাহিয়া আছে। কন্‌স্‌ট্যান্সকে দেখিয়াই সে বলিল, "হাঁগা কন্‌স্‌ট্যান্স, চালি এখনও ফিরছে না কেন! কোনও দিনই তো বাছা এত দেরী করে না!"

"আমিও তো সেই কথাই ভাবছি জুডি!" ক্রমে নটা হইতে সাড়ে নটা এবং শেষে দশটাও বাজিয়া গেল, কিন্তু চার্লির কোন খবরই নাই। এইবাব ভয়ের স্পষ্ট রেখা কন্‌স্‌ট্যান্সের মুখে ফুটিয়া উঠিল ; সে বুঝিল, এইবার হামিশকে খবর দেওয়া প্রয়োজন। আর এখন চুপ কবিয়া থাকিলে চলিবে না, বাড়ীর বাহিব হইয়া খোঁজ করার সময় আসিয়াছে। দ্রুতপদে তাই সে দোতালায় হামিশের ঘরের দিকে উঠিয়া গেল।

রোজকার মত আজও হামিশ ভিতর হইতে ঘরের দরজা আঁটিয়া ডেস্কের সামনে ঝুঁকিয়া পড়িয়া নিজের গোপনীয় কাজে ব্যস্ত ছিল, দরজায় ঘা পড়িতে তৎক্ষণাৎ সে দরজা খুলিয়া দিল না, কহিল, "দাঁড়াও একটু, খুলছি।" সঙ্গে সঙ্গে ভিতর হইতে একটা ড্রয়ার টানিয়া খোলার শব্দ আসিল, এবং একটু পরেই কন্‌স্‌ট্যান্স স্পষ্ট শুনিতে পাইল, দরজা খুলিবার আগে কি একটা জিনিষ হামিশ ড্রয়ারে বন্ধ করিয়া রাখিল! তারপর দরজা খুলিতেই কন্‌স্‌ট্যান্স কটাক্ষে দেখিতে পাইল, হামিশের ডেস্কের উপর তার বাবার আপিসের হিসাবের খাতাখানা তখনও পড়িয়া আছে। কিন্তু এ বিষয়ে ভাল করিয়া চিন্তা করার মত তখন তার মনের অবস্থা নয়, তাই সে এ সম্বন্ধে কোন কথাই উত্থাপন

না করিয়া শুধু কহিল, "রাত দশটা বেজে গেছে, অথচ চার্লি এখনও বাড়ী ফেরেনি—আজ পর্য্যন্ত কখনো এমন আর হয়নি!"

"এখনো ফেরেনি!" তার মুখে ভাবনার চিহ্ন দেখা দিল, কিন্তু মুহূর্ত্তপরেই সে ভাব কাটাইয়া সে বলিল, "চল, এক্ষুনি খবর নিচ্ছি আমি।" বলিয়া কন্‌স্‌ট্যান্সের সহিত একত্র সে নীচে নামিয়া আসিল।

নীচে আসিতেই আর্থারের সাক্ষাৎ মিলিল, এই মাত্র জুডির মুখে সমস্ত শুনিয়া সে চিন্তিত মুখে দাঁড়াইয়া আছে। টম্‌ও আসিয়া জুটিয়াছে।

তিন ভাই এবং জুডি তখন চার্লির খোঁজে সহরের ভিন্ন ভিন্ন দিকে বাহির হইয়া পড়িল।

দেখিতে দেখিতে রাত বারোটা বাজিয়া গেল, কন্‌স্‌ট্যান্স তখন পাগলের মত একবার ঘর আর একবার বাহির করিতেছে। কিন্তু চার্লির খোঁজ কেহই দিতে পারিল না।

"একি টম, জুডি হামিশ! তোমরা এত রাতে এখানে কি করছ?"

উপরের কথাগুলি কহিলেন হেডমাষ্টার মিষ্টার পাই—একটা পার্টিতে তাঁর নিমন্ত্রণ ছিল, সেখান হইতে তিনি বাড়ী ফিরিতেছেন। হেডমাষ্টার মশাইকে চিনিতে পারিয়া টম্ সসম্ভ্রমে টুপি খুলিল। জুডি কাঁদ কাঁদস্বরে বলিল, "মাষ্টার মশাই, আমাদের বড় বিপদ্ হয়ে গেছে; চার্লিকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।"

"চার্লিকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, সেকি?" বলিয়া তিনি হামিশ এবং টমের দিকে তাকাইলেন। ঘাড় নাড়িয়া তাহারা উভয়েই সায় দিল। জুডি বলিল, "এই ঘণ্টাখানেক হল আপনার ইস্কুলের দ্বারোয়ান কেচ্ এসে টমের কাছে এই বলে নালিশ করে গেছে যে, আজ নাকি ছেলেরা তাকে নিয়ে কি এক মজা করেছে। মুখ-পোড়া দ্বারোয়ান হতচ্ছাড়ার বিরুদ্ধে আপনার কাছে আমি কিছু বলতে চাইনে মাষ্টার মশাই, তবে সে যদি চার্লিকে কোথাও আট্‌কে রেখে থাকে, তা হলে কিন্তু……"

হেডমাষ্টার মশাই ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন। কহিলেন, "কেচ্ গিয়ে টমের কাছে নালিশ করে এসেছে? কি বলেছে হে টম্ তোমাকে?"

টম মহা মুস্কিলে পড়িল। ছেলেদের নিয়ম অনুসারে মাষ্টারমশাইদের কাছে একের নামে অপরের লাগান বারণ। কিন্তু টম একে সিনিয়র—স্কুলের ডিসিপ্লিন রাখার ভার কতকটা তার উপর, তদুপরি আবার স্বয়ং হেডমাষ্টার মশাই আদেশ করিতেছেন। এক্ষেত্রে তাহাকে বলিতেই হইবে। জুডির দিকে একটা ক্রুদ্ধ চাহনি হানিয়া সে তখন সমস্ত ঘটনা হেডমাষ্টার মহাশয়কে খুলিয়া বলিল,—জেঙ্কিন্সের বাড়ী কেচের নিমন্ত্রণের কথা, কেচের দুরবস্থার কথা, বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া গীর্জ্জার চাবি খুঁজিয়া না পাওয়ার কথা—সমস্তই।

সব কথা শুনিয়া হেডমাষ্টার ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিলেন, হঠাৎ তাঁর মাথায় নূতন চিন্তা উঁকি দিয়া গেল। তিনি বলিলেন, "ওঃ বোঝা গেছে, গীর্জ্জার হাতাটা তোমরা খুঁজেছ?"

"না তো!"

"তবে সেইটেই এখন করা কর্ত্তব্য। ছেলেরা চার্লিকে একটু শিক্ষা দেবার জন্য নিশ্চয়ই সেখানে ভুলিয়ে নিয়ে বন্ধ করেছে—যেমন একদিন কেচকে করেছিল। বোধহয় তার ওপরে কারো কারো মনের ঝাল রয়েছে, তাই।"

তাঁর কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই জুডি একটা অস্ফুট চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "মাষ্টার মশাই, তা হলে চার্লিকে আর আমরা ফিরে পাব না!"

হেডমাষ্টার ফিরিয়া দেখেন, শুধু জুডি নয়, হামিশ এবং টমও যেন কেমন ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। তিনি বলিলেন, "ব্যাপার কি?"

ছেলেবেলায় দাসীর শিক্ষার ফলে কি ভাবে চার্লির অসম্ভব রকম ভূতের ভয় প্রশ্রয় পাইয়াছে, অন্ধকার রাত্রে সামান্য একটা ছায়া দেখিলেই কি ভাবে তার দাঁত কপাটী লাগিয়া যায়, সমস্তই তখন হেডমাষ্টার মহাশয়কে বুঝাইয়া বলা হইল। শুনিয়া তিনি চঞ্চল হইয়া উঠিলেন, কহিলেন, "শীগগির চল কেচের কাছে। চাবি নিয়ে এক্ষুণি আমাদের গীর্জ্জের হাতায় ঢুকতে হবে।"

দ্রুতপদে সকলে কেচের ঘরের নিকট চলিয়া আসিলেন। হেডমাষ্টার মহাশয় উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, "কেচ, শীগগির দরজা খোল।" ভিতর হইতে উত্তর আসিল, "খুলছি, তোমার শ্রাদ্ধটা আগে সেরে নিই!"

"আহা হা, গলার আওয়াজে বুঝছনা আমি কে?"

"খুব বুঝছি, তুমি হচ্ছ লণ্ডন-জু'র সেই হনুমানটি!"

মহা মুস্কিল, কেচ হেডমাষ্টার মহাশয়ের গলার স্বর চিনিতে পারিতেছে না। টম যখন গিয়া দমাদম দরজার উপর ধাক্কা দিতে শুরু করিল, তখন অবশ্য কেচকে দরজা খুলিতেই হইল। খুলিয়াই দেখে, স্বয়ং হেডমাষ্টার!

ভীত, সন্ত্রস্ত কেচের ক্ষমা প্রার্থনা শুনিবার জন্য হেডমাষ্টার এক মুহূর্ত্তও সেখানে দাঁড়াইলেন না। তাড়াতাড়ি চাবি লইয়া সদলবলে তিনি গীর্জ্জার হাতায় ছুটিলেন।

কিন্তু কোথায় চার্লি! সমস্ত হাতাটা চষিয়া বেড়ান হইল, উচ্চকণ্ঠে তার নাম লইয়া বার বার ডাকা হইল, কিন্তু চার্লির কোন উদ্দেশই মিলিল না।

পরের দিনকার সকাল বেলাকার ঘটনা। স্কুলের ঘণ্টা তখনও বাজে নাই, যে কয়টি ছেলে চার্লিকে লইয়া রগড় করিয়াছিল, একটা কোনে বসিয়া তারা খুব জটলা পাকাইতেছে—"ওঃ, ছোঁড়াকে কাল কি ঘুঘুটাই না দেখিয়েছি—ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার মত দৌড়!"

হররা-হাসি পুরাদমে চলিতেছে, এমন সময় দেখা গেল, তাদেরই দলের অপর একটি বালক—তার নাম সিম্‌স্—নবমীর পাঁঠার মত কাঁপিতে কাঁপিতে স্কুলে ঢুকিতেছে। বেচারা পাড়া গাঁ হইতে নূতন আমদানী, সর্ব্বদাই তার মুখে কেমন একটা ভয়-ভয় ভাব মাখান। কিন্তু যে চেহারা লইয়া এখন সে আসিতেছে তাতে মনে হয়, চার্লি নয়, তারই বুঝি এই মাত্র কোন ব্রহ্মদৈত্যের সঙ্গে দেখা হইয়া গেছে: মুখ ফ্যাকাশে, মাথার চুলগুলি খাড়া খাড়া, চোখ খোঁড়লে ঢুকিয়াছে। তার উপর নজর পড়িতেই পিয়ার্স দাঁত কড়মড় করিয়া

বলিল, "দেখছ ছোকরার সাহস, কাল থেকে যখন ও চার্লির হয়ে মাঝে মাঝে কাঁদুনি গাইছিল, এক-একবার মনে হচ্ছিল আমার দিই ছোঁড়ার ঘাড় ধরে দল থেকে বার করে! হতচ্ছাড়া ভীরু কোথাকার! আরে এই যে সিমস! বলি কবর-খানা থেকে উঠে আসছ নাকি?"

সিমস ততক্ষণে নিকটে আসিয়া পড়িয়াছিল, ধরা গলায় কহিল, "না, নদী-ঘাটা থেকে। বিস্তর লোক জমে গেছে সেখানে। কি হয়েছে জান, আমাদেরই ইস্কুলের কোন ছাত্র নাকি কাল রাতে নদীতে ডুবে মরেছে—নিশ্চয়ই চার্লি! কাল অত করে বারণ করলাম তোমাদের, শুনলেনা। এখন ঝোল সবশুদ্ধ ফাঁসির কাঠে!"

ঠিক এই সময় ঢং ঢং করিয়া স্কুলের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিতেই সকলে গা-মোড়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। পিয়ার্স বলিল, "যাক যা হবার তো হয়েছে, এখন উপস্থিত আমাদের কর্ত্তব্য হচ্ছে একদম চুপ মেরে যাওয়া। সবাই এক সঙ্গে স্রেফ অস্বীকার করে বসব, বলব, কিছুই জানিনা আমরা।"

রোল-কল হইয়া গেছে, এমন সময় টম চ্যানিং ধীরে ধীরে আসিয়া ক্লাশে ঢুকিল। আজ সে লেট। হেডমাষ্টার ইসারায় তাকে কাছে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "টম, চার্লিকে খুঁজে পাওয়া গেছে?"

"আজ্ঞে না স্যর! সারা রাত ধরে খুঁজতে কোথাও আমরা বাকী রাখিনি। পুলিশে খবর দেওয়া হয়েছে, তারাও খোঁজ শুরু করেছে।" বলিয়া টম থামিল। সে নদীঘাটার দিক হইতে আসে নাই, আসিলে অন্য রকম খবর দিত।

হেডমাষ্টার কি একটা উত্তর দিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু সবিস্ময়ে দেখিলেন, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে হামিশ ঘরে আসিয়া ঢুকিতেছে; আর দুনিয়ার বিরক্তি মুখে ফুটাইয়া তারই পিছন পিছন আসিতেছে স্বয়ং দ্বারোয়ান মিষ্টার কেচ।

হেডমাষ্টারকে অভিবাদন করিয়া হামিশ কহিল, "আপনার সময় বোধহয় একটু নষ্ট করছি মিষ্টার পাই, মাপ করবেন। কিন্তু নিতান্ত নিরুপায় হয়েই আপনার কাছে আসতে হয়েছে। আমাদের চার্লিকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কেচ বলছে রাত্রে ক'টি ছেলে নাকি গীর্জ্জার হাতায় ঢুকে কি একটু

মজাটজা করছিল (হামিশের ঠোঁটের আগায় সামান্য একটু হাসি জাগিয়া আবার তখনই নিভিয়া গেল)।—হ্যাহে কেচ, ব্যাপারটা হেডমাষ্টার মশাইকে বলতো ?"

কেচ দাঁত কড়মড় করিয়া সমস্ত ক্লাশটার পানে কঠিন ভাবে একবার তাকাইল, বাঘ যেমন শিকারের পানে তাকায়। যে আনন্দ হামিশ আজ তাহাকে দিল, এতখানি আনন্দ সারা জীবনে বোধ হয় আব সে কখনো পায় নাই। সাড়ম্বরে গত রাত্রির সমস্ত ঘটনা সে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করিল ; মাংসের কালিয়া লইয়া ছেলেরা যে কী পরিমাণ তার কচি প্রাণে ব্যথা দিয়াছে, বার বার সে কথা জানাইতেও ভুলিল না।

কেচ থামিলে পর হামিশ হেডমাষ্টারের দিকে তাকাইয়া কহিল, "আপনি যদি দয়া করে একটু অনুসন্ধান করে বার করেন কে কে সে দলের ভেতর ছিল মিষ্টার পাই, তা হলে বড়ই উপকার হয়। একটা কথা বলে রাখা দরকার —সে ছেলেদের ওপর আমার এতটুকু রাগ নেই বা তাদের কেউ যে শাস্তি পায় তা আমি একেবারেই চাই না। আমি শুধু তাদের কাছ থেকে এইটুকু জানতে চাই যে, চার্লি সে দলের ভেতর ছিল কি না এবং বর্ত্তমানে সে কোথায় তার খবর কেউ দিতে পারে কিনা।"

সরল এবং প্রশান্ত ভাবে হামিশ কথাগুলি বলিয়া গেল এবং এ কথার পর অনেকেই হয়তো আগাইয়া নিজের নিজের দোষ করিত যদি না একটু আগেই সিমস নদী-ঘাট হইতে সেই সর্ব্বনেশে খবরটি লইয়া আসিত। সে খবর শোনার পর কি আর দোষ-স্বীকার সম্ভব ? বাব্বাঃ!

ফলে কেহই উচ্চবাচ্য করিল না। দেখিয়া হেডমাষ্টার মশায় দারুণ চটিলেন। হাতের বেতখানা বার কয়েক টেবিলের উপর আছড়াইয়া বলিলেন, "কথাগুলো তোমাদের কাণে ঢুকলো নাকি ? খাসা সব ছাত্র তৈরী হচ্ছে আজকাল আমার ইস্কুলে! এগিয়ে এসে নিজের দোষ স্বীকার করে, এমন বুকের পাটা একজনেরও নেই।"

এই অপবাদেরও কিন্তু কোন ফল হইল না। সিনিয়রেরা কোন খবরই

রাখিত না, তাহারা চুপ করিয়া রহিল, বাকী ছাত্রের দল মাথা নীচু করিয়া পাথরেব মূর্ত্তির মত স্থির হইয়া রহিল। কেবলমাত্র সিমস্‌ ঠক্‌ঠক্‌ করিয়া কাঁপিতেছিল, এবং তার মুখ দিয়াও একটা আর্ত্তনাদ প্রায় বাহির হইতে হইতে পাশের ছেলেটির গোপন-লাথি খাইয়া কোনমতে থামিয়া গেল।

হেডমাষ্টার মহাশয় এবার চোখ দুইটি জবাফুলের মত লাল করিয়া ক্লাশের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "কোথায় চার্লি? কোথায় রেখেছ তাকে তোমরা? চুপ্‌ করে থাকলে চলবে না, আমি জবাব চাই-ই।"

তাঁর এই দৃঢ় গম্ভীর স্বরে এবার একটা কাণ্ড ঘটিয়া গেল, সিম্‌স্‌ ছোকরা একেবারে কাঁপিতে কাঁপিতে মেঝের উপর ধড়াস্‌ করিয়া উপুড় হইয়া পড়িল, গোঙাইতে গোঙাইতে বলিল, "আমি নই, স্যর, আমি নই; আগাগোড়া আমি নিষেধ করে এসেছি স্যর! চার্লি যদি মরে গিয়ে থাকে তবে সেজন্য আমি দায়ী নই স্যর, আমি দায়ী নই........"

তারপর হেডমাষ্টার মহাশয়ের জেরায় সে গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত কী ভাবে চার্লি'কে ভয় দেখাইবার বন্দোবস্ত হইয়াছিল, চক্রান্তের ভিতর কে কে ছিল, সমস্তই খুলিয়া বলিল। তবে নদী-ঘাটার গুজবের কোন উল্লেখ করিল না।

শুনিয়া অনেকেই আশ্চর্য্য হইল। হেডমাষ্টার মহাশয় কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন, দেখিতে দেখিতে তাঁর মুখ অমাবস্যার রাত্রির মত কালো হইয়া উঠিল। জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভূত সেজেছিলেন কিনি?"

"আজ্ঞে পিয়ার্স।"

"হুঁ, আমিও মনে মনে সেই রকমই অনুমান করছিলাম বটে! পিয়ার্স, উঠে এস এদিকে।" হামিশকে চুপি চুপি বলিলেন, "চার্লি ভয়ে কোথাও লুকিয়ে আছে, আজ নিশ্চয়ই বাড়ী ফিরবে।"

পিয়ার্স মুখ নীচু করিয়া হেডমাষ্টারের নিকট আসিয়া দাঁড়াইতেই তিনি বলিলেন, "এ রকম আচম্‌কা ভয় দেখালে মানুষের বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পেয়ে যায়, এমন কি, মানুষ চিরদিনের মত পাগলও হয়ে যেতে পারে, তা জানো?"

পিয়ার্স এ কথায় কোন জবাব না দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। হেডমাষ্টার মশায়ের মুখ ক্রমেই কঠিন হইয়া উঠিল, জলদ-গম্ভীরস্বরে তিনি হাঁকিলেন, "জেরাল্ড!"

সমস্ত ক্লাশ কাঁপিয়া উঠিল, কেননা এ কণ্ঠস্বরকে তাহারা খুব ভাল করিয়াই চিনিত—পিয়ার্স্‌কে আজ বেত মারা হইবে। জেরাল্ড ইয়র্ককে ডাকিবার উদ্দেশ্য এই যে, গোটা স্কুলের মধ্যে সে-ই সব চাইতে লম্বা-চওড়া—কোন বড় ছেলেকে বেত মারিবার প্রয়োজন হইলে তাহাকে সোজাভাবে ধরিয়া দাঁড় করানোর ভার পড়িত জেরাল্ডের উপর ; তারপর খালি পিঠের উপর হেডমাষ্টার মশায় দমাদম্ প্রহার করিয়া যাইতেন।

সমস্ত অনুষ্ঠানই ঠিক হইয়া গেছে, হেডমাষ্টার বেত উচাইবেন, এমন সময় তাঁহার নজরে পড়িল, বাইওয়াটার একেবারে তাঁর নিকটে আসিয়া কি যেন বলিতেছে। তাহার দিকে ফিরিতেই সে বলিয়া উঠিল, "স্যর, পিয়ার্সকে ছেড়ে দিন, বেত মার্‌তে হয় আমায় মারুন।"

"কেন ?"

"ও ভূত সেজেছিল আমারই কথায়, দলের পাণ্ডা আমি।"

হেডমাষ্টার মশায় রুমালে মুখখানা একবার মুছিয়া ফেলিলেন। তারপর কাহাকে আগে বেত মারা উচিত এই কথাই ভাবিতেছেন, অকস্মাৎ এক অভাবনীয় কাণ্ডে সমস্ত স্কুলটা একেবারে নাড়াচাড়া খাইয়া উঠিল। নদী-ঘাটা হইতে একটি লোক একেবারে সটান ঘরের ভিতরে ঢুকিয়া পড়িয়া কহিল, "মাষ্টার মশাই, বড় দুঃসংবাদ বয়ে আনছি আমি! আপনাদের ছাত্র চার্লি চ্যানিং কাল রাতে নদীতে ডুবে মারা গেছে—এই তার টুপি, জলের ভেতর পাওয়া গেছে"—বলিয়া স্কুলের ছেলেরা যে টুপি মাথায় দেয় সেই রকম একটা টুপি সে আগাইয়া ধরিল। তার উপর স্পষ্ট অক্ষরে সূঁচ সুতায় লেখা, চার্লি চ্যানিং। বোধহয় গোটা বাড়ীখানা ধ্বসিয়া পড়িলেও কেহ এর চাইতে বেশী স্তম্ভিত হইত না। হামিশের পায়ের তলাকার মাটি দুলিয়া দুলিয়া উঠিতে লাগিল, বুকের ভিতরটা হিম হইয়া আসিল, কিন্তু তবুও প্রাণপণ শক্তিতে মুখে সে উৎকণ্ঠার ভাব কিছুমাত্র প্রকাশ পাইতে দিল না। হেডমাষ্টার মশায় কিন্তু অতটাও পারিলেন

না, মুখ ঢাকিয়া ধপ্ করিয়া তিনি চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন, তাঁর মুখ দিয়া বাহির হইল, "আহা হা!"

সেই মুহূর্ত্তেই সেদিনকার মত বিদ্যালয় ছুটি হইয়া গেল এবং গোটা কলেজিয়েট স্কুলটাই—মাষ্টার মশায় এবং ছাত্র হইতে আরম্ভ করিয়া বাচ্চা চাকরটা পর্য্যন্ত—ঊর্দ্ধশ্বাসে এক সঙ্গে একেবারে নদী-ঘাটার দিকে বাহির হইয়া পড়িল। যে লোকটা খবর আনিয়া স্কুলে পৌঁছাইয়া দিয়াছিল, পথে চলিতে চলিতে সমস্ত ব্যাপারটাই সে খুলিয়া বলিল। নদী-ঘাটার ঠিক উপরেই সে থাকে, সংসারে এক বুড়ী মা আর ছোট্ট একটি মেয়ে ছাড়া তার আর কেউ নাই। বুড়ী মা পক্ষাঘাতে পঙ্গু হইয়া আছে, নিজে এপাশ হইতে ওপাশ পর্য্যন্ত ফিরিয়া শুইতে পারে না। কথাও বলে অতি কষ্টে চিঁ চিঁ করিয়া। কাল আগ্ রাত্তিরে সে বা তাহার মেয়ে কেহই বাড়ী ছিল না। বুড়ী ঘরের ভিতর একা শুইয়া ছিল, হঠাৎ তার মনে হইল, কে যেন প্রাণপণে নদীর দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। পায়ের শব্দে মনে হইল, ছেলে-ছোকরাই সে হইবে। একটু পরেই ঝপ করিয়া নদীর ভিতর হইতে একটা শব্দ আসিল, বেশ বোঝা গেল ছেলেটি নদীর ভিতর পড়িয়াছে। গলা ফাটাইয়া বুড়ী চীৎকার করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু একে তার ঐ গলা, তাতে আবার স্থানটি তখন একেবারে নির্জ্জন; কোনই ফল হইল না। এদিকে ছেলেটি তখন জলের হাত হইতে পার পাইবার জন্য দারুণ হুটোপাটি করিতেছে! বুড়ী আর সহ্য করিতে পারিল না; দুই হাতে কান ঢাকিয়া কোনমতে বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া রহিল—নহিলে ওই কচি বাছার মৃত্যু-সময়কার চীৎকার মানুষ সহ্য করিতে পারে? খানিক বাদে সে বাড়ী ফিরিলে তার মা তাকে সব কথাই বলিয়াছিল, কিন্তু সে রাত্রে তার মদ খাওয়াটা হইয়াছিল কিছু বেশী, সুতরাং কোন কথাই তার মগজে ঢোকে নাই। আজ ভোরে নেশা ছুটিয়া যাওয়ার পর সব শুনিয়াই সে খোঁজ লইয়াছে, ফলে জলের ভিতর ঐ টুপিটি পাওয়া গেছে। আর তা ছাড়া নদীর পারেও ছোট ছেলের জুতার দাগ বেশ স্পষ্টই দেখা যাইতেছে।

ক্রমে সকলে নদী-ঘাঠায় আসিয়া পৌছিল, বিস্তর লোক তখন সেখানে জমায়েৎ হইয়াছে। পুলিশের লোকেরা বেড়াজাল দিয়া নদীটি ছাঁকিবার যোগাড় করিতেছে—যদি তাহাতে মৃতের কোন সন্ধান মেলে। সকলে উদগ্রীব হইয়া নদীর পাড়ে দাঁড়াইয়া, হঠাৎ দেখা গেল, সাধারণ মানুষের প্রায় আড়াইগুণ বড় পা ফেলিতে ফেলিতে একটি লোক তীরের মত এদিকে ছুটিয়া আসিতেছে। প্রথমেই হ্যামিশের সহিত তার চোখাচোখি হইতে সে জিজ্ঞাসা করিল, "চার্লি নাকি নদীতে ডুবে গেছে?"

হামিশ মাথা নাড়িয়া "হ্যাঁ" বলিতেই লোকটা একটানে তার টুপি ও জামা ছিটকাইয়া ফেলিয়া একেবারে নদীর বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িল। সকলে হাঁ হাঁ করিয়া উঠিল, হামিশ চীৎকার করিল, "আহা হা, কর কি রোল্যাণ্ড, থাম! নদীতে বেড়া-জাল ফেলেছে, তুমি এক্ষুনি আটকে পড়বে!"

আর থাম! রোল্যাণ্ড ইয়র্ক ততক্ষণে একবারে মাঝ নদীতে।

কিন্তু সমস্তই বৃথা। রোল্যাণ্ড ইয়র্ক ডুব সাঁতারে সমস্ত নদীটা চষিয়া বেড়াইতে লাগিল, বেড়া জাল যারা ফেলিয়াছিল তারাও চেষ্টার এতটুকু কসুর করিল না, কিন্তু তবুও চার্লির কোন উদ্দেশ নাই।

রোল্যাণ্ড জল হইতে উঠিয়া ভিজা পোষাক নিংড়াইতেছিল, হঠাৎ পরিচিত কণ্ঠের স্বর কানে আসিতেই মুখ ফিরাইয়া দেখে, রেভারেণ্ড মিষ্টার ইয়র্ক উদ্বিগ্ন স্বরে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "কি হোল, পাওয়া গেল চার্লিকে?"

মিষ্টার ইয়র্কের উপর রোল্যাণ্ড হাড়ে চটা। আর্থার চ্যানিংয়ের নামে চুরির অপবাদ উঠিয়াছে শুনিয়া যেদিন তিনি কন্‌স্‌ট্যান্সের সহিত নিজের বিবাহের সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন, সেদিন হইতেই রোল্যাণ্ড ইয়র্ক মুখখানাকে হাঁড়িপানা করিয়া থাকে, কাটা-কাটা কথা শুনাইতেও কসুর করে না। আজও সে ছাড়িল না, ঠোকর মারিয়া কহিল, "জোর বরাত দেখছি চ্যানিংদের—খোঁজটা তবু নিলে! আমি ভেবেছিলাম বুঝি কন্‌স্‌ট্যান্সের সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ ভাঙ্গার পর..."

"আঃ! তোমায় আমি হাজারবার বারণ করেছি রোল্যাণ্ড্, মিস্ চ্যানিংয়ের প্রসঙ্গ আমার কাছে আর উত্থাপন করো না!"

"ভা—রী বয়ে গেল তাতে মিস্ চ্যানিংয়ের! বলি খবর রাখ? শীগগিরই এমন একজন লোকের সঙ্গে তার বিয়ে হচ্ছে যে তোমায় আমায় মত লোককে গোমস্তা রাখতে পারে।" বলিয়া সগর্ব্বে রোল্যাণ্ড্ মিষ্টার ইয়র্কের মুখের দিকে তাকাইল।

ব্যাপার একটু বুঝাইয়া বলা দরকার। রোল্যাণ্ডের মামা, বুড়া লর্ড ক্যারিক্ যে কন্‌স্ট্যান্সের নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তা রোল্যাণ্ড জানিত; আরও জানিত যে, কন্‌স্ট্যান্স সে প্রস্তাবে রাজী না হওয়ায় ব্যাপারটা সেখানেই চুকিয়া গিয়াছে। কিন্তু যাক্ চুকিয়া, এ খবরটি দিয়া মিষ্টার ইয়র্কের থোঁতা মুখ ভোঁতা করিতে তো সে পারিবে! সেইটাই রোল্যাণ্ডের মহা লাভ!

কথাটা শুনিয়াই মিষ্টার ইয়র্কের মুখ লাল হইয়া উঠিল, তিনি কহিলেন, "কে সে লোকটি শুন্‌তে পাই?"

"স্বচ্ছন্দে—আমারই মাতুল মশাই তিনি—লর্ড ক্যারিক্।"

"বাজে খবর দিচ্ছ তুমি।"

"বাজে খবর! বেশ, লেডি ক্যারিক্ হয়ে কন্‌স্ট্যান্স যখন গীর্জ্জে থেকে বেরিয়ে আসবে তখন বুঝবে, বাজে খবর কি কাজের খবর।"

এ অর্ব্বাচীনের সহিত কথা বলিয়া নিজেকে তিনি আর অপদস্থ করিবেন না ভাবিয়া মিষ্টার ইয়র্ক রোল্যাণ্ডকে প্রাণ ভরিয়া খুশি হইবার অবসর দিয়া সেখান হইতে বিদায় লইলেন। কিন্তু তাঁহার মনের ভিতরটা খচ্ খচ্ করিতে লাগিল। রোল্যাণ্ড যা বলিল তাকি সত্য? সত্যই কি কন্‌স্ট্যান্সের সহিত চিরকালের জন্য তাঁর ছাড়াছাড়ি হইয়া যাইবে? এ কথা তো তিনি একদিনও ভাবেন নাই!

এক পা দু' পা করিয়া সেখান হইতে তিনি চ্যানিংদের বাড়ীর পানে রওয়ানা হইলেন। বড় হল ঘরটায় সকলে বসিয়া চার্লির কথা লইয়াই আলোচনা

করিতেছিল, বাহিরের দু'চারজন বন্ধুস্থানীয় লোক—মিষ্টার হাণ্টলি, মিষ্টার গ্যালওয়ে প্রভৃতিও উপস্থিত ছিলেন।

মিষ্টার ও মিসেস্ চ্যানিংকে খবর দেওয়া লইয়া কথা হইতেছিল। মিষ্টার হাণ্টলি বলিতেছিলেন, "যতক্ষণ না একেবারে নিশ্চিন্ত হওয়া যাচ্ছে, কী দরকার ততক্ষণ তাঁদের উতলা করে? মিষ্টার চ্যানিং ক্রমেই আরোগ্যের পথে এগিয়ে আসছেন, হয়তো খুব শীগগিরই আবার পূর্ণ স্বাস্থ্য নিয়ে তোমাদের মধ্যে ফিরে আসবেন। এখন এমন একটা খবর কানে গেলে আবার তিনি ভেঙ্গে পড়বেন, যেটুকু উপকার হয়েছে তার তিন গুণ অপকার হবে; এত খরচপত্র করে চেঞ্জে যাওয়া সবই ব্যর্থ হয়ে যাবে।"

"ঠিক পরামর্শই দিয়েছেন মিষ্টার হাণ্টলি, আপাততঃ খবর দিয়ে কাজ নেই।"

কণ্ঠস্বরে চম্‌কাইয়া ঘাড় ফিরাইতেই কন্‌স্‌ট্যান্স দেখিল, বক্তা রেভারেণ্ড মিষ্টার ইয়র্ক। আলোচনার মধ্যে কোন্ ফাঁকে তিনি যে ঘরে আসিয়া ঢুকিয়াছেন সে তা খেয়ালই করে নাই।

তখন ঠিক হইল, মিষ্টার হাণ্টলির যুক্তিমতই কাজ হইবে। সকলে উঠিবার উদ্যোগ করিতেই মিষ্টার ইয়র্ক কন্‌স্‌ট্যান্সকে জানাইলেন যে কাল প্রাতে সে যদি বাড়ী থাকে তো তিনি বড়ই সুখী হইবেন, কেননা তাহার সহিত তাঁর একটু প্রয়োজন আছে। কন্‌স্‌ট্যান্স আশ্চর্য্য হইয়া তাঁর দিকে তাকাইল, কিন্তু মিষ্টার ইয়র্ক আর কোন কথা না বলিয়া অপর সকলের সহিত ধীরে ধীরে বাহিরে চলিয়া আসিলেন।

মিষ্টার ইয়র্ককে আপাততঃ ছাড়িয়া পাঠকপাঠিকাদের আমার সহিত একবার এটর্নী গ্যালওয়ের আপিসে ঢুকিতে হইবে—অন্য কোন উদ্দেশ্য নয়, রোল্যাণ্ডের মুখের অবস্থাটি দেখিবার জন্য। দিনকয়েক পরের কথা। আপিসে পা দিয়াই সেদিন সে শুনিল, জেঙ্কিন্স একেবারে শয্যাশায়ী হইয়া পড়িয়াছে, বেশ কিছুদিন এখন সে কাজে আসিতে পারিবে না। গত কয় মাস হইতেই বেচারা বিশ্রী একটা কাসিতে ভুগিয়া ভুগিয়া দিনদিন রোগা আর ফ্যাকাশে হইয়া যাইতেছিল, কিন্তু লোকটা অসাধারণ কর্ত্তব্যপরায়ণ, তাই একদিনের তরেও

কাজে কামাই দেয় নাই। কিন্তু আজ সে একেবারেই অচল হইয়া পড়িয়াছে। ভোরে দুই দুই বার মাথা ঘুরিয়া অজ্ঞান হওয়া সত্ত্বেও সে আপিসে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিল, তার স্ত্রী তাই তাহার সমস্ত কাপড়-চোপড় জুতা প্রভৃতি লইয়া পাশের কামরায় তালা লাগাইয়া দিয়াছে। কাজেই বাধ্য হইয়া তাকে বিছানায় আশ্রয় লইতে হইয়াছে।

খবর শুনিয়া রোল্যাণ্ডের মুখ দুই ইঞ্চি লম্বা হইয়া পড়িল, চোখ দুটি একেবারে গোল হইয়া গেল—য়্যাঁ, এরা বলে কি? সমস্ত আপিসের কাজ তাকে একলা চালাইতে হইবে? রোল্যাণ্ড রাগে গর গর করিতে লাগিল। মেঝের উপব রাশীকৃত দলিল পড়িয়া ছিল, সেগুলি সমস্তই নকল করিতে হইবে। রোল্যাণ্ড বুটেব এক ঠোকবে সেই অচেতন "বেচারা" গুলির উপরেই উপস্থিত মনের ঝালটা ঝাড়িয়া নিয়া জানলাব পাশে আগাইয়া গেল; দেখিল, সামনের রাস্তা দিয়া আর্থার বাড়ীর পানে যাইতেছে। দেখিয়াই উচ্চকণ্ঠে নাম ধরিয়া ডাকিয়া রোল্যাণ্ড তাকে নিকটে আসিতে বলিল।

আর্থাব ভিতরে আসিল। বিতাড়িত হইবার পর আজ এই প্রথম সে এটর্নী আপিসে ঢুকিতেছে। মনে পড়ায় তার মুখ ক্ষণেকের জন্য লাল হইয়া উঠিল, কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই রোল্যাণ্ড ইয়র্কের দিকে চাহিয়া সে প্রশ্ন করিল, "একি রোল্যাণ্ড, তোমার অসুখ করেছে নাকি?"

"আর অসুখ! দু'দিন বাদে যখন আমায় কবর দেবার জন্যে মা তোমাদের ডেকে পাঠাবেন তখনই সব বুঝতে পারবে!" বলিয়া রোল্যাণ্ড একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল।

আর্থার ভয় পাইয়া বলিল, "সেকি? কি হয়েছে তোমার?"

"কি হয়েছে? রাত বারোটা পর্য্যন্ত রোজ রোজ যদি কারো সমানে খাটতে হয় তো তিন দিনেই তার ব্রেনফিবার, আর চার দিনের দিন অক্কা।" বলিয়া তার দুঃখের কাহিনী সবিস্তারে আর্থারের নিকট বর্ণনা করিয়া সে কহিল, "আঃ, পোর্ট-র‍্যাটাল থেকে একটা ভাল খবর পাই তো যাই সব ছেড়েছুড়ে সেখানে চলে। অন্ততঃ এ মুটকো গ্যালওয়ের হাত হতে তো রেহাই পাওয়া যাবে!"

"মুটকো গ্যালওয়ে বড়ই মন্দ, নয়? যেহেতু সে জেঙ্কিন্সের অসুখটা থামাতে পারেনি! তা বাপু, কাজটা যখন তুলতেই হবে, তখন ওখানে ওই জানলার কাছে টেড়িতে হাওয়া লাগাবার চাইতে ডেস্কের সামনে বস্‌লেই যেন একটু ভাল হয়!"

কথাগুলি বলিলেন মিষ্টার গ্যালওয়ে স্বয়ং; কখন তিনি রোল্যাণ্ডের অলক্ষ্যে ঘরে আসিয়া ঢুকিয়াছেন সে তা টের পায় নাই। আর্থারের দিকে নজর পড়িতে মিষ্টার গ্যালওয়ে বলিলেন, "এই যে আর্থার, ভাল?"

"এই একরকম, ধন্যবাদ।" তার পর একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "আপনার এখন বড়ই কাজের চাপ, রোল্যাণ্ড বোধহয় পেরে উঠবেনা। যদি আপনার কোন আপত্তি না থাকে তবে কতগুলো দলিল আমি বাড়ী নিয়ে যেতে পারি, নকল করে ফিরিয়ে দিয়ে যাব।"

"এত সময় পাবে কোথা তুমি?"

"আমার সময়? তা আছে মিষ্টার গ্যালওয়ে। আপনার এখান থেকে বিদেয় হবার পরে হেলষ্টনলি সহরে তো কেউ আমাকে বিশ্বাস করে কোন কাজে ভর্ত্তি করেনি!"

মিষ্টার গ্যালওয়ে ভাবিলেন, সুনাম এমনই বটে, হারাইতে সময় লাগেনা এতটুকু কিন্তু একবার হারাইলে আর ফিরিয়া পাওয়া যায় না। প্রকাশ্যে কহিলেন, "তা, বাড়ী নিয়ে দরকার নেই, তুমি এখানে বসেই কাজ করতে পার।"

"আজ্ঞে সে হয়না, বাড়ীতেই যেতে হবে আমাকে।"

গ্যালওয়ে আর আপত্তি করিলেন না, ফলতঃ তিনি আরামের নিঃশ্বাসই ছাড়িলেন। আর রোল্যাণ্ড? গ্যালওয়ে উপস্থিত থাকিলে সে আর্থারকে কোলে লইয়া নিশ্চয়ই নাচিত। তা যখন সম্ভব হইল না তখন আর্থার অন্তর্হিত হইলেই সে নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "বেচারা।...জানেন স্যর, সহরে এক নূতন গুজব উঠেছে, কেউ কেউ বলতে শুরু করেছে যে টাকা আর কেউ নেয়নি, আপনার ভাই-ই নাকি তা পেয়েও অস্বীকার করেছেন।"

গ্যালওয়ে চটিয়া টেবিলের উপর ঘুষি মারিয়া কহিলেন, "বটে? কে এ গুজব রটাচ্ছেন শুনি? তুমিও সে দলের একজন নাকি?"

"আমি কেন হতে যাব? আমি বরাবর এক কথাই বলে আসছি, এ পোষ্ট-আপিসেরই কর্ম্ম।"

গ্যালওয়ে মুখ লাল করিয়া নিজের খাস কামরায় চলিয়া গেলেন, বলিয়া গেলেন, এ গুজবের মূলে কে আছে জানিতে পারিলে তার নামে তিনি মামলা আনিবেন।

বেলা তিনটা পর্য্যন্ত কাজ করিয়া গ্যালওয়ে একবার বাহিরে গেলেন, রোল্যাণ্ডও কলম ছুঁড়িয়া ফেলিয়া চেয়ারে ঠেসান দিয়া শুইবার উপক্রম করিল। এই সময় ডাকের পিয়ন দুইখানা চিঠি আনিয়া দিল। রোল্যাণ্ডের কৌতূহলের কমতি নাই, সে চিঠি দুখানা নানা ভাবে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া, কে কোথা হইতে লিখিয়াছে তাহাই বুঝিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু কিছুই বুঝিতে না পারিয়া শেষটায় টেবিলের উপর রাখিয়া দিল। খানিক বাদে মিষ্টার গ্যালওয়ের চাকর বাড়ী হইতে আরও একখানা চিঠি দিয়া গেল। কর্ত্তা নাকি তাহাকে বলিয়া আসিয়াছেন, চিঠিপত্র আসিলে সে যেন তা আপিসে লইয়া আসে। এখানাও রোল্যাণ্ড নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতে কসুর করিল না। শেষে তিনখানা চিঠিই একত্র করিয়া সে গ্যালওয়ের খাসকামরায় টেবিলের উপর চাপা দিয়া রাখিয়া আসিল।

ঘণ্টা দুই বাদে গ্যালওয়ে ফিরিয়া আসিয়া চিঠিপত্র কিছু আছে কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন। সমস্ত চিঠি তাঁর টেবিলের উপর আছে শুনিয়া ঘরে ঢুকিয়া তিনি এক একখানা করিয়া সেগুলি খুলিয়া ফেলিলেন। শেষ চিঠিখানা খুলিয়াই কিন্তু তিনি বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন—সে চিঠির মধ্যে একখানা কুড়ি পাউণ্ডের নোট এবং সেই সঙ্গে এক টুকরো কাগজে সম্পূর্ণ অপরিচিত হস্তে লেখা—"আমার জন্য নিরপরাধ লোক মিছামিছি গঞ্জনা পাইতেছে; আপনার নোটখানা তাই ফেরৎ পাঠাইলাম।"

স্তম্ভিত গ্যালওয়ে ভাবিতে লাগিলেন, একি ব্যাপার! রোল্যাণ্ড ইয়র্কের

থিওরি মাঠে মারা গেল, কেননা পোষ্ট আপিসে খোয়া গেলে টাকা কিছুতেই ফেরৎ আসিত না। আর তাঁর ভাইয়ের বিরুদ্ধে কুচক্রী লোকগুলো যে গুজব রটাইতেছিল তাহাও বিলকুল মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হইল, যেহেতু তাঁর ভাই আর্থারের সম্বন্ধে বিন্দুবিসর্গও কোন খবর রাখিত না। তবে একি আর্থার নিজেই? সে-ই কি নিজের দোষ ক্ষালনের জন্য টাকা পাঠাইয়াছে? কিন্তু আর্থারই বা এত টাকা কোথায় পাইবে?

মিষ্টার গ্যালওয়ে আর্থার চ্যানিংকে ডাকিয়া আনিবার জন্য রোল্যাণ্ড ইয়র্ককে পাঠাইয়া দিলেন।

কিছুক্ষণ পরে রোল্যাণ্ড ইয়র্কের সহিত আর্থার এটর্নী আপিসে আসিয়া ঢুকিল। মিষ্টার গ্যালওয়ে তাহাকে তাঁহার খাসকামরায় আসিতে ইঙ্গিত করিলেন। সে ঘরে ঢুকিতেই গ্যালওয়ে দরজাটা বন্ধ করিয়া দিয়া টেবিল-চাপার তলা হইতে সেই রহস্যজনক চিঠিটা উঠাইয়া তার হাতে দিলেন এবং একদৃষ্টে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন, চিঠি পড়িয়া তার মুখে কি রকম ভাবান্তর উপস্থিত হয়।

আর্থার স্বপ্নাবিষ্টের মত বারদুই চিঠিখানির উপর চোখ বুলাইয়া গেল, তার মুখে যে অকৃত্রিম বিস্ময়ের রেখা ফুটিয়া উঠিল তাহা মিষ্টার গ্যালওয়ের দৃষ্টি এড়াইল না। তিনি বলিলেন, "এই চিঠির সঙ্গে একখানা কুড়ি পাউণ্ডের নোটও এসেছে আর্থার। আমায় সত্যি কথা বল দেখি, এ টাকা কি তুমি পাঠিয়েছ?"

"আমি? আমি অত টাকা পাব কোথায় স্যর?"

"হুঁ, সে কথা আমারও মনে হচ্ছিল বটে। যদি তুমি এ টাকা না পাঠিয়ে থাক, তবে এ এসেছে এমন একজন লোকের কাছ থেকে, যে হয় নিজে এ টাকাটা গাপ করেছিল এখন অনুতাপ হওয়ায় ফিরে পাঠাচ্ছে, আর নয়তো সে তোমার একজন পরম শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু, নিন্দা অপবাদের হাত থেকে তুমি যাতে রেহাই পাও তার বন্দোবস্ত করেছে।"

হঠাৎ এক নূতন সন্দেহ আর্থারের মগজের ভিতর উঁকি দিল—এ হামিশের

৭

কাণ্ড নয়তো? মাত্র দিন কয়েক হইল সে তার বাবার আপিস হইতে মাহিনা পাইয়াছে সে খবর আর্থার রাখিত, সেই টাকা হইতেই হ্যামিশ তার পুরানো পাপের প্রায়শ্চিত্ত এবং আর্থারের অব্যাহতি—একঢিলে দুই পাখী মারিল নাকি? কথাটা ভাবিতেই নিমেষের মধ্যে তার মুখের চেহারা একেবারে বদলাইয়া গেল, এক মুহূর্ত্ত আগের সেই সরল সুন্দর মুখ কোন্ অজানা ভয়ে এবং সন্দেহে নীল হইয়া উঠিল। মিষ্টার গ্যালওয়ে এটি বেশ লক্ষ্য করিলেন, একটুকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "দেখ আর্থার, তুমি যে এ টাকাটা নাওনি সে কথা ক্রমেই আমার বিশ্বাস হচ্ছে....।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনার বিশ্বাস সম্পূর্ণ ঠিক। আমি ও টাকা স্পর্শও করিনি।"

মিষ্টার গ্যালওয়ে আবার বলিলেন, "হ্যাঁ। কিন্তু কে টাকাটা নিয়েছে জানতে আমার খুবই আগ্রহ। তাই ভাবছি, ডিটেকটিভ বাটারবিকে ফের আমি খবর দেব। আশা করি এতে তোমার অমত নেই?"

এক মুহূর্ত্তে আর্থারের মুখ হইতে সমস্ত রক্ত যেন উঠিয়া গেল! এ আবার কি কথা সে শুনিতেছে! তাড়াতাড়ি সে বলিয়া উঠিল, "না স্যর, আর ওতে দরকার নেই; সে হাঙ্গামায় শুধু ঝঞ্ঝাট বেড়েই যাবে। তার চাইতে বরং এ অপবাদের বোঝা যে রকম বইছি—সে ভাবে আমিই বয়ে বেড়াব।"

গ্যালওয়ে এক দৃষ্টিতে আর্থারের মুখের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "তুমি কাকে আড়াল করে দাঁড়াচ্ছ শুনি আর্থার? আমার যেন মনে হচ্ছে অপর কেউ অপরাধ করছে, তুমি তাকে ঢাকছ। কাকে ঢাকছ? রোল্যাণ্ড ইয়র্ককে কি?"

"রোল্যাণ্ড ইয়র্ক? না স্যর, সে সাচ্চা মানুষ; জগতের আর সবাই রোল্যাণ্ডের মত সাঁচ্চা হলে দুনিয়াটা ঢের ভাল জায়গা হয়ে দাঁড়াত।"

ইহার একটু পরে মিষ্টার গ্যালওয়ের ঘর হইতে আর্থার বাহির হইবামাত্র রোল্যাণ্ড তাহাকে পাকড়াও করিল—"কি কথা কইছিল হে মুটকো এতক্ষণ তোমার সঙ্গে?"

"আরে ভাই সে অনেক ব্যাপাব! যে চোব কর্ত্তার টাকা চুরি করেছিল সে নাকি সমস্ত টাকাটা ওঁকে ফেরৎ পাঠিয়েছে।"

রোল্যাণ্ড প্রথমটা হাঁ কবিয়া আর্থারের মুখেব দিকে তাকাইয়া বহিল, তাবপব হঠাৎ একখানা হাত আর্থারেব কাঁধের উপর তুলিয়া দিয়া এবং অপর হাতটিতে তার পিঠটি জড়াইয়া ধবিয়া সেই টেবিল চেয়ারের জঙ্গলেব ভিতরেই নৃত্য জুড়িয়া দিল।

আর্থার বিপন্ন হইযা কহিল, "আবে থামো থামো, নাচ বাখ!"

"না ভাই থামব না, আজ আমি নাচব, আমায় নাচে পেয়েছে। আহা, অতি মহৎ চোব!"

আর্থাব আবাব বলিল, "কিন্তু কর্ত্তাব সন্দেহ এখনো আমার ওপর থেকে যায় নি।"

এক মুহূর্ত্তে বোল্যাণ্ডেব নাচ বন্ধ হইযা গেল, সে বলিল, "এখনো সন্দেহ যায় নি! অতি ছুঁচো লোক হে, অতি ছুঁচো লোক! চল আর্থাব, আমবা দুজনে একসঙ্গে এ ছুঁচোব বাজ্যি ছেড়ে পোর্ট ন্যাটালে চলে যাই। দেশটাব ওপব আমাব ঘেন্না ধবে গেছে।"

কিন্তু আর্থাবেব আপাততঃ আফ্রিকাব অন্তর্গত পোর্ট-ন্যাটালে যাইবাব বিশেষ কোন আগ্রহ দেখা গেল না, সে ধীবে ধীরে রোল্যাণ্ডেব নিকট হইতে বিদায লইযা বাড়ীব পথে বওনা হইল।

এই ঘটনাবই দিন কয়েক আগেব কথা। বেভাবেণ্ড মিষ্টার ইয়র্ক সেই যে সেদিন কন্‌স্ট্যান্সকে বলিয়াছিলেন যে তাব সহিত তাঁহাব বিশেষ একটা কথা আছে, সেই হইতেই নানা কাজেব মধ্যে কন্‌স্ট্যান্সেব মনে থাকিয়া থাকিবা শুধু এই কথাটাই উঁকি দিতেছিল যে, আজ হঠাৎ এতদিন বাদে তার সহিত মিষ্টার ইয়র্কেব এমন কি দরকাব পড়িল? সেদিন প্রাতে সামনের বাবান্দায় বসিয়া এই কথাই সে ভাবিতেছিল, এমন সময় দেখা গেল, টুপি হাতে লইয়া বেভাবেণ্ড মিষ্টাব ইয়র্ক তাহাবই দিকে আসিতেছেন।

কন্‌স্‌ট্যান্স উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, মিষ্টার ইয়র্ক বার দুই ঢোক গিলিয়া বলিলেন, "তোমার মনের অবস্থা এখন যে খুবই খারাপ তা আমি জানি কন্‌স্‌ট্যান্স, কিন্তু তা সত্ত্বেও একটা খবর তোমায় জিজ্ঞাসা না করে আমি থাকতে পারছি না... (মিষ্টার ইয়র্কের ঢোক-গেলা এইখানে চারগুণ বাড়িয়া গেল)—শুনলাম নাকি লর্ড ক্যারিকের সঙ্গে তোমার বিয়ের পাকাপাকি কথাবার্ত্তা হয়ে গেছে ?"

চার্লির দুর্ঘটনার দরুণ মনের অবস্থা নিতান্তই শোচনীয় না হইলে কন্‌স্‌ট্যান্স বোধ করি এ কথার পর আর হাসি চাপিয়া রাখিতে পারিত না। কিন্তু সে হাসিল না, গম্ভীর গলায় জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, তাতে কি ?"

"কিন্তু...কিন্তু কন্‌স্‌ট্যান্স, লর্ড ক্যারিকের সঙ্গে তোমার বিয়ে তো হতে পারে না !"

"আমায় মাপ করবেন মিষ্টার ইয়র্ক, আমার বিবেচনায় এ সম্বন্ধে কিছু বলার আপনার কোনই অধিকার নেই। আমার সঙ্গে আপনার কি শুধু এই একটিই কথা বলবার ছিল, না আরো কিছু আছে ?" (পূর্ব্বের ঘনিষ্ঠতা না থাকায় কন্‌স্‌ট্যান্স 'আপনি' বলিয়া কথা বলিল)।

"আছে। আমি চাই, মাস কয়েক আগে যেমনটি ছিল আবার তাই হোক —সে সময় তুমি আমার স্ত্রী হতে সম্মত ছিলে কন্‌স্‌ট্যান্স, এখনও রাজী হও।"

"কিন্তু তা তো আর হয় না মিষ্টার ইয়র্ক, যতদিন আমার ভাইয়ের মাথার ওপর এ কলঙ্কের বোঝা চাপান রয়েছে, যতদিন না তার নির্দ্দোষিতা প্রমাণ হচ্ছে, ততদিন সমাজে আপনার মাথা নীচু হয়ে থাকবে আমার জন্য—এতে কি করে আমি রাজী হই বলুন ?"

"তুমি বুঝছ না, কন্‌স্‌ট্যান্স, এমনওতো হতে পারে যে আর্থারের নির্দ্দোষিতা এ জীবনে আর প্রমাণিতই হবে না ?"

কোন রকমে চোখের জল সামলাইয়া কন্‌স্‌ট্যান্স বলিল, "তা হলে এ জীবনে আমাদের আলাদা হয়েই থাকতে হবে, মিষ্টার ইয়র্ক !"

মিষ্টার ইয়র্ক অনির্দ্দিষ্ট ভাবে কিছুকাল শূন্যের দিকে তাকাইয়া রহিলেন, তারপর ধীরে ধীরে টুপিটি হাতে লইয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িলেন।

গ্যালওয়ের আপিস হইতে রক্তমুখে আর্থার ফিরিয়া আসিল। নিকটে আর কেউ নাই দেখিয়া সে বলিল, "কন্‌স্ট্যান্স, গ্যালওয়ে-আপিসে এদিকে বেশ একটি কাণ্ড ঘটে গেছে—চিঠির ভেতরে করে কে একখানা কুড়ি পাউণ্ডের নোট্ তাঁকে পাঠিয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে এক টুকরো কাগজে বেনামীতে লিখে দিয়েছে—টাকাটা আমি নিয়েছিলাম, ফিরে পাঠালাম। আমার যেন গুরুতর সন্দেহ হচ্ছে এ দাদার কাজ—হয় আমাকে নিন্দা-গ্লানির হাত থেকে রেহাই দেবার জন্য, আর নয়তো নিজেরই বিবেকের তাড়নায় সে এমনটি করেছে। গ্যালওয়ে মনে করছেন, ফের বাটারবিকে খবর দিয়ে আনাবেন।"

"তুমি ঠিকই এঁচেছ, এ নিশ্চয়ই দাদার কাজ।"

"কি করে জান্‌লে তুমি?"

"দিন কয়েক হোল তার কাছে খরচের টাকা চাইতে গিয়েছিলাম। সেদিনই সে সবে বাবার আপিসের মাইনে পেয়েছে। আমার টাকা চাই শুনে তাড়াতাড়ি সে পাঁচ পাউণ্ড মনে করে একখানা কুড়ি পাউণ্ডের নোট্ বার করে দিল। আমি বোঝবার আগেই কিন্তু সে তার ভুল ধরে ফেলেছে—চট করে সেখানা তুলে নিয়ে হেসে বললে, 'না না, ওখানা পাচ্ছ না, ওটি আর-এক জায়গায় পাঠাতে হবে।' তারপর সে একখানা সত্যিকার পাঁচ পাউণ্ডের নোট বার করে দিল। এখন বুঝতে পারছি কোথায় কুড়ি পাউণ্ডের নোটখানা পাঠাবার দরকার পড়েছিল।"

এ সংবাদটি আর্থারের কাছে সম্পূর্ণ নূতন—শুনিয়া তার মুখ কালীবর্ণ হইয়া গেল। কন্‌স্ট্যান্স আবার বলিল, "ছাই দিয়ে আগুন কতকাল চেপে রাখব..? বাইরের লোকও এখন দাদাকে সন্দেহ করতে শুরু করেছে।"

আর্থার চমকাইয়া উঠিয়া কহিল, "সেকি?"

"হ্যাঁ আর্থার, তাই। সেদিন এলেন একটা কথা বলে ফেলেছিল যাতে করে

মনে হোল মিষ্টার হাণ্টলি যেন দাদাকে সন্দেহ করছেন—এলেন অবশ্য সঙ্গে-সঙ্গেই কথাটা চেপে গেল।"

বাহির হইতে জুতার শব্দ আসিল ; তিনটা বাজিয়া গেছে, চায়ের সময় উপস্থিত। সকলে এখনই আসিয়া জুটিবে।

মুহূর্ত্তমধ্যে দরজা ঠেলিয়া ঘরে ঢুকিল হামিশ, বগলে তার বরাবরকার মত হিসাবের খাতা, আর মুখে নিজস্ব হাসিটি। ঢুকিয়াই সে এক গাল হাসিয়া বলিল, "তোমাদের চায়ের জন্য বসিয়ে রাখিনি তো? আমার একটু দেরী হয়ে গেছে।" তারপর আর্থারের দিকে ফিরিয়া কহিল, "দেরী কি আর ছাই হোত, তোমার সেই পুরোনো মনিব গ্যালওয়ে পাকড়াও করেছিল। তার আপিসের সাম্‌নে দিয়ে আস্‌ছি, হঠাৎ পেছন থেকে রোল্যাণ্ড এসে জামা টেনে ধরে বলল—'শুনেছ খবর, মুট্‌কোর নোট যে নিয়েছিল আজ সে চিঠিতে করে তা ফেরৎ পাঠিয়েছে। অথচ মুট্‌কো এতদিন আর্থারের ওপর দোষ চাপিয়ে আসছিল।' গ্যালওয়ে ঘর থেকে আমায় ডেকেছিল, ডেকে নিয়ে জিজ্ঞাসা করল, চিঠিতে পুরে ও নোটখানা আমি পাঠিয়েছি কিনা।"

কন্‌স্ট্যান্সের মুখ রাঙ্গা হইয়া উঠিল, সে কহিল, "জিজ্ঞাসা করলে তোমায়? তা, কি জবাব দিলে তুমি?"

"বললাম, পৃথিবীতে যদি তাঁর মত আরো কয়েকজন থাকতো যারা টাকা না দিলেও দিয়েছি মনে করে, তবে দুনিয়াটা বড়ই ভাল জায়গা হয়ে যেত।"

এবার কন্‌স্ট্যান্স্ একটু অনুযোগ না দিয়া থাকিতে পারিলনা ; কহিল, "এ সময়ে কোন্ প্রাণে যে তুমি এত রঙ্গ-রসিকতা আর ফুর্ত্তি কর দাদা, আমি তো তা বুঝেই উঠ্‌তে পারিনা।"

হামিশ হঠাৎ গম্ভীর হইয়া গেল, তারপর একটু নীরবে থাকিয়া বলিল, "বুঝেছি, চার্লির কথা আমায় মনে করিয়ে দিচ্ছ। কিন্তু কন্‌স্ট্যান্স্, চার্লি যে বেঁচে নেই, একথায় আমার মন কিছুতেই সায় দিচ্ছে না—কে যেন ক্রমাগতই আমার ভেতর থেকে বলছে সে বেঁচে আছে, শীগ্‌গিরই আমাদের কাছে ফিরে আসবে।"

কন্‌স্ট্যান্স্‌ গলার স্বর নীচু করিয়া বলিল, "ঠিক এই মুহূর্ত্তে কিন্তু আমি চার্লির কথা উল্লেখ করছিলাম না—আমি বলছিলাম, 'আর্থার বেচারার কাঁধে একটা মিথ্যা দুর্ণামের বোঝা চেপে আছে, এটা কি আমাদের আমোদ-আহ্লাদের সময়?"

"কেন যে নয়, সেটাও কিন্তু আমি বুঝতে পারছিনা, কন্‌স্ট্যান্স! আসল চোর গ্যালওয়েকে তার চোরাই টাকা ফেরৎ পাঠিয়েছে—এতে যে আর্থারের ঘাড় থেকে সমস্ত মিথ্যে বদ্‌নামই ধুয়ে মুছে গেল! আনন্দ করবার সময়ই এই। কিন্তু আনন্দের আবও একটি বড় কারণ যা আছে তাত এখনো তোমাদেব কাছে বলাই হয়নি! আজ বাবার চিঠি পাওয়া গেছে—অসুখ বলে কোন জিনিষই আর তাঁব নেই। যে মানুষ চেয়ার ছেড়ে উঠতে পারতেন না, সেই মানুষই নাকি আজকাল বোজ রাস্তা দিয়ে দুবেলা বেড়িয়ে বেড়াচ্ছেন। চিঠিতে লিখেছেন, তিনি দেশে এসে পৌঁছলেন বলে। আব এসেই তাঁর চাকরীতে যোগ দেবেন।"

খাওয়ার ঘর হইতে বাহির হইয়াই হামিশ টুপি মাথায় একেবারে রাস্তায় নামিয়া পড়িল। একটু কারণ ছিল। আজ যে চিঠিখানা তাব বাবাব নিকট হইতে আসিয়াছে তাহাতে একটা পুনশ্চ দিয়া লেখা ছিল, চিঠি পাওয়ার পর হামিশ যেন একবার মিষ্টার হাণ্টলির সঙ্গে দেখা করে, কেননা জার্ম্মেনীতে থাকিবাব সময় তিনি মিঃ চ্যানিংকে একটু আভাস দিয়াছিলেন যে হামিশের জন্য তাঁকে কোন ভাবনা পোয়াইতে হইবে না, তার কাজকর্ম্মেব সুবিধা তিনি করিয়া দিবেন। মিষ্টার চ্যানিং রোগে ভুগিতেছিলেন, তাঁর অনুপস্থিতিতে এতদিন হামিশ তাঁরই জায়গায় কাজ করিয়া আসিতেছিল; কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই তো তিনি আসিয়া নিজের কাজে যোগ দিবেন, কাজেই হামিশেব সেখানে ছুটি হইয়া যাইবে। তখন বেকার অবস্থায় বাড়ীতে বসিয়া থাকা তো কোন কাজের কথা নয়! মিষ্টার হাণ্টলি প্রচুর ধনবান, সহরে তাঁর প্রভাব প্রতিপত্তিরও অভাব নাই; তিনি ইচ্ছা করিলে হামিশের মত অমন অনেকেরই চাকরী-বাকরীর সুবিধা করিয়া দিতে পারেন।

হামিশকে দেখিয়া মিষ্টার হাণ্টলি কিন্তু মোটেই কলরব করিয়া অভ্যর্থনা করিলেন না, বরং একটু কাঠখোট্টা ভাবেই বলিলেন, "হামিশ যে! কি দরকার?"

অভ্যর্থনার এই নমুনায় পলকের জন্য হামিশের চোখমুখ রাঙা হইয়া উঠিল, কিন্তু পরমুহূর্তেই সে সে ভাব সামলাইয়া নিল, বলিল, "বাবা ওঁরা শীগগিরই আসছেন, তিনি লিখেছেন, জার্মেনীতে থাকতে আপনি নাকি তাঁকে বলেছিলেন আমার একটা কাজ কর্মের সুবিধা……"

"হ্যাঁ, বলেছিলাম মনে আছে। হেলষ্টনলি ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের বয়স হয়েছে, তিনি এখন চাকরী থেকে অবসর নিতে চাচ্ছেন। তাঁরই জায়গায় একজন নূতন ম্যানেজার নিতে হবে।"

হামিশের বুক দুরু দুরু করিয়া উঠিল। এত বড় একটা কথা সেতো স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই! ব্যাঙ্কের ম্যানেজার সহরের মধ্যে একজন বিশেষ পদস্থ ব্যক্তি, খুব মোটা মাহিনা তাঁর—মিষ্টার চ্যানিংয়ের মাহিনার চাইতেও অনেক বেশী। আর তা ছাড়া থাকিবার জন্য একটা চমৎকার বাড়াও ব্যাঙ্ক হইতে তাঁকে অমনি দেওয়া হয়। হামিশের মুখ চোখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

মিষ্টার হাণ্টলি আবার বলিলেন, "ব্যাঙ্কের সব চাইতে বড় অংশীদার আমি, কাজেই আমি যাকে মনোনীত করব এ চাকরী সে-ই পাবে। তোমায় বলতে বাধা নেই হামিশ, এ কাজের জন্য তোমাকেই আমি ঠিক করে রেখেছিলাম। কিন্তু এখন তো আর আমি এ চাকরী তোমায় দিতে পারব না!"

"কেন, মিষ্টার হাণ্টলি?"

"কেন? জিজ্ঞাসা কর তোমার বিবেককে।"

"কিন্তু আমার বিবেক তো এমন কোন ছোট কাজের কথাই আমায় মনে করিয়ে দিচ্ছে না, মিষ্টার হাণ্টলি!"

"তা না দিলে আমিও তা স্মরণ করিয়ে দেব না। যাক্, এ সম্বন্ধে আর

কোন আলোচনাই আমি করতে চাই না; অন্য কথা বল। চালির খবর কি?"

গম্ভীর মুখে হামিশ পকেট হইতে তার বাবার চিঠিখানা বাহির করিয়া বলিল, "এর ভেতর মাও দুই ছত্তর লিখে দিয়েছেন, দেখুন; সবাই উতলা হয়ে পড়বে বলে বাড়ীতে এখবর দিইনি।"

মিষ্টার হাণ্টলি চিঠিখানা হাতে নিয়া দেখিলেন, সেই চিঠির উপরেই খুব তাড়াতাড়ি মিসেস চ্যানিং চালির উদ্দেশে কয়েকছত্র লিখিয়া দিয়াছেন, "চালি, সোনার চাঁদ আমার, মাকে কি একেবারেই ভুলে গেলে? কই, তোমার চিঠি তো আর আসে না!" দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া মিষ্টার হাণ্টলি বলিলেন, "বেচারারা এত আনন্দ করে বাড়ী ফিরছেন, আর এসে কি খবরই না শুনবেন!"

হামিশ আগেরই মত গম্ভীর ভাবে বলিল, "হুঁ। ভাল কথা, মিঃ গ্যালওয়ের নোট যে সরিয়েছিল, চিঠির ভেতর পূরে গ্যালওয়েকেই সে আবাব তা ফিরে পাঠিয়েছে।"

মিষ্টার হাণ্টলি এবার চরম বিদ্রূপের সুরে বলিলেন, "পাঠিয়েছে নাকি? চোরের তবে ধর্ম্মজ্ঞান হয়েছে! আর্থারের যে অনিষ্ট সে করেছে এইভাবে বুঝি তার প্রায়শ্চিত্ত করতে চায়?"

রোল্যাণ্ড ন্যাটাল যাইবে।

এদিকে আমাদের রোল্যাণ্ড ভায়া বার দুত্তিন জেঙ্কিন্সের বাড়ী গিয়া খবর নিয়া আসিয়াছে, সে কেমন আছে; সবটাই যে জেঙ্কিন্সের উপর অফুরন্ত ভালবাসা হঠাৎ উথলাইয়া ওঠার ফলে, তা কিন্তু নয়; অনেকখানি নিজের উপর অগাধ ভালবাসার ফলেই। জেঙ্কিন্স আপিসে থাকিলে সে তার নিজের কাজও করিত, রোল্যাণ্ডের কাজও বার আনা করিয়া দিত। কাজেই এহেন হিতকারী বন্ধুর বিরহ কি সহ্য করা যায়? জেঙ্কিন্সের স্ত্রী রোল্যাণ্ডকে চা-কেক খাওয়াইল বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটিও বুঝাইয়া দিল যে সে এবং তার মনিব

গ্যালওয়ে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে, মাস কয়েকের মধ্যে জেঙ্কিন্সকে সে আপিসের ত্রিসীমানাও মাড়াইতে দিবে না। ব্যাপার দেখিয়া রোল্যাণ্ডের পোর্ট-ন্যাটাল যাইবার ইচ্ছা ধাঁ করিয়া দশগুণ বাড়িয়া গেল।

রোল্যাণ্ডের আরও কতগুলি অভিযোগ ছিল। এ পৃথিবীটা এমনই বদ্খৎ জায়গা যে, যদি এখানে একটু আয়েস করিয়া থাকিতে গেলে, তো অমনি টাকা খরচ হইয়া যাইবে। টাকাগুলোরও এমনই জঘন্য স্বভাব, যে খরচ করিলেই তারা ফুরাইয়া যায়। নিজের টাকা ফুরাইয়া গেলে পরের কাছ হইতে কর্জ্জ করা ছাড়া আর উপায় কি বল! কিন্তু এখানেও আবার মুস্কিল, এমনই স্বার্থপর এই দুনিয়ার লোকগুলো যে, টাকা ধার করিলেই সে টাকা তারা ফেরৎ চাহিয়া বসিবে।

সেদিন বাজারের কাছ দিয়া সন্ধ্যার পর সে ফিরিতেছিল, কে যেন হঠাৎ পেছন হইতে তার কাঁধে হাত দিল। ফিরিয়াই রোল্যাণ্ড দেখিল, আদালতের পেয়াদা তার উপর সমন জারি করিতে আসিয়াছে, পাওনাদারেরা নালিশ করিয়াছে তাই। পেয়াদা লোকটা ভাল মানুষ, কহিল, "আমার দোষ কি মিষ্টার রোল্যাণ্ড, যতদিন সমন জারি না করে পেরেছি, করেছি; আর না করে থাকা সম্ভব নয়—এই রইল।"

সেই মুহূর্ত্তেই রোল্যাণ্ড তার কর্ত্তব্য স্থির করিয়া ফেলিল, নাঃ, পোর্ট-ন্যাটালে সে যাইবেই। কার কাছে সে শুনিয়াছিল, পোর্ট-ন্যাটাল একেবারে স্বপ্ন দিয়া তৈরী—রাস্তায় রাস্তায় তার কয়েক ইঞ্চি পুরু সোনা জমাট বাঁধিয়া আছে, শুধু গিয়া একবার কুড়াইয়া আনিতে পারিলেই হইল।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর রোল্যাণ্ড লেডি অগাষ্টাকে পাকড়াও করিল, একখানা চেয়ারের উপর তাঁকে বসাইয়া এবং নিজেও তাঁর সামনে বসিয়া ধীরে ধীরে একটু ভূমিকা করিয়া কথাটা পাড়িয়া ফেলিল। শুনিয়া লেডি অগাষ্টা যেভাবে তার দিকে তাকাইলেন তাতে মনে হইল, তাঁর বুঝি ধারণা জন্মিয়াছে যে রোল্যাণ্ড পাগল হইয়া গেছে।

কিন্তু ভড়কাইবার ছেলে রোল্যাণ্ড নয়, সে তখন সাড়ম্বরে তার ভবিষ্যৎ ন্যাটাল-জীবনের অতি সরস-মধুর এক বর্ণনা দিবার উপক্রম করিল। কিন্তু কে শোনে সে বর্ণনা !

রোল্যাণ্ড তখন মায়ের হাত দুটি ধরিয়া বলিল, "তুমি একটু ঠাণ্ডা হয়ে আমার সবগুলো কথা শোন মা, শুনলে পরে বুঝতে পারবে যে তোমার রোল্যাণ্ডের মত এমন একটি জ্ঞানী এবং বুদ্ধিমান ছেলে আর জন্মায় নি ! পোর্ট-ন্যাটালে কি আর আমি অমনি যেতে চাইছি ? যাচ্ছি—ক্রোরপতি হয়ে ফিরে আসতে ! তুমি জান না মা, সে কী দেশ ! নেংটি পরে সেখানে গিয়ে সবাই নামে, আর যখন ফিরে আসে একেবারে লাল ! জান মা, বড় লোক হয়ে প্রথমেই আমি কী কিনব ? তোমার জন্যে একজোড়া খাঁটি হীরের দুল।"

লেডি অগাষ্টা দুঃখের মধ্যেও একটু হাসিয়া ফেলিলেন, বলিলেন, "পাগল ছেলে। তখন কি আমার দুল পরবার বয়স থাকবে ?"

"খুব থাকবে। ভা—রী তো সময় লাগছে বড়লোক হতে ! যাব—ব্যবসা ফাঁদব—টাকা লুঠব—চলে আসব। ক'দিনই বা ! যাবার খরচা জোটাব কোত্থেকে ? ভালরে ভাল, তোমার ঐ লর্ড ভাইটি—ক্যারিক মামা আছেন কি করতে ? সোজা লণ্ডন গিয়ে তাঁকে বলব, 'ন্যাটালে যাচ্ছি, চলুন কিছু কেনাকাটা করে নি।' সঙ্গে দোকানে গেলে জিনিষ-পত্রের দাম তিনিই দিয়ে দেবেন। রাহা খরচটাও তাঁর কাছ থেকেই আদায় করব—সব আঁট ঘাঁট আগে থেকেই তৈরী হয়ে আছে।"

অনেক রাত হইয়া গিয়াছিল, লেডি অগাষ্টা তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "আজ শোও গিয়ে, কাল ফের কথা হবে। আমি কিন্তু মত দিইনি এখনো, সে কথা মনে রেখ।"

উদাস কণ্ঠে রোল্যাণ্ড জবাব দিল, "মত না দিলে অগত্যা অমতেই যেতে

হবে। যাওয়া যখন ঠিকই, তখন তো আর তা শুধু মতের জন্যে ঠেকে থাকতে পারবে না!" একটু থামিয়া সে আবার বলিল, "এখান থেকে সরে পড়বার আরো একটা গুরুতর রকমের কারণ আছে, তবে সে কারণটা এখন আপাততঃ তোমাদের কাছে উহ্যই থাক।"

পরদিন বোল্যাণ্ড মৎলবটা ঠাবে-ঠোরে গ্যালওয়েকেও জানাইয়া দিল; সে ভদ্রলোক কিন্তু কথাটাকে বিশ্বাসের কোণেও আনিলেন না, বরঞ্চ বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন, "কোথায় যাবে বললে—ন্যাটাল? হুঁ, তা যাবে ছাড়া কি? আজ ন্যাটাল, কাল জাপান, পরশু হয়তো মঙ্গল গ্রহেই যাবার সাধ যাবে! তোমার সাধের কি আর অন্ত আছে? তা বাপু, যতক্ষণ রওনা না হচ্ছ ততক্ষণ যেন হাতের ঐ দলিলগুলো সেরে ফেললেই ভাল হয়।"

"তা সারছি। কিন্তু পরে যেন এ বলে দোষ দেবেন না যে ছোঁড়া আমায় খবর না দিয়েই কাজ ফেলে পালিয়েছে।"

গ্যালওয়ে পুনরায় বিদ্রূপের স্বরে বলিলেন, "উহু, তা দেব না।"

কিন্তু গ্যালওয়ে স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন নাই, লেডি অগাষ্টাও আশঙ্কা করেন নাই যে সেই ঘটনার কয়েক দিন পরেই বোল্যাণ্ড ন্যাটাল যাইবার উদ্দেশ্যে লণ্ডন অভিমুখে সত্যি সত্যিই রওনা হইয়া পড়িবে।

বোল্যাণ্ড ইয়র্কের এই হঠাৎ অন্তর্ধানে দুটি ব্যক্তি বড়ই মুষড়িয়া পড়িলেন। প্রথম, তার মা লেডি অগাষ্টা; তিনি কেবল ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতেই বাকী রাখিলেন। দ্বিতীয়, এটর্নী গ্যালওয়ে; তাঁর মনে হইল, আকাশটা বুঝি ভাঙ্গিয়া ঝপ করিয়া তার মাথার উপর পড়িয়াছে। যে আপিসে তিন-তিন জন কেরাণীও খাটিয়া কূল পাইত না, একা তিনি তার কয় দিক সামলাইবেন? হঠাৎ দু'এক দিনের মধ্যে বিশ্বাসী, উপযুক্ত লোকই বা তিনি জোটান কোথা হইতে? অথচ জরুরী কাজ রাশি রাশি পড়িয়া। নিতান্ত অপ্রসন্ন এবং বিরক্ত মুখে সম্মুখের বারান্দার উপর তিনি পায়চারি করিতেছিলেন, এমন সময় সাশ্চর্য্যে দেখিলেন, একটা ঘোড়ার গাড়ী আসিয়া তাঁরই আপিসের সামনে দাঁড়াইল। গাড়ীখানা আসামাত্র ভিতর হইতে

একটী স্ত্রীলোক টক করিয়া নামিয়া পড়িয়া গাড়ীর অপর আরোহী এক জীর্ণ-শীর্ণ লোককে অতি সন্তর্পণে হাত ধরিয়া নামাইয়া আনিল।

"একি, জেঙ্কিন্স! তা, এ শরীর নিয়ে তুমি বাড়ীর বার হয়েছ যে!" গ্যালওয়ে প্রশ্ন করিলেন।

গাড়ী হইতে নামিয়া এইটুকু আসার পরিশ্রমেই জেঙ্কিন্স্ হাঁফাইতেছিল, তার হইয়া জবাব দিল তার স্ত্রী; কহিল, "না এনে কি করা যায় বলুন মিষ্টার গ্যালওয়ে? সেই ভোর হতে চেঁচাতে শুরু করেছে, 'নিয়ে চল গাড়ী করে আমায় আপিসে—মিষ্টার রোল্যাণ্ড্ চলে গেছেন, আপিসে দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই, মনিব একেবারে হাবুডুবু খাবেন যে! যেটুকু পারি সেটুকু কাজই আমি গিয়ে করব।' ধমক দিয়ে কি থামিয়ে রাখতে পারি? শেষটায় ভাব্লাম, না নিয়ে গেলে হয় তো ভেবে ভেবে হার্টই ফেল্ করে বস্বে। তাই নিয়ে আসতে হল।"

গ্যালওয়ের চোখে জল আসিয়া পড়িল। এমন প্রভুভক্ত কর্ম্মচারী তিনি পাইয়াছিলেন, ঈশ্বর জানেন তাকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারিবেন কিনা! কোমল স্বরে বলিলেন, "কিন্তু এ শরীরে তোমায় আমি কিছুতেই স্বার্থপরের মত খাটাতে পার্বনা জেঙ্কিন্স, তুমি এ গাড়ীতেই বাড়ী ফিরে যাবে।"

"আপনিই বা ক'দিকে যাবেন স্তর? আর কিছু না পারি আপিসটাও তো আমি আগলে রাখ্তে পারব?" কথা কয়টা বলিয়াই কিন্তু জেঙ্কিন্স প্রবল বেগে কাসিতে লাগিল।

দুইজনে কথাবার্ত্তা চলিতেছে, এমন সময় আর্থার আসিয়া উপস্থিত হইল। ভোরে হ্যামিশের মুখে রোল্যাণ্ডের ন্যাটাল-যাত্রার খবর শুনিয়াই গ্যালওয়ের অসহায় অবস্থাটা মনেমনে সে কল্পনা করিয়া লইয়াছে। পুরানো মনিব—তাঁর এই অসময়ে নিজে যাচিয়া গিয়া সাহায্য করাটাই যে তার কর্ত্তব্য, সঙ্গে সঙ্গে সে কথাটা মনে জাগিয়াছে। নিজের আহত গর্ব্ব একবার যে মাথা ঠেলিয়া না উঠিতে চাহিয়াছে এমন নয়, কিন্তু সংযমী আর্থার সবলে তাকে দাবাইয়া দিয়া এখন আপিসে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

জেঙ্কিন্সের দিকে নজর পড়িতে আর্থারও চম্‌কাইয়া উঠিল। গ্যালওয়ে তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "দেখ আর্থার, দেখ আমার দুটি কর্ম্মচারী; তার মধ্যে একজন আমার মাথায় ডাণ্ডা মেরে বড়লোক হতে পোর্ট্-স্যাটালে যাত্রা করেছে, আর অপর জন তাইজন্যে শরীরের হাড় কখানা শুধু নিয়ে কাজ করতে এসেছে। দেখ, একটা দেখবার জিনিষ বটে!"

আর্থার একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "সেইজন্যেই আমি এসেছি। জেঙ্কিন্স আর এশরীরে কিছু কাজ করতে পারবেনা। যতদিন না আপনি আর-একজন উপযুক্ত লোকের সন্ধান পাচ্ছেন ততদিন আপনার আপিসের সমস্ত কাজই আমি করে দিয়ে যেতে রাজী আছি।"

গ্যালওয়ে যেন হাতে স্বর্গ পাইলেন। এমন সময় আর্থারের মত লোক মেলা যে সৌভাগ্যের চূড়ান্ত! প্রকাশ্যে বলিলেন, "ধন্যবাদ আর্থার! আমার আর অন্য উপযুক্ত লোকের প্রয়োজন নেই, তুমি বরাবরকার মতই এখানে চাকরী করবে।"

আর্থারের চোখ মুখ লাল হইয়া উঠিল, সে বলিল, "তার দরকার হবে না স্যর, এর ভেতর ভাল লোক একজন জোগাড় করে নিতে আপনি অবশ্যই পারবেন।"

বাড়ীর দরজায় আসিয়া জেঙ্কিন্সের গাড়ী যখন থামিল, তখন তারই পাশ দিয়া এঞ্জিনের বেগকেও তুচ্ছ করিয়া ছুটিয়াছিল ষ্টিফেন বাইওয়াটার। ঢং ঢং করিয়া গীর্জ্জার ঘণ্টা বাজিতে শুরু করিয়াছে, লেট্ হইবার ভয়েই ভায়ার এই অনুকরণীয়, অলৌকিক উৎসাহ।

মুহূর্ত্তমধ্যে কিন্তু এঞ্জিনের বেগ থামিয়া গেল, জেঙ্কিন্সের সেই মূর্ত্তি দেখিয়া বাইওয়াটার একেবারে থম্‌কিয়া দাঁড়াইল! সাম্‌নে আসিয়া প্রশ্ন করিল, "এ কাকে দেখছি? জেঙ্কিন্সকে, না তার ভূতকে!"

জেঙ্কিন্স মৃদু হাসিয়া জবাব দিল, "না মাষ্টার বাইওয়াটার, আমি নিজেই বটে। গুড্ মর্ণিং।" ধীরে ধীরে সে বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া গেল।

বাইওয়াটার কিন্তু এক পাও নড়িতে পারিল না; কোথা হইতে একটা

উড়ো চিন্তা আসিয়া তার সমস্ত চেহারাটাকেই যেন বদ্‌লাইয়া দিল। নির্ভীক বাইওয়াটার,—সহস্র বিপদকেও যে তুড়ি মারিয়া উড়াইয়া দিতে পারে, পলকের মধ্যে তারই মুখ একেবারে কাগজের মত সাদা হইয়া গেল কেন?

জেঙ্কিন্সের পিছন পিছন সে-ও ধীরে ধীরে বাড়ীর মধ্যে ঢুকিল, তারপর তাকে একা নিরালায় পাইয়াই প্রশ্ন করিয়া বসিল, "হ্যাঁহে জেঙ্কিন্স, সেই যে সে রাত্রে কেচের সঙ্গে তুমি গীর্জ্জার হাতায় আটকা পড়ে গিয়ে শেষটায় মাথায় দারুণ চোট পেয়ে মূর্চ্ছা গেলে, সেই থেকেই কি তোমার এই দারুণ অসুখের শুরু? তাহলে কিন্তু তোমার এই শোচনীয় অবস্থার জন্যে দায়ী আমি, কেননা সে চক্রান্তের মূলে আমিই ছিলাম।"

সপ্রশংস ভাবে এই হৃদয়বান্ অথচ নির্ভীক ছেলেটির পানে চাহিয়া জেঙ্কিন্স্ বলিল, "না না মাষ্টার বাইওয়াটার, সে অসুখ তো আমার কদিন বাদেই সেরে গেছ্‌ল। আর তা ছাড়া সে ব্যাপারটা ঘটাতে আমার অন্য ভাবে যা উপকার হয়েছে তার জন্য রোজই আমি একবার করে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই।"

"তা তুমি একবার কেন পাঁচবার ধন্যবাদ দিলেও কিছু আপত্তি নেই। শুধু আমার জন্য তোমার এ দশা না হলেই হোল......আরে এটা কিহে এখানে?" বলিতে বলিতে বাইওয়াটার তাকের উপর হইতে একটা ভাঙ্গা বোতলের নীচেকার অংশ উঠাইয়া লইল। দেখিলেই বোঝা যায় সেটা এককালে ছিল কালির বোতল, তবে চেহারাটা একটু অদ্ভুত। তার চোখের দৃষ্টি তখন অস্বাভাবিক রকম প্রখর হইয়া উঠিয়াছে।

জেঙ্কিন্স্ অতশত লক্ষ্য করিলনা, কহিল, "গীর্জ্জের কবরখানার ভেতরে পড়ে ছিল এটা। বাবা এর ওপর পড়ে হাত কেটে ফেলেছেন, তাই এটাকে কুড়িয়ে এনেছেন। মাটির ভেতর অনেকটা সেঁদিয়ে গিয়েছিল, বোধকরি অনেকদিন হতে ওখানে পড়ে আছে।" (পাঠক পাঠিকার স্মরণ থাকিতে পারে, জেঙ্কিন্সের বাবা নিম্ন শ্রেণীর লোক—গীর্জ্জায় অতি সামান্য চাকরী করিত।)

একটুক্‌রা হীরা পাইলে মানুষ যেমন আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, ঠিক সেই রকমই আনন্দে বাইওয়াটারের মুখ ভরিয়া গেল, চোখের তারা উজ্জ্বল

হইয়া উঠিল। সে বলিল, "এটাতে তোমার কোন দরকার নেই জেঙ্কিন্স্? আমি নিয়ে যেতে পারি?"

"স্বচ্ছন্দে। ওদিয়ে আমি কি করব?"

বাইওয়াটার আর দ্বিরুক্তি না করিয়া বোতলের ভাঙ্গা টুক্‌রাটাকে পকেটে ফেলিয়া পুনরায় এঞ্জিনের বেগে স্কুলের দিকে ছুটিয়া গেল।

একুশ প্রত্যাবর্ত্তন

সম্পূর্ণ নিরাময় হইয়া মিষ্টার ও মিসেস চ্যানিং আজ হেল্‌ষ্টন্‌লি আসিয়া পৌছিবেন, চিঠি আসিয়াছে। অন্য সময় হইলে বাড়ীতে আব উৎসবের অন্ত থাকিত না, কিন্তু আনন্দের মধ্যেও আজ ঘোর নিরানন্দ। চার্লি নাই, একথা কোন্ প্রাণে তাবা তাঁদের জানাইবে?

ভোর হইতেই হামিশ বাহিরে একটা ছদ্ম আনন্দের ভাব বহিয়া বেড়াইতেছিল বটে, কিন্তু অন্তরটা তার ক্রমাগতই দুরু দুরু করিতেছিল। সংবাদটা যে দিতে হইবে তাহাকেই। তার মনে হইল, এত বড় ঘোরতব পরীক্ষার মধ্যে সে সাবা জীবনে আর কখনো পড়ে নাই।

ভাই বোনেরা সকলে পরামর্শ করিয়া ঠিক করিল, বাবা মা একেবারে বাড়ীতে আসিয়া না পৌছানো পর্য্যন্ত কোন খবরই ভাঙ্গা হইবে না; কাজেই ষ্টেশন হইতে তাঁদের অভ্যর্থনা করিয়া আনিতে সকলের যাওয়া হইবেনা, যাইবে শুধু হামিশ একা। সকলে গেলে চার্লিকে না দেখিয়া স্বভাবতঃই তাঁরা তাহার সম্বন্ধে প্রশ্ন করিবেন, মা-বাবার নিকট তো আর তখন মিথ্যা বলা চলিবে না!

অবশেষে ট্রেণ ধীরে ধীরে হেল্‌ষ্টন্‌লির প্ল্যাট্‌ফর্ম্মে আসিয়া দাঁড়াইল। কাহারো সাহায্য না লইয়া মিষ্টার চ্যানিং গাড়ী হইতে নিজেই প্ল্যাট্‌ফর্ম্মে নামিয়া পড়িয়াছেন দেখিয়া হামিশ ছুটিয়া তাঁকে আলিঙ্গন-পাশে বদ্ধ করিয়া

ফেলিল। মিসেস্ চ্যানিং পাশে দাঁড়াইয়া সকৌতুকে হাসিতেছিলেন, কহিলেন, "আর আমায় বুঝি চিনতেও পারলি না হামিশ ?"

হামিশ হাসিয়া বলিল, "না চিনবার কথাই বটে। মনে হচ্ছে যেন বয়সে আমার চাইতেও ছোট হয়ে গেছ। আশ্চর্য্য জায়গা সত্যি।"

প্রথম সম্ভাষণের পর মিষ্টার চ্যানিং পাশের ঘরটিতে ঢুকিলেন, মিসেস্ চ্যানিং অপর সবাইকে লইয়া উপরে উঠিয়া গেলেন। হামিশ শুনিল উপরে যাইতে যাইতে তার মা কন্‌স্ট্যান্সকে বলিতেছেন, "টম্-চার্লি বুঝি এখনও ইস্কুল থেকে ফেরেনি ? আঃ, বাছা চার্লিকে ছেড়ে কি ভাবেই সে দিন কেটেছে তা শুধু এক ভগবানই জানেন !"

আর নয় ; অপ্রিয় হউক, কর্ত্তব্য এইবার সম্পন্ন করিতে হইবে। মিষ্টার চ্যানিং এখন নীচে একা রহিয়াছেন—ইহাই প্রকৃষ্ট সময়।

ফাঁসীর আসামী যে ভাবে কাঠ গড়ার দিকে অগ্রসর হয় সেই ভাবে মিষ্টার চ্যানিংয়ের সম্মুখে আসিয়া হামিশ বলিল, "বাবা, একটা বড়ই দুঃসংবাদ আছে।"

তারপর প্রথম হইতে শেষ অবধি সমস্ত ঘটনা সে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পিতার কাছে বিবৃত করিল।

তারপর একটু থামিয়া আবার বলিল, "খবর তো মাকেও এবার দেওয়া দরকার। এ কাজটা কিন্তু আপনাকেই করতে হবে। পাঠিয়ে দেব তাঁকে আপনার কাছে এখানে ?"

উদাস ভাবে জানালা দিয়া অনির্দ্দিষ্ট ভাবে তাকাইয়া মিষ্টার চ্যানিং বলিলেন, "দাও।"

শোকের প্রথম ধাক্কাটা প্রবল হয়, কিন্তু খানিকটা সময় কাটিয়া গেলে দুঃখের যে জ্বালা গোড়ায় একেবারেই অসহ্য বলিয়া বোধ হইত, তাহাও যেন গা-সওয়া হইয়া আসে। মঙ্গলময় ভগবানেরই এই বিধান, নতুবা শোকে-তাপে ভরা দুনিয়ায় মানুষ পাগল হইয়া যাইত। মিষ্টার চ্যানিংও গোড়াতে একেবারেই ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিলেন, কিন্তু ধীরে ধীরে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া চার্লির উদ্ধারের কি কি উপায় হইতে পারে তাহাই ভাবিতে বসিলেন।

এদিকে বাড়ীতে বন্ধুলোকদেরও ক্রমে সমাগম হইতে লাগিল—মিষ্টার গ্যালওয়ে, মিষ্টার হাণ্ট্‌লি, রেভারেণ্ড মিষ্টার ইয়র্ক সকলেই একে একে বিদেশ-প্রত্যাগতদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। শেষের ভদ্রলোকটির বোধহয় বাড়ীর কর্ত্তার সঙ্গে আরো একটু "বিশেষ কথা" ছিল—দেখা যাক।

একটা আলাদা ঘরে মিঃ চ্যানিং মিঃ গ্যালওয়ের সহিত আলাপ করিতেছিলেন, হঠাৎ টম্‌ সেই ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "এবার তো আপনারা ফিরলেন বাবা, কবে আমায় ইস্কুল থেকে ছাড়িয়ে নেবেন?"

তাহার বাবা একটু আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "ইস্কুল থেকে ছাড়িয়ে নেব? কেন?"

টমের মেজাজ পর্দ্দায় পর্দ্দায় চড়িতে লাগিল। সে কহিল "কেন? কি সুখে আমি সেখানে থাকব বলুন! দ্বারোয়ানের কুকুরটাও বোধ হয় সেখানে আমার চাইতে ভাল আছে। সিনিয়রশিপের সঙ্গে সঙ্গে আমার মান-সম্মান তো গেছেই, পুঁচ্‌কে ছোঁড়ারা পর্য্যন্ত এখন আর্থারের কথা নিয়ে আমার পেছনে লাগ্‌তে শুরু করেছে। আমার—"

তাহার কথার মধ্যে মিঃ গ্যালওয়ে বাধা দিয়া বলিলেন, "আমি নিজে যদি আর্থারকে নির্দ্দোষ বলে মেনে নিয়ে ফের আমার আপিসে চাকরী দিই,

তবে তোমাদের ইস্কুলের ছেলেদের সে সম্বন্ধে মাথা ঘামাতে বারণ কোরো, টম্।"

মিষ্টার চ্যানিংয়ের কপালে গভীর রেখা ফুটিয়া উঠিল, তিনি বলিলেন, "অন্য সময় তোমার নালিশ শোনা যাবে টম্, এখন বরং তুমি যাও।" সে চলিয়া যাইতেই তিনি মিঃ গ্যালওয়ের দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "আপনার চোরাই নোট্ যে ফিরে এসেছে সে কথা আমি শুনেছি। আমাব মনে হয় আর্থারের নির্দ্দোষিতার এটা একটা অকাট্য প্রমাণ, কেননা আমি জানি, অত টাকা জোটান তার পক্ষে অসম্ভব। কাজেই আর যেই ফিরিয়ে দিক্, সে যে দেয়নি একথা ঠিকই।"

গ্যালওয়ে একটু কুণ্ঠিত হইলেন, কহিলেন, "অপরের কাছে আমি সেই-রকম ভাবই প্রকাশ করবো, সন্দেহ নেই, কিন্তু আপনাকে চুপি চুপি জানিয়ে রাখ্ছি মিষ্টার চ্যানিং, যে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ভাইয়ের দুর্দ্দশা আর চোখে দেখ্তে না পেরে হামিশই এ চাতুরীটুকু খেলেছে—বেনামীতে টাকাটা পাঠিয়ে দিয়েছে।"

"হামিশ! না না মিঃ গ্যালওয়ে, সে সম্ভব নয়। হামিশের মত ছেলে যে জেনে শুনে চুরীর কাজে প্রশ্রয় দেবে, এ আমি কোনমতেই বিশ্বাস করতে পারছি না—সে শিক্ষা সে পায় নি।"

ঘরের অপর প্রান্তে মিঃ হাণ্টলিব মূর্ত্তি দেখা গেল। দুই জনে একান্তে বসিয়া কোন একটা গোপনীয় আলোচনা করিতেছেন দেখিয়া তিনি তখনই ফিরিয়া যাইতেছিলেন। কিন্তু মিষ্টার চ্যানিং তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "যাবেন না মিষ্টার হাণ্ট্লি, আসুন; আপনার কাছে আমার গোপন করবার কিছু নেই। আমরা সেই নোট চুরীর ব্যাপারটা নিয়ে কথাবার্ত্তা কইছি। মিঃ গ্যালওয়ে বলছেন, তাঁর ধারণা হামিশ তাঁকে নোট্ ফিরিয়ে পাঠিয়েছে।"

মিঃ হাণ্ট্লি আগাইয়া আসিলেন। সেই অপ্রিয় প্রসঙ্গটাতে যোগ দিবার তাঁর আদতেই ইচ্ছা ছিলনা, তিনি শুধু বলিলেন, "টাকাটা যে হামিশ পাঠিয়েছে সে বিষয়ে আমারও সন্দেহ নেই।"

মিষ্টার চ্যানিং যেন মহা মুস্কিলে পড়িয়া গেলেন—ছুটি ভদ্রলোকই এমন কথা বলিতেছেন কেন? প্রকাশ্যে বলিলেন, "আচ্ছা, হামিশকে ডেকে কথাটা তাকে জিজ্ঞাসাই করা যাক্ না!"

সংবাদ পাইয়া হামিশ আসিয়া উপস্থিত হইল। যেজন্য তাকে ডাকা হইয়াছে সে প্রশ্ন শুনিয়াই কিন্তু তার মুখের চেহারা বদ্লাইয়া গেল, তরল হাস্যের সহিত ঠাট্টার স্বর মিশাইয়া সে কহিল, "তা এ মন্দ নয় যে আপনারা সকলেই আমায় একটি অদ্বিতীয় দানশীল লোক ঠাউরে বসে আছেন। শুধু মুস্কিল হচ্ছে এই যে, এ 'দাতব্যটি' আমার দ্বারা ঘটেনি।"

এবার নিবিড় ঘৃণার রেখা মিষ্টার হাণ্ট্‌লির মুখে দেখা দিল, তিনি ভাবিয়া পাইলেন না, বাহিরের এমন সুন্দর চেহারার মধ্যে এতবড় একটা মিথ্যাবাদী বাসা বাঁধিল কিরূপে! হামিশ আবার বলিল, "আর্থারকে দোষী প্রমাণ করবার জন্যে যতটা চেষ্টা হচ্ছে, খাঁটি প্রতিপন্ন করবার জন্য যদি তার অর্দ্ধেকটা চেষ্টাও করা হত, তবে বোধহয় এতদিনে কোন্‌কালে তার সমস্ত নিন্দা-অপবাদ ধুয়ে মুছে যেত।"

খোঁচাটা দেওয়া হইল অবশ্য মিঃ গ্যালওয়েকে, কিন্তু ইহার জবাব দিলেন মিষ্টার হাণ্ট্‌লি। একটু বিদ্রূপমাখা কণ্ঠেই যেন তিনি বলিলেন, "কিন্তু তুমি বোধহয় মনে মনে নিশ্চয়ই বিশ্বাস কর যে আর্থার নিরপরাধ?"

"করি বৈকি, হাজারবার করি।"

গ্যালওয়ের কাজ ছিল, তাই তিনি উঠিয়া পড়িলেন; কাজেই প্রসঙ্গটা আপাততঃ সেইখানেই চাপা পড়িয়া গেল, আর অগ্রসর হইল না। ইহারা তিন জনেও উঠিয়া গিয়া বড় হল্ ঘরে—যেখানে অপর সকলে মিলিয়া জটলা করিতে-ছিল—সেইখানে গিয়া সকলের সঙ্গে মিলিলেন।

হলের একপাশে তখন আর্থার আপন মনে একখানা চিঠি পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল। চিঠিখানা রোল্যাণ্ডের নিকট হইতে আজিকার ডাকে আসিয়াছে, জুডি এইমাত্র দিয়া গিয়াছে। অন্যান্য সকলে নিজে-নিজেদের গল্পেই মত্ত ছিল, তাহার দিকে বিশেষ কারো লক্ষ্য ছিল না।

হঠাৎ আর্থারের মুখ দিয়া আচমকা একটা আর্ত্তনাদ বাহির হইয়া পড়িল—"উঃ, রোল্যাণ্ড, রোল্যাণ্ড!" সঙ্গে সঙ্গে দুই হাতে সে নিজের মুখ ঢাকিয়া ফেলিল।

ঘরের ভিতর বাজ পড়িলেও বোধহয় ইহা অপেক্ষা কেউ বেশী চমকাইত না। সকলে সমস্বরে প্রশ্ন করিয়া উঠিল, "কি হয়েছে রোল্যাণ্ডের, আর্থার?"

বুদ্ধিমতী এনাবেল চেঁচাইয়া উঠিল, "হায় হায়, রোল্যাণ্ড ইয়র্কের জাহাজ বুঝি ডুবে গেছেরে!"

রোল্যাণ্ডের চিঠিতে মারাত্মক খবর এমন কি ছিল জানিতে পাঠক-পাঠিকাদের নিশ্চয়ই খুব কৌতূহল হইতেছে। যদি আর্থারের ঠিক পিছনে দাঁড়াইয়া তাঁহারা চিঠিখানি পড়িতে পাইতেন তবে দেখিতেন সে চিঠিতে এইরূপ লেখা আছে:—

ভাই আর্থার,

এ চিঠিখানা যখন তোমার হাতে পড়বে তখন আমি আট্‌লাণ্টিক সাগর পাড়ি দিয়ে ন্যাটালের দিকে চলেছি। চিঠিখানা লিখে আমি আমার মামা ক্যারিকের কাছে রেখে যাচ্ছি, তিনি ডাকে পাঠাবেন—অবশ্যি যদি ইতিমধ্যে না ভুলে বসেন।

যাই বল ভাই, কলিকালে ক্যারিকের মত মামা হয় না। আমার যা কিছু জিনিষের দরকার তাতো তিনি কিনে দিয়েছেনই, উপরন্তু ন্যাটাল যাবার সময় টিকিটখানা পর্য্যন্ত কিনে দিয়েছেন, আর সঙ্গে টাকাও দিয়েছেন প্রচুর। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করো, শীগগিরই যেন আমার একটি সর্ব্বগুণসম্পন্ন মামী-লাভ ঘটে। আর মুট্‌কো গ্যালওয়েকে রোজ সকালে উঠে একবার করে তাঁর নাম নিতে বোল, দিনটা ভাল যাবে।

আসবার দিন তোমার সঙ্গে দেখা করে আসিনি বলে নিশ্চয়ই তুমি ভারি খাপ্পা হয়েছ। কিন্তু এ চিঠিখানা পড়লেই বুঝতে পারবে, তখন দেখা করা আমার সম্ভব ছিল না। গ্যালওয়ে বুড়োর নোট্‌খানা ভাই আমি-ই নিয়েছিলাম। এ কথা শুনেই যেন তুমি আমায় গালাগালি করতে বস না—ধৈর্য্য

ধবে সব কথা শুনলে বুঝবে যে এখনও আমি পাকা সিঁদেল চোর হয়ে উঠিনি, এবং যাকে ঠিক 'চুরী' বলে তাও আমার মতলব ছিল না। লোকে যেমন ধার নেয় ঠিক সেই ভাবেই টাকাটা আমি নিয়েছিলাম; পবে স্থবিধে মত ফিরিয়েও যে দিয়েছি তাও তুমি জান। কি করি ভাই, ও ছাড়া অন্য উপায় তখন আমাব আর কিছুই ছিল না। সে সময়ে ও ভাবে টাকাটা না পেলে নির্ঘাৎ আমায় জেলে পচতে হত। বাজারে কি পবিমাণ দেনা এ শ্রীমানের ছিল তাতো তুমি জানো—পাওনাদারদের মুখ বন্ধ কবা তখন নিতান্ত দরকার হয়ে পড়েছিল। মা'র কাছে টাকা চাইলেই তাঁর মাথা ধরে; আর ওই মুট্‌কোর কাছে ধারের আশা? হুঁ, তুমিও যেমন!

তুমি হয়তো অবাক হয়ে ভাবছ, টাকাটা সবালাম আমি কোন্ ফাঁকে! সেদিনকার ঘটনাটা বেশ মনে আছে কি? গ্যালওয়ে বুড়ো আমাদের দু' জনার সামনে বসে লেফাফার ভেতর নোট এবং চিঠি পূরে গঁদের আঠা দিয়ে খামের মুখ বন্ধ করলে। ঠিক সেই সময়েই বাস্তায় শুরু হল হৈ হৈ কাণ্ড—জ্যাক পাগ্‌লী কেরানীর পো'কে নিয়ে পড়েছে। গ্যালওয়ে খামেব মুখে সীল্ না এঁটেই জানালার দিকে এগিয়ে গেল, তুমিও সঙ্গে সঙ্গে গেলে। খামের মুখে তখন একেবারে কাঁচা আঠা—তাডাতাড়ি খুলে ফেলে নোটখানা পকেটে পূরে ফের খামখানাকে আটকে ফেললাম। আধ মিনিটের বেশী সময় আমার তাতে লাগেনি। তাবপর তোমাদের কাছে জানলাব ধারে গিয়ে যখন উপস্থিত হলাম, তখন রাস্তার তামাসা দেখে হাসির ধাক্কায় তোমবা লুটিয়ে পড়ছ।

এবপর গ্যালওয়ে এসে সে চিঠিতে সীল আঁটলে। তারপব থেকেই সাবাদিন আমি আপিস থেকে অনুপস্থিত ছিলাম, কাজেই আমি যে টাকা নিতে পারি, একথা কারো মনেই আসেনি।

অবশ্য দু'দিন বাদেই নোট খোয়া গেছে শুনে আমাদেব বুড়ো কর্তা যে লাফাতে থাকবে তা আমি জানতাম; কিন্তু ভেবেছিলাম বুঝিয়ে সুঝিয়ে সমস্ত দোষ পোষ্ট-আপিসের ঘাড়ে চাপিয়ে দেব। কিন্তু মুটকো যখন কেবল সীলের দোহাই দিতে লাগল—বলতে লাগল পোষ্ট-আপিস টাকা নিলে সীলের গালা

অমন আস্ত থাকতেই পারে না, তখন তার ভুঁড়ির ওপর গোটা দুই খোঁচা দেবার জন্যে ডান হাতটা আমার কী সুড়সুড়ই যে করছিল ভায়া!

প্রথম যেদিন শুনলাম টাকা চুরীর অপবাদ তোমার ঘাড়ে চেপেছে, আমায় বিশ্বাস কর আর্থার, রোজ বোধহয় হাজার বার মনে হয়েছে ছুটে গিয়ে গ্যালওয়েকে সব কথা বলে আসি। কিন্তু তা হলে আর পরে এ সহরে মুখ দেখাতে পারতাম না, কাজেই এতবড় সাধু সঙ্কল্পটা কাজে পরিণত করা হল না। আর্থার ভাই, আমার এ দুর্ব্বলতাটুকু মাপ করবে তো?

সেদিন থেকে কি করে তোমায় এই দুর্নাম থেকে মুক্তি দিতে পারি, তাই হোল আমার প্রধান চিন্তা। আমার সামনে তোমার বিরুদ্ধে কেউ কিছু বলে পার পেতো না—তা সে যত বড় মিঞাই হোন না কেন। হাজার চেষ্টা করতে লাগলাম কিভাবে টাকাটার জোগাড় করে গ্যালওয়েকে ফেরৎ পাঠাতে পারি, যাতে করে সে তোমায় নির্দ্দোষ মনে করে। কিন্তু বরাত খারাপ, হঠাৎ টাকা জোগাড় কিছুতেই হয়ে উঠল না।

তারপর অনেকদিন বাদে টাকা সংগ্রহ করা গেল,—দিলেন অবশ্য ক্যারিক মামাই। বাঁ হাতে গ্যালওয়েকে একখানা চিঠি লিখে সেই টাকা আর নোট একসঙ্গে খামে পুরে ঠিক তেমনি বাঁ হাতেই আবার বুড়োর ঠিকানা লিখে ফেললাম। সে দিনই মামা লণ্ডন ফিরছিলেন, তাঁর হাতে চিঠিখানা দিয়ে বললাম, গ্যালওয়ের সঙ্গে একটু রসিকতা করছি, তাই চিঠিখানা এখানে ফেলব না, তিনি যেন লণ্ডনে গিয়ে ডাকবাক্সে ফেলে দেন। মামুর আমার কি স্মরণ শক্তি! দিন দশেক ধরে সে চিঠি তাঁর পকেটে পকেটেই ঘুরল, কাজেই টাকাটাও এল দেরী করে। ভেবেছিলাম নোট ফিরে পেলেই তোমার সম্বন্ধে গ্যালওয়ে তার ভুল বুঝতে পারবে। কিন্তু মুটকোর গলদ হাড়ে হাড়ে, সে ভাবল তুমিই বুঝি ছল করে টাকা পাঠিয়েছ। বল দেখি, তখন হেলষ্টনলি ছেড়ে পোর্ট-ন্যাটালে চলে এসে এখবর তাকে দেওয়া ছাড়া আমার কি উপায় থাকতে পারে? এই সঙ্গে বুড়োর নামেও আলাদা এক চিঠি দিচ্ছি—সব কথা তাতেও লেখা আছে, তার গোল গোল চোখ দুটো নিশ্চয়ই সে চিঠি পেয়ে

চ্যাপটা হয়ে যাবে। ভাই, আমার জন্ম তোমায় ঢের সইতে হয়েছে। আমি যখন বড়লোক হয়ে দেশে ফিরব তখন আমার টাকার একটা ভাগ তোমায় দেবই দেব, এ বলে রাখছি।

ভাল কথা, আমার হয়ে একটা কাজ করতে পারবে? আমার মহাসম্মানিত আত্মীয় শ্রীল শ্রীযুক্ত রেভারেণ্ড উইলিয়ম ইয়র্ককে বলে আসতে পারবে, যে কন্‌স্‌ট্যান্সের পরিবার চোরের পরিবার নয়, চোট্টার পরিবার তাদেরই? এই ব্যাপারের পর কন্‌স্‌ট্যান্স যদি তাকে ক্ষমা করে তবে বুঝব উইলিয়মের মত সেও অপদার্থ।

তবে আসি ভাই, আজ ইতি।

তোমারই অভিন্ন হৃদয়—রোল্যাণ্ড ইয়র্ক।

সমস্ত চিঠিখানা আর্থার তখনও শেষ করে নাই, অমন আর্ত্ত রব সে করিয়া উঠিয়াছিল মাত্র গোড়ার কয়েক ছত্র পড়িবার পরেই। সকলে যখন একসঙ্গে তাহাকে প্রশ্ন করিয়া উঠিল, তখনও সে প্রশ্ন তার মগজে ঢুকিয়াছে কিনা সন্দেহ। অপর সকলে যে সেখানে বসিয়া, সে কথাটি পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া সে চেঁচাইয়া উঠিল,—"কন্‌স্‌ট্যান্স, কন্‌স্‌ট্যান্স, দাদা নির্দ্দোষ!"

ঘরের ভিতর তখন যে অবস্থা হইল তাহার সঠিক রূপ কলমে ফুটাইয়া তোলাতো আমার অসাধ্য। কেহহ তাহার কথার অর্থ বুঝিতে পারিল না—ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া তাকাইয়া রহিল—একথা বলিলে নিতান্তই অল্প বলা হইবে। মিষ্টার হাণ্টলিই সর্ব্ব-প্রথম জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও চিঠিতে কি খবর এসেছে আর্থার?"

"রোল্যাণ্ড লিখে পাঠিয়েছে যে মিষ্টার গ্যালওয়ের নোটখানা সে নিয়েছিল। আর আমি, মিষ্টার হাণ্টলি, এতদিন ধরে দাদাকে মনে মনে সন্দেহ করে আসছি! দাদা আমায় ক্ষমা করতে পারবে কখনো?"

ঘরের প্রত্যেকটি লোকই বিস্ময়ে হতবাক হইয়া গিয়াছিল, সেভাব কাটিতে যেন একটু সময় লইল। তারপর মিষ্টার চ্যানিং আর্থারকে গভীর আদরে একেবারে বুকের উপর টানিয়া লইলেন, চোখ বুজিয়া মনে মনে বলিলেন, পরমেশ্বর, তোমার অপার দয়া। মুখে বলিলেন, "আর্থার, কেন তুমি বাবা একথা আগে আমায় বলনি? একবারটি যদি জোর গলায় বলতে তুমি নির্দোষ, তবে কি ভেবেছ কারো কথা কানে তুলি? আমি আমার ছেলেমেয়েদের চিনি না?"

আর্থারের দুই গাল বাহিয়া তখন জল গড়াইতেছিল, সে বলিল, "আমি যে গোড়া থেকে হামিশকে সন্দেহ করে আসছিলাম বাবা!"

ঘরের ভিতরকার এত কটি লোকের মধ্যে কেবলমাত্র হামিশই এতক্ষণ ধীর এবং শান্ত ভাবে বসিয়াছিল, চিঠির খবর শুনিয়া সকলেই অসম্ভব রকম বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিল, শুধু হয় নাই সে। কিন্তু এইবার তার ঠোঁটের কোণে চাপা বিদ্রূপের হাসি দেখা দিল, সে কহিল, "কি বললে? আমায় সন্দেহ করেছিলে?"

উত্তর দিল কন্‌স্ট্যান্স, বলিল, "হ্যাঁ ভাই, শুধু আর্থার নয় আমিও তোমায় সন্দেহ করে আসছিলাম।"

"ভাল! ভাল করেছিলে, অতি দয়াময় লোক তোমরা!" তারপর মিষ্টার হান্টলির দিকে তাকাইয়া কহিল, "এদের মত আপনিও বোধহয় দয়া করে আমাকে একটি পাকা চোর ঠাউরে বসেছিলেন?"

মিষ্টার হান্টলি হাসিয়া ফেলিলেন, কহিলেন, "হ্যাঁ সত্যিই তাই—অস্বীকার করব না। কিন্তু এলেন আগাগোড়াই এ ধারণার বিরুদ্ধে ভয়ানক প্রতিবাদ করে আসছিল।"

হামিশ লাজুক মেয়ের মত রাঙা হইয়া উঠিল, কহিল, "এলেন আমায় চেনে। অপর সবাই যদি আমায় আর একটু চিনত তা হলেই ভাল হোত।"

খুট করিয়া সামনের দরজায় শব্দ হইল, সকলে মুখ তুলিয়া দেখে, মিঃ গ্যাল-ওয়ে ঢুকিতেছেন। ভদ্রলোকের হাতে একখানা চিঠি, অসম্ভব রকম হাঁফাইতে-ছেন। ঘরে পা দিয়াই তিনি কহিলেন, "আরে মশায়, বাড়ী গিয়ে নিশ্চিন্তে খেতে বস্‌ব, খাবারের থালার ওপর দেখি কিনা এই কুইনিনের পিল্‌টি।" বলিয়া তিনি চিঠিখানা বাড়াইয়া ধরিলেন।

'কুইনিনের পিলটি' যে কি তা সকলেই বুঝিলেন, কেননা আর্থারের কাছে লেখা পত্রখানি এরই মধ্যে সে সভায় পড়া হইয়া গেছে, এবং তাতেই এ দ্বিতীয় চিঠিখানারও উল্লেখ আছে।

বেলা পড়িয়া আসিতেছিল, এইবার একে একে সকলেই উঠিয়া পড়িলেন। শুধু উঠিলেন না রেভারেণ্ড্ মিষ্টার উইলিয়ম ইয়র্ক, এবং তাঁরই কিছু দূরে সোফার উপর বসিয়া রহিল কন্‌স্ট্যান্স্। তা রেভারেণ্ড মিষ্টার ইয়র্ক এরই মধ্যে বার দুই তিন কন্‌স্ট্যান্সের সঙ্গে মিটমাটের চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাকে রাজী করাইতে পারেন নাই। আজ বাড়ী হইতেই তিনি ঠিক করিয়া আসিয়াছিলেন যে মিষ্টার চ্যানিংএর সহিত দেখা হওয়ার পর একেবারে খোদ্ তাঁরই নিকট কথাটা পাড়িবেন। কিন্তু এখানে সকলেব সহিত একত্র বসিয়া যখন রোল্যাণ্ডের কীর্তিকাহিনী শুনিলেন, সেই হইতেই তিনি যে ঘাড়টি হেঁট করিয়া বসিয়াছিলেন, আব সে ঘাড় তুলিতে পারেন নাই। কোথায় রহিল এখন তাঁর সে গর্ব্ব! আর্থারকে দোষী মনে করিয়া এতদিন তাকে তিনি দারুণ তাচ্ছিল্য করিয়া আসিয়াছেন, ঘৃণা করিতেও বোধহয় কসুর করেন নাই। কিন্তু এখন যখন জানিলেন সে নিষ্কলুষ, চোর তাঁর নিজেরই আপনার জন, তখন কোথায় রহিল তাঁব আভিজাত্যের গর্ব্ব! কন্‌স্ট্যান্স যদি এখন চরম অবজ্ঞার সহিত তাঁর পরিবারকে চোরের পরিবার বলিয়া মুখ বাঁকায় তো কী জবাব দিবেন তিনি তাহাকে? অপমানের নিদারুণ জ্বালায় তাঁহার সমস্ত চোখ-মুখ ঝাঁ ঝাঁ করিতেছিল—যেন তিনি আর লোক সমাজে বাহিরই হইতে পাবিবেন না।

"কন্‌স্ট্যান্স, আমায় মাপ করা তোমার সম্ভব হবে কি?"

মিষ্টার ইয়র্ক যে কতখানি আঘাত পাইয়াছেন কন্‌স্ট্যান্স তাহা বুঝিয়াছিল। সোফা ছাড়িয়া সে তাই ধীরে ধীরে তাঁর দিকে আগাইয়া গেল, কোমল স্নেহার্দ্র স্বরে—সে স্বরে জ্বালা বা রাগ-অভিমান কিছুই নাই—কহিল, "ও কথা বোলনা, উইলিয়ম্, তোমার ওপর আমার আর এতটুকুও রাগ নেই।"

মিষ্টার উইলিয়ম্ ইয়র্কের মাথা ধীরে ধীরে নুইয়া অসিল—পরম কারুণিক অদৃশ্য জগৎ-পিতার উদ্দেশে।

আরও একটি প্রাণী যে সেদিন ঈশ্বরের অপার মহিমা মনে-প্রাণে উপলব্ধি করিল সে হইতেছে এলেন। মিষ্টার হাণ্ট্‌লি বাড়ী ফিরিয়াই সমস্ত ঘটনা মেয়ের কাছে সবিস্তারে বর্ণনা করিতে ক্রুটী কবেন নাই। সব শুনিয়া এলেনের মনে হইল, এ পৃথিবীটার সঙ্গে উপরেব ঐ স্বর্গের বোধহয় কিছুই তফাৎ নাই।

চব্বিশ বাইওয়াটার কাঁচা লোক নয়

আর্থার এবং হামিশকে ছাড়িয়া এবাব একটু বাইওয়াটার ভায়ার খোঁজ নেওয়া আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। ভায়াকে আমরা শেষ দেখিয়াছি যখন সে জেঙ্কিন্সের বাড়ী হইতে ভাঙ্গা কালীব বোতল-রূপ পবম পদার্থটি পকেটে ফেলিয়া ইস্কুলের দিকে ছুট্ দিয়াছিল। তারপর কয়েক দিন চলিয়া গেছে, এবং এ ক'দিন বাইওয়াটার যে আলস্যে কাটায় নাই, তার কাজের ফিরিস্তি শুনিলেই বোঝা যাইবে। প্রথমেই তো সে জেঙ্কিন্সের বুড়ো বাপকে বখ্‌শিশ কবলাইয়া কবরখানার ঠিক যে জায়গাটিতে ভাঙ্গা বোতলের টুক্‌রাটি সে পাইয়াছিল সেটি ভালরূপে দেখিয়া গিয়াছে। তারপর দেয়ালের এধারে আসিয়া বিড় বিড় করিয়া মনে মনে কি সব হিসাব করিয়াছে। সর্ব্ব শেষে বাড়ী ফিরিয়া গিয়া দেরাজ হইতে আর এক টুক্‌রা ভাঙ্গা বোতল—সেটুকু উপরকার অংশ—বাহির করিয়া হালে-পাওয়া টুক্‌রাটির উপর রাখিতেই পরম আহ্লাদের সহিত লক্ষ্য করিয়াছে যে দুটি অংশ একেবারে খাপে খাপে মিলিয়া গেছে। একাজটি তার

কাছে এমনি আনন্দদায়ক যে তারপর কম করিয়া বোধহয় বার ত্রিশেক সে কেবল বোতলের ভাঙ্গা টুকরা দুইটিই জোড়া দিয়াছে।

রোল্যাণ্ড ইয়র্কের চিঠি আসার পরদিনকার ঘটনা। তখনও খবর চারিদিকে রাষ্ট্র হয় নাই এবং মিষ্টার চ্যানিংএর বাড়ীতে যাঁরা-যাঁরা মিলিয়াছিলেন তাঁরা ব্যতীত অপর কেহই সে সংবাদ পায় নাই। স্কুল বসিতে তখনও কিছু দেরী আছে, ছেলের দল একে একে আসিতেছে।

বাইওয়াটার হঠাৎ জেরাল্ড ইয়র্ককে একান্তে ডাকিয়া নিয়া বলিল, "জেরাল্ড, আমার সারপ্লিস কালী ঢেলে কে নষ্ট করেছিল, এতদিনে তার কিনারা করেছি। তোমায় শোধরাবার সময় দিচ্ছি। যদি আমার কাছে স্বীকার কর—যদি বল ব্যাপারটা দৈবক্রমে হয়ে গেছে, তবে আমার আর কিছুই বল্‌বার নেই, আমি সব চেপে যাচ্ছি। আর তা যদি না কর তবে হেডমাষ্টারের কাছে আজই আমার নালিশ পৌঁছবে, জেনো।"

জেরাল্ড তেলে-বেগুণে জ্বলিয়া উঠিল, "তোমার দেখছি বড় বাড় হয়েছে ছোকরা! বেয়াদবি মাত্রা ছেড়ে চরমে গিয়ে উঠেছে! ফের ও কথা আর কখনো মুখ থেকে বার করলে দাঁতগুলো সব খোয়াতে হবে বলে রাখছি!"

"আচ্ছা, দেখি তবে তোমার দাঁত ভাঙ্গারই কসরৎটা।" বলিয়া হেলিতে দুলিতে বাইওয়াটার বিদায় হইল।

ক্রমে স্কুল বসিল; হেডমাষ্টার তাঁর নির্দ্দিষ্ট আসনের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন, বাইওয়াটার একেবারে সম্মুখে গিয়া উপস্থিত, কহিল, "স্যর, আমার সেই সারপ্লিসে কালী ঢালা ব্যাপারের অপরাধীটিকে খুঁজে বার করেছি।"

অনেক দিনের ঘটনা, হেডমাষ্টার প্রথমে যেন কথাটা বুঝিতেই পারিলেন না। তারপর ধীরে ধীরে সব কথা মনে পড়িতেই প্রশ্ন করিলেন, "কে সে অপরাধী?"

"আজ্ঞে, জেরাল্ড ইয়র্ক।"

সারা স্কুল বিস্ময়ে চম্‌কাইয়া উঠিল, হেডমাষ্টারও কম আশ্চর্য্য বোধ করিলেন না। বলিলেন, "জেরাল্ড ইয়র্ক? সে যে একজন সিনিয়র!"

"হ্যাঁ স্যর, কিন্তু এ তারই কাজ। ঘটনার দিন আমি এসে দেখি, সাবপ্লিসের ওপরটা কালী-মাখা হয়ে রয়েছে, আর সেই কালীর ভেতরে পড়ে রয়েছে এইটুকু।" বলিয়া সে প্যাণ্টের পকেট হইতে বোতলের উপরের টুকরাটুকু টানিয়া বাহির করিল; তারপর আবার বলিতে লাগিল, "এর এই অদ্ভুত চেহারা দেখেই বুঝেছিলাম এটা জেরাল্ডের জিনিষ, কেননা এই রকমের একটা কালীর বোতল সে তখন ব্যবহার করত। সাবপ্লিসের ওপর বোতলের ছোট টুকরোটা পড়ে, অথচ বড় টুকরোটা গেল কোথায়? বোঝা গেল, জেরাল্ড তার দোষ ঢাকবার জন্যে সেটাকে আশেপাশে কোথাও ছুঁড়ে ফেলেছে, তাড়াতাড়িতে ছোট টুকরোটা তার চোখেও পড়েনি বা সেটার কথা খেয়ালও হয়নি। কাউকে কিছু না জানতে দিয়ে ছোট টুকরোটাকে তখন পকেটে ফেলে রাখলাম।

"এদিকে সেদিন ইস্কুলের ছুটি হবার পরই চার্লি চ্যানিং এমন একটা বেঁফাস কথা বলে ফেললে যাতে সন্দেহ হল যে সে জেরাল্ডকে ব্যস্তভাবে কবরখানার দিকে ছুটে এসে পাঁচিলের ওপাশে বোতলের সেই বড় টুকরোটাকে ছুঁড়ে ফেলতে দেখেছে। চার্লি অবশ্যি সঙ্গে সঙ্গেই কথাটা চেপে গেল। সেই থেকে, স্যর, সে জিনিষটাকে খুঁজে বার করতে ঢের চেষ্টা করেছি, কিন্তু পাইনি। আমি যা পাইনি, ক'দিন হোল বুড়ো জেঙ্কিন্স সেটাকে কবরখানায় কুড়িয়ে পেয়েছে—এই সেটা।" বলিয়া বোতলের তলাটা সে পকেট হইতে বাহির করিয়া আনিল।

এতবড় বক্তৃতার পরেও বাইওয়াটার থামিল না, তার বক্তব্য বলিয়াই চলিল,—"ইস্কুল থেকে কেউ যদি তাড়াতাড়ি কবরখানার পাঁচিল পর্য্যন্ত ছুটে এসে ওধারে কোন জিনিষ ছুঁড়ে ফেলে, তবে সেটা পাঁচিল থেকে যতটা দূরে গিয়ে পড়বে, ঠিক ততটা দূরেই এটাকে পাওয়া গেছে—বুড়ো জেঙ্কিন্সকে জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পারবেন আমার কথা মিথ্যে কি খাঁটি। দেখুন স্যর, দুটো টুকরো কেমন খাপে খাপে মিলে যাচ্ছে! এ যে একই বোতলের দুটো ভাঙা অংশ, তাতে কি আর কোন সন্দেহ আছে?"

ঘরের সবাই স্তব্ধ হইয়া বাইওয়াটারের কথা শুনিতেছিল, হেডমাষ্টার

মশাই জেরাল্ড ইয়র্ককে এদিকে আসিতে আদেশ করিলেন। ভয়ে জেরাল্ডের মুখ শুকাইয়া আসিল, কিন্তু তবুও সে মুখে এমনই একটা ভাব আনিবার চেষ্টা করিল, যেন বাইওয়াটারের কথায় সে কতই অপমানিত বোধ করিয়াছে!

"জেরাল্ড, এ বোতলটা তোমার ?" হেডমাষ্টার মশায় জিজ্ঞাসা করিলেন।

জেরাল্ড দারুণ ফাঁফরে পড়িয়া গেল, একবার ভাবিল, স্রেফ 'না' বলিয়া বসে, কিন্তু ভয় হইল, অনেকেই তাকে ও বোতলটা ব্যবহার করিতে দেখিয়াছে, তারা যদি প্রতিবাদ করিয়া উঠে। বোতলটা সে তাই একটু নাড়াচাড়া করিয়া বলিল, "এই ধরণের একটা বোতল আমার ছিল সত্যি, কিন্তু ঠিক এইটাই কি না বুঝতে পারছি না।"

"কোথায় তোমার সে বোতলটা ?"

"আজ্ঞে এই ইস্কুল থেকেই সেটা খোয়া গেছে ; যেদিন এই মিথ্যেবাদীর (আঙ্গুল দিয়া বাইওয়াটারকে দেখাইল) সারপ্লিস নষ্ট হয়, তার দিন-দুত্তিন আগে।"

বাইওয়াটার যেন সেখানে একবার নাচিয়া লইল, কহিল, "এইবারেই স্যর 'সত্যবাদী' সিনিয়রের সত্য কথাবেরিয়ে পড়বে। এক্ষনি আমি সাক্ষী সাবুদ দিয়ে প্রমাণ করে দিচ্ছি যে সারপ্লিসে কালী ঢালার দিন পর্য্যন্ত এটা তার কাছে ছিল।"

হেডমাষ্টারের মুখের ভাব কঠিন হইয়া আসিল, গম্ভীর স্বরে তিনি কহিলেন, "জেরাল্ড, সত্য বল, বোতলের এ ভাঙ্গা টুকরো কবর-খানার ভেতর তুমি ফেলেছিলে ?"

"আজ্ঞে না স্যর।"

কিন্তু জেরাল্ড ইয়র্ক স্বপ্নেও ভাবে নাই, এবার একটি চরম বিপত্তি ঘটিবে। সিমস্ ছোকরাকে পাঠক-পাঠিকাদের নিশ্চয়ই মনে আছে—সেই যে ছেলেটি ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে সেদিন চার্লির বিরুদ্ধে সমস্ত চক্রান্তের কথা ফাঁস করিয়া দিয়াছিল। সেদিন হইতে স্কুলের ছেলেরা, বিশেষতঃ টড ইয়র্ক, তার পেছনে লাগিয়া কেবল তাকে উন্মাদ করিতে বাকী রাখিয়াছে। আজ সে তাই এত বড়

প্রতিশোধের সুযোগটা ছাড়িতে পারিল না, সটান একেবারে হেডমাষ্টারের সামনে আসিয়া বলিল, "আমি দেখেছি স্যর, জেরাল্ড ইয়র্ক সেদিন ইস্কুল থেকে ছুটে এসে কবর-খানার পাঁচিলের ওধারে একটা ভাঙা বোতল ছুঁড়ে ফেলেছিল। আমি আড়ালে ছিলাম, তাই ও বা চার্লি চ্যানিং কেউ আমায় দেখতে পায়নি। শুধু মারের ভয়েই একথা আমি কাকেও এদ্দিন বলিনি।"

স্কুলের ক্লাশঘর না হইয়া অপর কোন জায়গা হইলে জেরাল্ড বোধহয় সেদিন সিমস্‌কে খুনই করিয়া ফেলিত।

ইহার পর কি হয় জানিবার জন্য সকলে দম বন্ধ করিয়া উদগ্রীব হইয়া রহিল—মেঝেতে একটি আলপিন পড়িলেও বোধহয় সে শব্দ কারো কাণ এড়াইত না। কিন্তু ভগবান বোধহয় সেদিন স্কুলের জন্য বিস্ময়েব পর বিস্ময় জমা করিয়া রাখিয়াছিলেন, নতুবা ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই ক্লাশের মধ্যে হঠাৎ লেডি অগাষ্টার আবির্ভাব হইবে কেন?

রোল্যাণ্ড ইয়র্ক কেবল আর্থার এবং গ্যালওয়েকে চিঠি লিখিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, লেডি অগাষ্টার কাছেও নোট-চুরির সমস্ত রহস্য লিখিয়া জানাইয়াছিল, এবং সবশেষে লিখিয়াছিল, "টম চ্যানিংএর ইস্কুলে যে দুরবস্থা ঘটেছে তা চিন্তাতেও আনা যায় না। এ চিঠি পাওয়ামাত্র তুমি সোজা ইস্কুলে গিয়ে সব কথা হেডমাষ্টার এবং ছাত্রদের কাছে খুলে বলবে, যাতে ও বেচারার ওপর সুবিচার হয়। যতক্ষণ না মা তুমি এ কাজটি করছ ততক্ষণ জানবে, তোমার রোল্যাণ্ড সুস্থির হয়ে নেই। এ কাজটুকু যদি তুমি না কর তবে ভূত হয়েও যদি আমায় হেলষ্টনলিতে ফিরতে হয় তবে তাও আমায় করতে হবে।"

চিঠিখানা আসিয়াছিল কাল বিকালে, কিন্তু সে সময় লেডি অগাষ্টা বাড়ী না থাকায় সময়মত সেটি তিনি পান নাই, পাইয়াছেন আজ সকালে—দাসী আনিয়া দিয়াছে। চিঠি পড়ার পর প্রথমে তো তিনি মরমে মরিয়া গেলেন, কিন্তু তার পরেই রাগে পাগল হইয়া উঠিলেন। ছিঃ ছিঃ ছিঃ, তাঁর রোল্যাণ্ডের কিনা এই কাজ! কী শিক্ষাই তিনি দিয়াছেন ছেলেদের—ছোটটা হইয়াছে একের নম্বর চাষা, মেজটা গোঁয়ার, বড়টা আর যাই হোক ভাল লোক বলিয়াই সকলে

জানিত, সেটাও এখন দেখা যাইতেছে চোর। কপালে আগুন এ ছেলেদের, —মরুক তারা! এতটুকু প্রশ্রয় আর এদের তিনি দিবেন না বরং ঢাক পিটাইয়া সহরময় তাদের কীর্ত্তি-কলাপ রটাইয়া দিবেন।

কোন একটা উত্তেজনার ঝোঁক উঠিলে সঙ্গে সঙ্গে সে কাজটি শেষ না করিয়া লেডি অগাষ্টা থাকিতে পারিতেন না ; এ ছিল তাঁর বরাববকাব স্বভাব। রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে তাই তিনি স্কুলে যাইবাব উদ্দেশ্যে একবারে রাস্তায় নামিয়া পড়িলেন। পথে রেভাবেণ্ড উইলিয়ম ইয়র্কের সঙ্গে দেখা। সে ভদ্রলোক যদিও সমস্ত খবর ইতিমধ্যেই জানিয়াছেন তবু লেডি অগাষ্টা আর এক দফা তাঁর জ্ঞানবৃদ্ধি করিলেন এবং এক রকম জোর করিয়াই তাঁকে স্কুলে টানিয়া লইয়া চলিলেন।

হঠাৎ এই দুই ব্যক্তিকে একেবারে ক্লাশে ঢুকিয়া পড়িতে দেখিয়া শিক্ষক এবং পড়ুয়ার দল একসঙ্গে অবাক হইয়া গেলেন। কিন্তু বাহাদুব বাইওয়াটার! বিস্ময়েব ঝোঁকে সে কাজ পণ্ড হইতে দিল না, একেবারে ভদ্রমহিলার সামনে গিয়া কহিল, "লেডি অগাষ্টা, বলতে পারেন আপনি এ কালীর বোতলটা কার ?"

"পারি বইকি, জেরাল্ডের! কেন, ওকি অস্বীকাব কবছে নাকি ? তা করবে বৈকি! যেমন দাদা তার উপযুক্ত ভাই হওযা চাই তো ? আচ্ছা দাঁড়াও, যেমন ওরা বুনো ওল, তেমনি বাঘা তেঁতুলের ব্যবস্থা করছি।" বলিয়াই ছাত্রদের দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "দেখ ছেলেরা, আজ পর্য্যন্ত তোমরা টম্ আর চার্লির ওপর ঢেব অত্যাচার করেছ, অবশ্য তোমাদের মধ্যে আবার সব চাইতে বড় গলায় কে কে চেঁচিয়েছে সে খবরও আমাব জানা আছে—আমার এই রত্ন দুটি, জেরাল্ড আর টড। টম-চার্লির একমাত্র অপরাধ, তোমরা ভেবেছিলে তাদেব ভাই-ই গ্যালওয়ের টাকা ভেঙ্গেছে। কিন্তু আজ আমার কাছে খবর শোন, আর্থার গ্যালওয়ের নোট ছোঁয়নি। যিনি সে টাকা গাপ করেছেন তিনি এই শ্রীমানদেরই বড় ভাই—রোল্যাণ্ড!" বলিয়া লেডি অগাষ্টা আঙুল দিয়া জেরাল্ড এবং টডকে দেখাইয়া দিলেন।

অসম্ভব কথা! অবিশ্বাস্য! শিক্ষক এবং ছাত্র সকলেই হাঁ করিয়া

লেডি অগাষ্টার ও মিষ্টার ইয়র্কের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন, যেন একটি কথাও কেউ বুঝিতে পারেন নাই।

মিষ্টার ইয়র্ক তখন আস্তে আস্তে হেডমাষ্টারের দিকে আগাইয়া আসিলেন, ধীরে, অতি নীচু গলায়, এবং অপরিসীম লজ্জায় লাল হইয়া গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিলেন, কোন খবরই বাদ দিলেন না।

শুনিতে শুনিতে ছেলেদের মুখ গভীব অনুশোচনায় ভরিয়া উঠিল। আশ্চর্য্য এদের চবিত্র! একটু আগে বোধহয় টম চ্যানিংকে তারা না করিতে পারিত এমন কাজ নাই, কিন্তু এখন তাদেরই মুখ দেখিয়া মনে হইল, সম্ভব হইলে এখনই বুঝি তারা তার পায়ে পড়িয়া মাপ চাহিতেও প্রস্তুত।

হেডমাষ্টার নিজেও 'থ' হইয়া গিয়াছিলেন। হঠাৎ একটু গোলমাল হইতেই তিনি মুখ তুলিয়া দেখেন, হাণ্টলি সিনিযরের আসন ছাড়িয়া সেই জায়গায় টমকে টানিয়া নিয়া বসাইবার জন্য ঝুটোপটি করিতেছে। তিনি বলিলেন, "ওকি হচ্ছে হ্যারি?"

"আজ্ঞে এ আসন এখন ন্যায়তঃ টমেরই, তাই তাকে সেখানে বসাচ্ছি।"

"সেকাজ তোমার নয়, যাও নিজের জায়গায় বস' গে।"

"মাপ করুন স্যর, ও আদেশ করবেন না। আমি যদি আপনার অবাধ্য হই তবে তো এক্ষুনি আপনি আমায় সিনিয়রের পদ থেকে নামিয়ে দেবেন; আর তা হলে নিশ্চয়ই টম সিনিয়র হবে। মনে করুন এটাই আমার একটা অবাধ্যতা হচ্ছে।"

এ যুক্তির পর হেডমাষ্টার আর কথা কহিতে পারিলেন না, তাঁর মনে হইল, ভগবান যেন এই ভাবেই প্রকাণ্ড একটা অন্যায় শোধরাইবার সুযোগ তাঁকে দিতেছেন।

আনন্দে এইবার ছেলের দল স্থান কাল পাত্র ভুলিয়া গেল। ভুলিয়া গেল এটা স্কুল, ভুলিয়া গেল এখানে ডিসিপ্লিন মানিয়া চলিতে হয়। সকলে একসঙ্গে টমকে ঘিরিয়া জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল, "জয় টম চ্যানিং কী জয়!

জয় হেলষ্টনলি স্কুলের সিনিয়র টম্ চ্যানিং কী জয়!" বলা বাহুল্য, বাইওয়াটার চেঁচাইল সবার আগে।

স্কুলে যখন এই রকমের কাণ্ড চলিতেছিল, দরজার সামনে মিষ্টার হাণ্টলি দেখা দিলেন। ভিতরের দিকে একবার তাকাইয়াই আসল ব্যাপারটা তিনি বুঝিয়াছিলেন, মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "ওঃ, হ্যারি নিজে থেকেই তার কর্ত্তব্য সেরে রেখেছে দেখতে পাচ্ছি। এই কথাটাই মনে করিয়ে দিতে আমি এসেছিলাম—ওর আবার সব সময়ে সব জিনিষ খেয়ালে আসে না কিনা!"

লেডি অগাষ্টা এক কোণে দাঁড়াইয়া তখনও হাঁপাইতেছিলেন, রাগ কিছুমাত্র পড়ে নাই। তিনি বলিলেন, "আপনিও তবে রোল্যাণ্ডের গুণ-কীর্ত্তি শুনেছেন, মিষ্টার হাণ্টলি?"

মিষ্টার হাণ্টলি জবাব দিলেন, "আর্থারের কাছে লেখা রোল্যাণ্ডের চিঠিখানা যখন আসে তখন আমিও ও বাড়ীতেই উপস্থিত ছিলাম কিনা, তাই খবরটা কালই জেনেছি। কাজটা রোল্যাণ্ড খুবই অন্যায় করেছে সন্দেহ নেই, কিন্তু তাই বলে তার উদ্দেশ্য যে খুব খারাপ ছিল, তা কিন্তু নয়। ভেবে দেখুন, নিজে থেকেই তো সে গ্যালওয়েকে টাকা ফিরিয়ে দিয়েছে, কারুর বলবার অপেক্ষা রাখেনি। তার আসল যা দোষ সে হচ্ছে চিন্তাশক্তির অভাব।"

"গোল্লায় যাক তার সাধু উদ্দেশ্য।" বলিয়া লেডি অগাষ্টা স্কুল-ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। অবিলম্বে এখন চ্যানিংদের বাড়ী গিয়া ছেলের পক্ষ হইতে তাঁদের কাছে ক্ষমা চাওয়া যে তাঁর অবশ্য কর্ত্তব্য, সেটা লেডি অগাষ্টাও বুঝিয়াছিলেন।

চ্যানিংদের বাড়ীর বারান্দা পার হইয়া ভিতরে ঢুকিতে যাইবেন, হঠাৎ যেন পথের মাঝখানে ভূত দেখিয়া তিনি থামিয়া গেলেন। ভূত—নিশ্চয়ই চার্লি চ্যানিংয়ের ভূত—একটি গাঁট্টা-গোঁট্টা স্ত্রীলোকের সঙ্গে সেও বাড়ীর ভিতর ঢুকিবার চেষ্টা করিতেছে। ছেলেটার সে লাবণ্যময় চেহারা কেমন শুকনো হইয়া গেছে, মাথার চমৎকার কোঁকড়ানো চুলের জায়গায় যেন কদম ফুলের শুঁয়ো

গজাইয়াছে। লম্বায়ও সে যেন অনেকটা বাড়িয়া গিয়াছে, অথচ সেই অনুপাতে মোটা তো হয়ই নাই, বরং অত্যন্ত যেন কৃশ ঠেকিতেছে।

লেডি অগাষ্টার মুখ দিয়া চীৎকারের শব্দ প্রায় বাহির হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু সহসা সাশ্চর্য্যে তিনি দেখিলেন, যাকে ভূত ভাবিয়া তিনি চমকাইয়াছিলেন, পরিষ্কার মানুষের কণ্ঠে সেই বলিতেছে, "লেডি অগাষ্টা, ভাল আছেন ?"

মানুষেব গলার আওয়াজে কে আসিল তাহাই দেখিবার জন্য মিসেস চ্যানিং জানালা দিয়া গলা বাডাইয়াছিলেন, তাঁহার সর্ব্ব শরীরে কাঁটা দিয়া উঠিল। সত্যিই কি তিনি জাগিয়া, নাকি এ স্বপ্ন দেখিতেছেন ? তাঁহাব চার্লি, তাঁহার প্রাণের ধন আবার তাঁহারি বুকে ফিরিয়া আসিযাছে—একি সত্যি ? হ্যাঁ সত্যি বইকি, ওই যে মা বলিয়া তাঁর আদরের দুলাল দুই হাতে তাঁরই গলা জড়াইয়া ধরিতে ছুটিয়া আসিতেছে! "বাবা আমার, মাণিক আমার! আমি যে চোখের মণি হারিয়ে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলাম!" বলিয়া মা ছেলেকে দুই হাতে বুকে চাপিয়া ধরিলেন ; ছেলের মাথার উপর নিজের গালখানি রাখিলেন, আর তাঁর দুই চোখ দিয়া হুহু করিয়া প্রবল বেগে জল পডিতে লাগিল।

গোলমালের শব্দ শুনিয়া কন্‌স্‌ট্যান্স্, জুডি এবং মিষ্টার চ্যানিং পর্য্যন্ত ছুটিয়া আসিয়াছিলেন, তিনজনেই আনন্দে একেবারে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। কন্‌স্‌ট্যান্স্ সর্ব্বাগ্রে ছোট ভাইটিকে কাছে টানিতে যাইতেছিল, কিন্তু জুডির সঙ্গে চালাকি? এমনই কৌশলে সে কন্‌স্‌ট্যান্স্‌কে আড়াল করিয়া দাঁড়াইল যে সাধ্য কি কন্‌স্‌ট্যান্সের, তাহার আগে চার্লিকে কাছে পায়?

চার্লির সঙ্গে যে স্ত্রীলোকটি আসিয়াছিল সে এতক্ষণ একদিকে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া এই অপূর্ব্ব মিলন-দৃশ্য দেখিতেছিল। চার্লি আঙুল দিয়া তাহাকে দেখাইয়া বলিল, "আমি তো মা গিয়েইছিলাম, কে আমাকে বাঁচালে জান? এ-ই।"

মিসেস্ চ্যানিং গভীর কৃতজ্ঞতায় গলিয়া পড়িয়া সেই স্ত্রীলোকটিকে জড়াইয়া ধরিলেন ; তাঁর মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইল না।

স্ত্রীলোকটি সহরের বাসিন্দা নয়, বাড়ী তার পল্লীগ্রামে—যাহারা গতর খাটাইয়া দিন গুজরাণ করে সেই শ্রেণীর লোক সে। বাহিরের রোদে-জলে মানুষ বলিয়া হাত-পা-গুলি তার রুক্ষ, কিন্তু ভিতরটা বড়ই কোমল। এই কয়দিন চার্লির সেবা শুশ্রূষা করিয়াই সে তাকে নিজের ছেলের মত ভালবাসিয়া ফেলিয়াছিল, এইবার তাকে তার নিজের মা-বাপের বুকে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া সে সত্যই বড় খুসী হইল। কি করিয়া কোথায় চার্লিকে প্রথম পাওয়া গিয়াছিল বলিয়া সে যা বর্ণনা দিল, তা কিন্তু আরব্যোপন্যাসের মতই বিস্ময়কর। যে রাত্রে চার্লির দুর্ঘটনা ঘটে, সে রাত্রে স্ত্রীলোকটি ও তাহার স্বামী তাহাদের বজরায় করিয়া হেলষ্টনলির নদী বাহিয়া দূরে অন্য গাঁয়ে যাইতেছিল। তরতর করিয়া নদীর স্রোত বহিয়া চলিয়াছে, তাহাদের বাদাম-খাটানো বজরাখানি তাহারই সঙ্গে সমান তালে নাচিয়া নাচিয়া চলিয়াছিল। গীর্জ্জার চত্বরের কাছাকাছি আসিতেই তাহারা দেখিতে পাইল, একটি ছেলে এঞ্জিনের বেগে নদীর দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। চোখের পলক ফেলিতে-না-ফেলিতেই তারা দেখিল, ছেলেটি একেবারে নদীর জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে—সামান্য একটু দাপাদাপি করিল, তার পরেই অথৈ জলের নীচে সে তলাইয়া গেল। তার স্বামী তখনই একটানে গায়ের কোটটা খুলিয়া ফেলিয়া নদীর তলা লক্ষ্য করিয়া ডুব দিল এবং একটু বাদেই একটি ছেলের অচেতন দেহ লইয়া ভাসিয়া উঠিল। ছেলেটিকে নৌকার উপর উঠাইয়া স্বামী-স্ত্রীতে মিলিয়া তখন তার জ্ঞান ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। জলের উপরেই তাহাদের বসবাস, মানুষ জলে ডুবিলে কি করিতে হয় তা তাহাদের বেশ ভাল মতেই জানা আছে। এইসব ব্যাপারে বেশ খানিকটা সময় গেল ; ততক্ষণে বজরাটা সহরের লোকালয় ছাড়াইয়া খোলা মাঠের ধারে চলিয়া আসিয়াছে। যে গাঁয়ের দিকে তাহারা চলিয়াছিল সেখানে নির্দ্দিষ্ট দিনে তাহাদের না পৌঁছিলেই নয়, সুতরাং বজরা থামাইয়া আত্মীয়-স্বজনের খোঁজ করা তখন তাহার স্বামীর

সম্ভব নয়। আরও একটি গুরুতর কারণ ছিল—কথাবার্ত্তা কহিবার মত জ্ঞান ছেলেটির তিন সপ্তাহের মধ্যেও হয় নাই। নৌকায় তুলিবার পরই প্রবল কাঁপুনি দিয়া তার জ্বর আসে, এবং সে জ্বর একেবারে বিকারে গিয়া দাঁড়ায়। সেই অবস্থায় আগে ছেলের বাপ-মার খোঁজ করার চাইতে আগে তাকে বাঁচান দরকার, এইরূপই তাহাদের মনে হইয়াছে। তারপর সে যখন সম্পূর্ণ সুস্থ হইল তখন ফিরিবার পথে বাপ-মার হাতে সঁপিয়া দিবার জন্য সে তাকে নিয়া আসিয়াছে—স্বামী তার বজরা ছাড়িয়া আসিতে পারে নাই।

বাহিরের বারান্দায় দাঁড়াইয়া এইসব কথাবার্ত্তা হইতেছিল, এবং সকলে —মায় লেডি অগাষ্টা পর্য্যন্ত—তন্ময় হইয়া স্ত্রীলোকটির কথা শুনিতেছিলেন। কিন্তু আরও এক ব্যক্তি যে একান্তে দাঁড়াইয়া সোৎকণ্ঠে সমস্ত কথাগুলি গিলিতেছিলেন, বোধহয় অপর কেহ তাহা লক্ষ্য করে নাই, করিলে নিশ্চয়ই কিছু-না-কিছু সন্ত্রস্ত বোধ করিতই। সে ব্যক্তি স্বয়ং হেলষ্টনলির বিশপ মহাশয়—মিষ্টার চ্যানিংকে অভিনন্দন জানাইতে আসিয়া হঠাৎ এই অভাবনীয় ব্যাপারে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছেন।

মিষ্টার চ্যানিংয়ের নিকট বিদায় লইয়া বিশপ মহাশয় বড় রাস্তা ধরিয়া কিছুদূর গিয়াছেন, এমন সময় দেখিলেন বিপরীতদিক্ হইতে আর্থার আসিতেছে। তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তিনি আদরের সুরে বলিলেন, "আর্থার, তোমায় একটা সু-খবর দিলে কি দেবে আমায়?"

আর্থার মনে করিল, গ্যালওয়ের মুখে বিশপ মহাশয় রোল্যাণ্ডের চিঠির কথা শুনিয়াছেন, আর্থার সে কথা জানে না ভাবিয়া তাহাই তিনি বলিতে চাহিতেছেন। সে বলিল, "রোল্যাণ্ডের কথা বলছেন? আহা বেচারা ··"

"না না, রোল্যাণ্ডের কথা নয়, সে তো তুমি জানই। চার্লিকে ফিরে পাওয়া গেছে।"

আর্থার ভাবের ঝোঁকে একেবারে বিশপ মশা'য়ের হাত জড়াইয়া ধরিল, "স্যর, স্যর, পাওয়া গেছে! জীবিত অবস্থায়?"

বিশপ মহাশয় কোমল কণ্ঠে বলিলেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, জীবিতাবস্থায় বই কি,

নইলে কি আর আমি সু-খবর বলি? বাড়ী যাও, সব জানতে পারবে।” তারপর একটু থামিয়া আর্থারের পিঠটা আস্তে আস্তে চাপড়াইয়া বলিলেন, এতদিনে ভগবান তোমাদের দিকে মুখ তুলে চাইলেন আর্থার! আর তা তো চাইবেনই, তোমরা যে তাঁর কষ্টি-পাথরের পরীক্ষায় খাঁটি সোনা বলে ছাড় পেয়েছ! জীবনে দুঃখ-কষ্টই হচ্ছে মানুষের আসল পরীক্ষা। স্যাকরা যেমন তার কষ্টি-পাথরে ঘষে ঘষে ঠিক করে সোনা আসল কি ভেজাল, তেমনি ওপর থেকে তিনিও বিপদ-রূপ কষ্টি-পাথরে সর্ব্বদা আমাদের দেখছেন কিনা! সে পরীক্ষায় তোমরা পাশ হয়ে গেছ।”

হাওয়ায় ভাসিতে ভাসিতে আর্থার বাড়ী আসিয়া পৌঁছিল। ততক্ষণ হামিশও ফিরিয়াছে এবং চার্লিকে লইয়া সকলের কাড়াকাড়ি পড়িয়া গিয়াছে।

আদর আপ্যায়নের পালা শেষ হইবাব পর হইতেই একটা কথা বরাবরই নানা রকম ভাবে চার্লির মনের দুয়ারে উঁকি মারিয়া যাইতেছিল; শেষ পর্য্যন্ত সে আর তাকে চাপিয়া রাখিতে পারিল না, প্রকাশ করিয়া ফেলিল। ছেলে বয়সে যে স্থানটি আমাদের প্রিয় হইতেও প্রিয়তব, যেখানকার সঙ্গীদের সহিত একবার মিলিতে পাইলে আমরা যেন পৃথিবীর আর সব কথাই ভুলিয়া যাই, সেই ‘স্কুল’ তার কিশোর মনকে ক্রমাগতই টানিতেছিল। তার সঙ্গীর দল এখন কে কি করিতেছে, তাহার অভাব তারা কতটা বোধ করিতেছে, সে মরিয়া গিয়াছে শুনিয়া তাহাদের মনের ভাব কেমন হইয়াছিল—এইসব জানিবার জন্য তাহার কৌতূহলী মন যেন আর কোন প্রকারেই বাঁধন মানিতে চাহিতেছিল না। কথাটা জানিতে পারিয়াই কিন্তু মিসেস চ্যানিং বাঁকিয়া বসিলেন, “হুঁ, দিলাম আরকি তোমায় এই শরীরে এখুনি আবার ইস্কুলে যেতে! যে সব ‘গুণমন্ত’ বন্ধু তোমার বাছা, তাদের কথা আর বোল না।” কিন্তু মিষ্টার চ্যানিং ছেলের মনের ভাবটি যথাযথ বুঝিলেন। স্নেহময় পিতা তাই শেষ পর্য্যন্ত ব্যবস্থা কবিলেন, “আচ্ছা, চার্লি স্কুলে যেতে পাবে, কিন্তু একলা নয়; আর্থার সঙ্গে যাবে, সবার সঙ্গে দেখাশুনো হলে আবার সে-ই ফিরিয়ে আনবে।”

চার্লিকে সঙ্গে নিয়া আর্থার যখন স্কুলে উপস্থিত হইল ঠিক তাহার

অব্যবহিত পূর্ব্বে এক অভাবনীয় কাণ্ড ঘটায় সে স্থানটি একেবারে নির্ব্বাক-নিস্পন্দ হইয়া গিয়াছে। সংক্ষেপে ঘটনাটি এই যে, বিদ্যালয়ের শোভা বাড়াইবার জন্য চত্বরের জায়গায় জায়গায় যে বিলাতী বাঁশের ঝাড় লাগান ছিল তারই একটি সুদৃঢ় কঞ্চি একটু আগে জেরাল্ড ইয়র্কের খোলা পিঠের উপর তরতর করিয়া নাচিয়া গিয়াছে, এবং নাচাইয়াছেন স্বয়ং হেডমাষ্টার মিষ্টার পাই। প্রকাশ্য ক্লাশের মধ্যে একজন 'সিনিয়র'কে এমন করিয়া বেত মারা স্কুলের ইতিহাসে বোধহয় এই প্রথম। সমস্ত ছাত্র তাই স্তম্ভিত, আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছিল, আর কনুইয়ের নীচে মুখ লুকাইয়া জেরাল্ড ডেস্কের উপর মাথা গুঁজিয়া কোন প্রকারে এই দুঃসহ অপমান হজম করিতেছিল।

সহসা আর্থারের পিছন পিছন রোগা, লম্বা এবং শীর্ণ একটি জীবকে চার্লি'র মূর্ত্তি ধরিয়া ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া ছোট ছেলেরা ভূত ভাবিয়া আঁৎকাইয়া উঠিল, বড়রা মনে করিল স্বপ্ন দেখিতেছে, আর হেডমাষ্টার মনে করিলেন, নিশ্চয়ই তাঁর চশমা খারাপ হইয়া গেছে, নতুবা এও কি সত্য হইতে পারে?

কিন্তু একটু বাদে আর্থার যখন সমস্ত ক্লাশের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া হেড-মাষ্টারকে সম্বোধন করিয়া চার্লি'র পুনঃপ্রাপ্তির কথা ঘোষণা করিল—কোথায় কিভাবে এতদিন সে ছিল, কেমন করিয়াই বা তাকে পাওয়া গেল জানাইল, তখন যেন বিস্ময় এবং আনন্দের অবধি রহিল না। আর ছেলেরা? হেড-মাষ্টার মশায়ের কাছ হইতে সেদিনকার মত তাহারা ছুটি আদায় করিয়া চার্লি'কে কাঁধে তুলিয়া শোভাযাত্রা করিতে করিতে চ্যানিংদের বাড়ীর দিকে রওনা হইল।

মিঃ চ্যানিং বিদেশ হইতে ফিরিবার পর দিনই নিজের আপিসের কাজে যোগদান করিয়াছিলেন, তাই হ্যামিশের সেখানকার কাজ ফুরাইয়া গিয়াছিল। অতঃপর সে কি করিবে ইহা লইয়াই পিতা পুত্রের যখন আলাপ চলিতেছিল, তখন মিষ্টার চ্যানিংয়ের মনে পড়িল মিষ্টার হ্যাণ্টলির কথা। কথাটার সহিত আরও একটা কথা মনে হইতেই তিনি তাড়াতাড়ি হ্যামিশকে বলিয়া উঠিলেন, "হ্যামিশ, তুমি যাও, শীগগির মিষ্টার হ্যাণ্টলিকে চার্লি'র খবরটা দিয়ে এসো গে!

এ কথাটা সবার আগে তাঁকে জানানো আমার কর্ত্তব্য ; মনে করে দেখ, এতবড় হিতকারী আপনার জন আমাদের এ সহরে আর কেউ নেই।"

হামিশ তৎক্ষণাৎ যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া পড়িল—মিষ্টার হাণ্টলির বাড়ীতে একবার কেন, উপর-উপরি দশবার যাইতেও তার আলস্য নাই।

মিষ্টার হাণ্টলি বাহিরের ঘরেই বসিয়া ছিলেন, হামিশের মুখের খবর শুনিয়া একেবারে চেয়ার হইতে লাফাইয়া উঠিলেন—তিনি যে কী বিপুল আনন্দ পাইয়াছেন তা তাঁহার চোখের তারকা দুইটিই বলিয়া দিতেছিল।

ক্রমে কথায় কথায় অন্য প্রসঙ্গ আসিয়া পড়িল, মিষ্টার হাণ্টলি কহিলেন, "তোমার বাবা তো ফের তাঁর আপিসের কাজে লেগে পড়লেন! এইবার তুমি কি করবে ঠিক করলে হামিশ?"

"কি আর করব? ভাবছি রোল্যাণ্ডকে একখানা চিঠি লিখবো, পোর্ট ন্যাটালে আমার জন্যেও একটু জায়গা-টায়গার ব্যবস্থা দেখুক।"

"ঠাট্টা রাখ, আমি কি বলি শোন ; সেদিন যে ব্যাঙ্কের ম্যানেজারির কথা বলছিলাম সেটা এখনও খালি আছে। লোক বাছবার ভার আমারই ওপরে —আমি বলি, এই কাজটাই তুমি নিয়ে ফেল।"

আশার আনন্দে হামিশের বুক ঢিপ ঢিপ করিতেছিল,—এতবড় চাকরি! কিন্তু তবুও সে ঠাট্টার স্বর দমন করিতে পারিল না, কহিল, "আমায় দিয়ে আপনার আবার বিশ্বাস হবে তো?"

মিষ্টার হাণ্টলি হাসি-হাসি মুখে হামিশের নাকের সম্মুখে তাঁহার ঘুঁষি শুদ্ধ হাত খানি কাঁপাইতে কাঁপাইতে বলিলেন, "ফের ওকথা বলেছ কি, এই! আর বাপু তাও বলি, সবখানি দোষ আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিলেই চলবে না, তোমার নিজের দোষও ছিল যথেষ্ট। তোমার ধরণ-ধারণ ওরকম না দেখলে ভুলেও তোমার বিরুদ্ধে অত বড় অপবাদ আমি মনেও স্থান দিতে পারি? আর্থার যে টাকা নেয়নি তা আমি স্থির জানতাম ; অথচ নিজের মাথা থেকে দুর্ণামটা ঝেড়ে ফেলতেও সে গা করে না। কানাঘুষো থেকে খবর পেয়েছিলাম, বাজারে তোমার বেশ দেনা আছে, অথচ নোট্ চুরীর

পরেই শুন্‌লাম, কোন্ ফুস্‌মন্তরে ফুস্ করে সে দেনা তুমি চুকিয়ে দিয়েছ। তোমার কাছে কথাটা পাড়তে গেলুম তো তুমি রেগেই অস্থির! এর পর যদি জেনে থাকি যে গ্যালওয়ের চিঠিখানার কাছে খানিকটা সময় তুমি একলাটি বসেছিলে, এবং মনে করে থাকি যে সেই বসে-থাকার ফলেই তোমার টাকা জুটেছে, তবে দোষটা কি সবই আমার?"

হামিশ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "হুঁ ঠিক! ডিটেকটিভির দিক দিয়ে দেখতে গেলে ওই রকমই দাঁড়ায় বটে। আপনারা সম্ভব-অসম্ভব সব জিনিষেরই কল্পনা করেছেন, শুধু এ কথাটা ভাবতে পারেন নি যে, দেনা-শোধের টাকাটা আমার স্বতন্ত্র উপার্জ্জনের টাকাও হতে পারে।"

মিষ্টার হাণ্টলি একটু চম্‌কিয়া উঠিলেন, কহিলেন, "স্বতন্ত্র উপার্জ্জন? সে আবার তুমি কর্‌লে কখন? সারা দিন তো তোমার বাবার আপিসের কাজেই কাটাতে হতো!"

হামিশ আন্‌মনে সামান্য একটুক্ষণ কি যেন ভাবিয়া লইয়া বলিল, "বলতে পারি আপনাকে, যদি কথা দেন আপাততঃ ব্যাপারটা কারো কাছে ফাঁস করবেন না, এমন কি বাবার কাছেও নয়।"

মিষ্টার হাণ্টলি অত্যন্ত কৌতূহলী হইয়া বলিলেন, "আচ্ছা দিলাম কথা। কি ব্যাপার বল।"

সামান্য একটু হাসিয়া হামিশ বলিল, "বাবার চেঞ্জে যাওয়ার কথা ওঠবার পর হতেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম, এবার আমাদের প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু স্বতন্ত্র রোজগারের দরকার হয়ে পড়েছে। সারা দিনের কাজ শেষ হবার পর এবং রাত্রে বাড়ীশুদ্ধ সবার খাওয়া দাওয়ার পাট চুকে গেলে, শোবার ঘরে চার দিক্‌কার দরজা-জানালা বন্ধ করে বাতি জেলে আমার এই স্বতন্ত্র কাজ শুরু হোত—খবরের কাগজের জন্য প্রবন্ধ লেখা। আমার এক বন্ধু লণ্ডনের বড় একটা খবরের কাগজের সহকারী সম্পাদক, তার কাছে শোনা ছিল, ভাল প্রবন্ধ পেলে কাগজ-ওয়ালারা নাকি বেশ কিছু টাকা দেয়—সেজন্যেই এই উদ্যোগ-পর্ব্ব। কিন্তু সাহিত্য-চর্চ্চায় লেগেছি, একথা আর কাউকে জানাতে

কেন জানিনা ভারী লজ্জা বোধ হত। কাজেই কেউ যাতে কোনমতে এ সন্দেহটি না করে বসে সে জন্য যত্নের ত্রুটি করিনি। ঘরে ঢোকবার আগে আপিসের হিসাবের খাতাটা বগলদাবা করে নিতাম, যাতে সবাই বোঝে যে রাত্রে আলো জ্বেলে আমি হিসেব-পত্র নিয়েই ব্যস্ত থাকব। কেউ যদি ইতিমধ্যে দরজায় ঘা দিত, ড্রয়ার খুলে লেখা কাগজ-পত্র তার ভেতর পুরে ডেস্কের ওপর হিসাবের খাতাখানা মেলে রেখে পরে দরজা খুলে দিতাম। এই ভাবে এতদিন চালিয়ে এসেছি।

"প্রবন্ধ পেয়ে সম্পাদক মশাই খুসী হয়ে জানালেন, সেগুলো নাকি ভয়ানক রকম ভালো হয়েছে—সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণাও কিছু বন্ধুটিব মারফৎ পাওয়া গেল। তারপব আর কি? ছদ্মনামে প্রবন্ধেব ওপর প্রবন্ধ বেরোচ্ছে, আর আলাদিনের প্রদীপের মত টাকা ছুটে আসছে। বাড়ীর কেউ এ খবর রাখেনা। কাগজ-ওয়ালারা আমার একখানা বইও প্রকাশ করবার ভার নিয়েছে, বোধহয় দিন পনেরো-কুড়ির ভেতবেই সে বই ছাপা হয়ে বেরোবে। সেইদিন হঠাৎ একেবারে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেব—মনে মনে এই মৎলব এঁটে বসে রয়েছি। শুধু আজ আপনার কাছেই তা ফাঁস করতে হলো।"

মিষ্টাব হাণ্ট্লি সপ্রশংসভাবে এই সদানন্দ, প্রতিভাবান্ যুবকটির পানে চাহিয়া রহিলেন; ছিঃ ছিঃ, এই নির্ম্মল ছেলেটিকে এতদিন তিনি কী জঘন্য সন্দেহই না করিয়া আসিয়াছেন! মনে মনে বলিলেন, আমার ভাবী জামাতার অনেক গুণের কথাই জানা ছিল, কিন্তু এই বয়সেই যে সে এত বড় সাহিত্যিক হইয়া উঠিয়াছে সেটি তো জানিতাম না! প্রকাশ্যে হাসিয়া বলিলেন "ওঃ, তবে তো তোমায় খুবই সমীহ করে চল্তে হবে দেখছি হামিশ! এত বড একজন সাহিত্যিক তুমি।"

আরও দু'চার বিষয় কথাবার্ত্তা হইল। গ্যালওয়ে আর্থারকে তাঁর অংশীদার ও সহকারী এটর্নী করিয়া লইবেন শুনিয়া মিষ্টার হাণ্টলি আনন্দ প্রকাশ করিলেন। এ-কথা সে-কথার পর অবশেষে একটা হাই তুলিয়া তিনি বলিলেন, "তবে আমি ব্যাঙ্কের অন্যান্য অংশীদারদের কাছে লিখে পাঠাই যে

তুমিই নতুন ম্যানেজার ঠিক হলে। মাইনে ছাড়াও ব্যাঙ্কের বাড়ীখানাতে তোমায় থাকতে দেওয়া হবে। চাকরীতে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই তুমি সে বাড়ীতে উঠে যাচ্ছ তো ?”

“না না, অত বড় বাড়ীতে এখন আমি একা গিয়ে কি করব ?”

“ওঃ, দোকা না হয়ে যাবে না, তাই বল।”

ঠিক সেই সময়েই এলেন কি কাজে এদিকে আসিতেছিল, মিষ্টার হাণ্টলি তাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, “শুন্‌ছ এলেন, হামিশ ব্যাঙ্কের নতুন ম্যানেজার নিযুক্ত হল ! কিন্তু ‘দোকা’ না হওয়া পর্য্যন্ত সে নাকি তার সরকারী বাড়ীতে যাবেনা।”

বাবার দুষ্টামীতে এলেন ভয়ানক লজ্জা পাইয়া পালাইয়া গেল, যে কাজে সে আসিয়াছিল, তা আর করা হইল না।

এই ঘটনার সপ্তাহ দুই বাদে একদিন সূর্য্যদেব বড়ই মধুর মূর্ত্তি লইয়া হেলষ্টনলির আকাশে প্রকাশিত হইলেন। উৎসবের আনন্দে চ্যানিং আলয় মুখরিত হইয়া উঠিল। জুডি বাক্স খুলিয়া তার কুড়িবছর আগেকার কেনা সৌখীন গাউন পরিয়া সারা বাড়ী ঘুরিয়া ঘুরিয়া কর্ত্তৃত্ব করিতে লাগিল। এটি সে শেষ পরিযাছিল চার্লির নাম-করণের দিন, আর আজ কন্‌স্ট্যান্সের বিবাহের দিন বলিয়া ফের বাক্স হইতে বাহির করিয়াছে।

ক্রমে বেলা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে আত্মীয়-বন্ধুবা আসিয়া জুটিলেন। নববধূব বেশে বিভূষিত, সলজ্জ কন্‌স্ট্যান্স ও বর-বেশী বেভারেণ্ড মিষ্টার উইলিয়ম্ ইয়র্ক পাশা-পাশি দাঁড়াইয়া উপস্থিত সকলের অভিনন্দন ও আশীর্ব্বাদ একসঙ্গে গ্রহণ করিল।

অভ্যাগতদের ভীড়ের মধ্যে এলেনও মিশিয়া গিয়াছিল ; অপর কেউ শুনিতে না পায় এমনি খাটো গলায় চুপিচুপি হামিশ তাহাকে বলিল, “হ্যাঁ, এই বেলা বেশ করে শিখে-টিখে নাও এলেন, আব তো পূবো এক মাসও বাকী নেই !”

এলেন লজ্জায় রাঙ্গা হইয়া আরও সুমুখে সরিয়া ঠিক কন্‌স্ট্যান্সের পাশে গিয়া দাঁড়াইল।

অভ্যুদয়ের অনুবাদ

দি আইল্যাণ্ড অব্ ডক্টর মোরো—এইচ্ জি ওয়েল্‌স্ (২য় সংস্করণ)	২৲
দি ইনভিজিবল ম্যান—এইচ্ জি ওয়েল্‌স্	১৷৹
দি ওয়ার অব্ দি ওয়ার্লডস্—এইচ্ জি ওয়েল্‌স	২৲
দি ফার্স্ট মেন ইন দি মুন—এইচ্ জি ওয়েল্‌স্	
এইচ্ জি ওয়েলসের গল্প—সম্পাদক নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়	২৸৹
দি কোর‍্যাল আইল্যাণ্ড—ব্যাল্যাণ্টাইন (২য় সংস্করণ)	১।৹
দি গরিলা হাণ্টার্স—ব্যাল্যাণ্টাইন	১।৹
দি ডগ ক্রুসো—ব্যাল্যাণ্টাইন	১৲
হোয়াইট ফ্যাঙ—জ্যাক লণ্ডন	
নিকলাস নিক্‌ল্‌বি—চার্লস ডিকেন্স	১৲
দি ব্ল্যাক টিউলিপ্—এ্যালেকজাণ্ডার ডুমা	১৷৹
মাস্টারম্যান রেডি—ক্যাপ্টেন ম্যারিয়াট	১৲
দি চিলড্রেন অব্ দি নিউ ফরেস্ট—ক্যাপ্টেন ম্যারিয়াট	১।৹
দি চ্যানিংস—মিসেস হেনরি উড	১৷৹
অথই জলের রূপকথা—চার্লস কিংসলে ('দি ওয়াটার বেবীজ'এর অনুবাদ)	১৷৹
পিনোশিয়ো—কার্লো কলোদি	

মিসেস হেনরি উডের চতুর্থ বই 'দি চ্যানিংস' ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়, 'ঈষ্ট লিন'-এর লেখক হিসেবে যখন তাঁর যশ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে।

আঠারো'শ চৌদ্দ খৃষ্টাব্দের তেরোই জানুয়ারী উরষ্টারে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর প্রথম জীবনের সাহিত্যচর্চা সীমাবদ্ধ ছিল ছোট গল্পের ক্ষেত্রে; তখনকার বিভিন্ন মাসিক পত্রে তাঁর অসংখ্য গল্প প্রকাশিত হয়েছিল।

ভিক্টোরীয় যুগের সামাজিক জীবনের রীতি নীতি তাঁর একাধিক উপন্যাসের মধ্যে রূপায়িত হয়ে উঠেছে, এবং এ-ধরণের উপন্যাসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করেছে 'দি চ্যানিংস'। আঠারো'শ সাতাশি খৃষ্টাব্দের দশে ফেব্রুয়ারী মিসেস হেনরি উডের মৃত্যু হয়।